দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-১ সংখ্যা-৩৬১ ॥ ২৮ এপ্রিল ২০২৪ ॥ ১৫ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৮ শাওয়াল ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

নৌকা নিয়ে দ্বিমত থাকলে তাদের নিয়ে কাজ করবো না: গণপূর্তমন্ত্রী

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী বলেছেন, 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড কমিটিগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। কোথাও কোথাও ওয়ার্ড কমিটির নেতারা নৌকার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। দলের কারও যদি নৌকা নিয়ে দ্বিমত থাকে তাহলে তাদের নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো না, করবো না।'গতকাল শনিবার দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌর আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মোকতাদির চৌধুরী বলেন, 'দলীয় নেতাকর্মীদের নৌকার পক্ষে অন্ধভাবে কাজ করতে হবে। কোন ব্যক্তি নৌকা পেলো সেটি বড় কথা নয়। দলের প্রতীক নৌকা এটাই বড় বিষয়। এসব নানা বিবেচনার কারণেই উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায় থেকে নৌকা মার্কা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সারা দেশে আরও বাড়তে পারে তীব্র তাপমাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার : সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। এসময় জলীয় বাষ্প বেশি থাকার কারণে অস্বস্তিভাব থাকতে পারে। গতকাল শনিবার সকালে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে। আবহাওয়া অফিস বলছে, গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল চুয়াডাঙ্গায় ৪২ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ ছাড়া সর্বোচ্চ তাপমাত্রার মধ্যে রাজশাহী ও ঈশ্বরদীতে ৪২ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কুমারখালীতে ৪১ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়া, যশোর ও বগুড়াতে ৪০ দশমিক ৮ ডিগ্রি, টাঙ্গাইলে ৪০ দশমিক ৬ ডিগ্রি, মোংলায় ৪০ দশমিক ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। সংস্থাটি বলছে, রাজশাহী, চুয়াডাঙ্গা ও পাবনা জেলার ওপর দিয়ে অতি তীব্র তাপপ্রবাহ এবং টাঙ্গাইল, বগুড়া, বাগেরহাট, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলার ওপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। মৌলভীবাজার, রাঙ্গামাটি, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও বান্দরবান জেলাসহ রংপুর, ময়মনসিংহ ও বরিশাল বিভাগসহ ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের অবশিষ্টাংশের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। আবহাওয়া অফিস আরও বলছে, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা বা ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে এবং সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হতে পারে।

এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, মৃদু তাপপ্রবাহে তাপমাত্রা থাকে ৩৬ ডিগ্রি থেকে ৩৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মাঝারি তাপপ্রবাহে তাপমাত্রা থাকে ৩৮ ডিগ্রি থেকে ৩৯ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর ৪০ ডিগ্রি থেকে ৪১ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তীব্র তাপপ্রবাহ। তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা না থাকায় চতুর্থবারের মতো তিন দিনের জন্য তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা বা হিট অ্যালার্ট জারি করেছে আবহাওয়া অধিদফতর। সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, দেশের ওপর দিয়ে চলমান তাপপ্রবাহ ২৫ এপ্রিল থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা অব্যাহত থাকতে পারে। জলীয়বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তি বেড়ে যেতে পারে। এর আগে গত ৩ এপ্রিল চলতি গ্রীষ্ম মৌসুমে প্রথমবারের মতো তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা জারি করেছিল আবহাওয়া অধিদফতর। সেটিও ৭২ ঘণ্টার জন্যই জারি করা হয়েছিল। ওই সময়ের পর তাপমাত্রা কিছুটা কমে এসেছিল। এরপর গত ১৯ এপ্রিল আবহাওয়া অধিদফতর দ্বিতীয় দফায় হিট অ্যালার্ট জারি করে। সেই হিট অ্যালার্টের মেয়াদ শেষ হতে না হতেই ২২ এপ্রিল জারি করা হয় তৃতীয় দফার সতর্কবার্তা। এবারও সেই সতর্কবার্তার মেয়াদ শেষ হতে না হতেই জারি করা হলো চতুর্থ মেয়াদের সতর্কবার্তা। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, ভারী বা টানা বৃষ্টিপাত ছাড়া চলমান

২-এর পাতায় দেখুন

তাপদাহে বন্ধ থাকবে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির কার্যক্রম

স্টাফ রিপোর্টার : তাপদাহের মধ্যে কিছু নির্দেশনা পালন করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আজ রোববার থেকে খুলে দেওয়া হলেও প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। গতকাল শনিবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আক্তারুন্নাহার স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়। খুদে শিক্ষার্থীদের বিষয়ে বলা হয়েছে, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। অন্যান্য শ্রেণির বিষয়ে বলা হয়, ২৮ এপ্রিল, রোববার থেকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম চলমান থাকবে। এক শিফটে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলো প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত চলবে। দুই শিফটে পরিচালিত বিদ্যালয়ে প্রথম শিফট সকাল ৮টা থেকে সাড়ে ৯টা এবং দ্বিতীয় শিফট ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত চলমান থাকবে। তাপদাহ সহনীয় পর্যায়ে না আসা পর্যন্ত অ্যাসেম্বলি বন্ধ থাকবে। উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্টদের নিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে পাঠানো রুটিন বিবেচনায় নিয়ে উপজেলা ভিত্তিক

২-এর পাতায় দেখুন

বিএনপিকে গণতান্ত্রিক দল মনে করি না : কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বাংলাদেশে বিএনপিকে গণতান্ত্রিক দল আমি মনে করি না। কারণ, তাদের ইতিহাসটাই হলো গণতন্ত্র হত্যার। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনো নজির নেই। তারা গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে, প্রহসনে পরিণত করেছে এবং গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান তারা দলের মধ্যে কোনদিন মানেনি। তিনি বলেন, আজকে দলটির যে নেতারা বড় কথা বলেন তারা কবে দলীয় কাউন্সিল করেছে এবং তাদের কোথায় কাউন্সিল হয়েছে? ৭/৮ বছর আগে লা মেরিডিয়ানে তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং হয়েছে। ৫০১ জনের জাম্বুজেট মার্কা কমিটি। কাজেই যাদের নিজেদের দলের ভেতরেই গণতন্ত্র নেই, তারা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে- এ আশা আমরা করি না। গতকাল শনিবার জাতীয় নেতা শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের ৬২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন নেতার মাজারে তার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এ কথা বলেন তিনি। এর আগে একে ফজলুল

২-এর পাতায় দেখুন

প্রাণিসম্পদের প্রাণ হচ্ছে ভেটেরিনারিয়ানরা

স্টাফ রিপোর্টার : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মো. আবদুর রহমান বলেছেন, আজকে আমি নির্দিষ্টভাবেই একটি কথা বলতে চাই, প্রাণিসম্পদের প্রাণ হচ্ছে ভেটেরিনারিয়ানরা। আমরা পুষ্টি এবং আমিষ জাতীয় খাদ্যে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ হবো না, বরং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের রাস্তাও তৈরি করবো। এটা যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহলে অবশ্যই ভেটেরিনারিয়ানদের যোগ্যতম জায়গায় কাজে লাগাতে হবে। গতকাল শনিবার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে 'বিশ্ব ভেটেরিনারি দিবস ২০২৪' উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, আমাদের শরীরে যে পুষ্টি আসে, পশু, গরু বা ছাগল যাই বলেন না কেনও, সেখানে যদি কোনো ধরনের ইনফেকশান থাকে,

২-এর পাতায় দেখুন

হাসপাতালে না থাকায় অনেক ডাক্তারকে শোকজ করা হয়েছে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি : স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন, আমি মাত্র তিন মাস হলো দায়িত্ব নিয়েছি। এই তিন মাসে আমার নির্দেশ হলো- তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা উন্নতি করা। হাসপাতালগুলোতে কেন ডাক্তার থাকে না এ বিষয়ে আমি ডিজি এবং মন্ত্রণালয়ের সবাইকে খোঁজখবর নিতে বলেছি। ইতিমধ্যে অনেক ডাক্তারকে শোকজ করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। গতকাল শনিবার দুপুরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া ১০০ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে দেশজুড়ে প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ চলছে। এ সময় বয়স্ক মানুষ ও শিশুরা ডায়রিয়াসহ নানা রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। তাই সকল সিভিল সার্জনদের নির্দেশ দেওয়া আছে, এখন সাধারণ রোগী ভর্তি না করে সিট ফাঁকা রাখার জন্য। যাতে তাপদাহে আক্রান্ত মানুষকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া যায়। তিরি আরও বলেন, ডাক্তার সংকট এক দিনের সমস্যা নয় এটা বহু দিনের সমস্যা। স্ট্যান্ডার্ড সেটাপের অনুমোদন হয়েছে। জনবল সংকট কাটানোর জন্য কাজ করা হচ্ছে। এর আগে টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পরে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের শহীদ সদস্যদের আত্মার শান্তির কামনা করেন। পরে তিনি গিমাডাঙ্গা কমিউনিটি ক্লিনিক, গোপালগঞ্জ শেখ সায়েরা খাতুন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেডের প্ল্যান্ট পরিদর্শন করেন। এ সময় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, জেলা প্রশাসক কাজী মাহবুবুল আলম, পুলিশ সুপার আল বেলী আফিফা, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহাবুব আলী খান, সাধারণ সম্পাদক জিএম সাহাবউদ্দিন আজম, শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. শংকর কুমার ঘোষ, অধ্যক্ষ ডা. অমল চন্দ্র পাল,

২-এর পাতায় দেখুন

দাবদাহে ঢাকায় উৎপাদনশীল খাতে বছরে ক্ষতি ২৭০০ কোটি ডলার

স্টাফ রিপোর্টার : দাবদাহের কারণে ঢাকায় প্রতিবছর উৎপাদনশীল খাতে ক্ষতি হচ্ছে দুই হাজার ৭০০ কোটি ডলার। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সাল নাগাদ শুধু পোশাক খাতেই ৬০০ কোটি ডলারের ক্ষতি হবে। এতে কাজ হারানোর ঝুঁকিতে পড়বেন প্রায় আড়াই লাখ পোশাককর্মী। গতকাল শনিবার রাজধানীর এক হোটেলে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তাদের কথায় এসব তথ্য উঠে আসে। 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং কর্মক্ষেত্রে জৈবরাসায়নিক দূষণ' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওশি)। অনুষ্ঠানে আলোচকরা বিদ্যমান অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে দাবদাহকে

২-এর পাতায় দেখুন

শহীদ শেখ জামালের জন্মদিন আজ

স্টাফ রিপোর্টার : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় পুত্র ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গর্বিত অফিসার, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামালের ৭১ তম জন্মদিন আজ রোববার। শেখ জামাল ১৯৫৪ সালের ২৮ এপ্রিল তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমা বর্তমানে জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে মাধ্যমিক এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃতি প্রেমী এবং একজন ক্রীড়াবিদ। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে শেখ জামালও গৃহবন্দী ছিলেন। সেখান থেকে পালিয়ে তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখ সমরে নেতৃত্ব দেন। শেখ জামাল ধানমন্ডি থেকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পথচলা শেষে ভারতের আগরতলা পৌঁছান এবং সেখানে মুজিব বাহিনীতে যোগদান করে প্রশিক্ষণ শেষে মুক্তিযুদ্ধের ৯ নম্বর সেক্টরে সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেন। শেখ জামাল ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক চৌকস-মেধাবী সেনা অফিসার। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দীর্ঘ মেয়াদী কোর্স'র প্রথম ব্যাচের কমিশন্ডপ্রাপ্ত অফিসার। ১৯৭৪ সালে শেখ জামাল যুগোস্লাভিয়ার মিলিটারি একাডেমিতে ক্যাডেট হিসেবে প্রশিক্ষণ

২-এর পাতায় দেখুন

দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষায় আইন করা হচ্ছে

দিনাজপুর প্রতিনিধি : ভূমিমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ বলেছেন, দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষায় দেবোত্তর সম্পত্তি আইন তৈরি করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ২০১৩ সালেই অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন প্রণয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তিনি। সম্প্রতি এ সম্পর্কিত দুইটি পরিপত্রও জারি করা হয়েছে। নারায়ন চন্দ্র চন্দ গতকাল শনিবার জেলার কাহারোল উপজেলার কান্তজিউ মন্দির প্রাঙ্গণে 'বিংশতি (২০) সহস্রাধিক কণ্ঠে পবিত্র "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ"-২০২৪ খ্রি.' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যে এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানটির আয়োজক রংপুর বিভাগীয় পবিত্র বেদ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শিক্ষাদান সংঘ। অনুষ্ঠানে সম্মাননীয় অতিথি ছিলেন

২-এর পাতায় দেখুন

টানা চার দফায় কমলো সোনার দাম

স্টাফ রিপোর্টার : আবারও সোনার দাম কমানোর ঘোষণা দিয়েছে জুয়েলারি ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। ভালো মানের সোনার দাম ভরিতে ৬৩০ টাকা কমানো হয়েছে। ২২ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম কমে দাঁড়াচ্ছে ১ লাখ ১২ হাজার ৯৩১ টাকা। গতকাল শনিবার বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বাজুস) মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য পর্যবেক্ষণ স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমানের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে গত ২৩, ২৪ ও ২৫ এপ্রিল সোনার দাম কমায় বাজুস। ২৩ এপ্রিল ৩ হাজার ১৩৮ টাকা, ২৪ এপ্রিল ২০৯৯ টাকা এবং ২৫ এপ্রিল ৬৩০ টাকা কমানো হয়। তার আগে অবশ্য টানা তিন দফা সোনার দাম বাড়ানো হয়েছিল। গত ৬, ৮ ও ১৮ এপ্রিল সোনার দাম বাড়িয়েছিল বাজুস। এর মধ্যে ৬

২-এর পাতায় দেখুন

গোদাগাড়ীতে গ্রেফতার অভিযানে পুলিশের উপর হামলা, আহত-১

মোঃ আতিকুর রহমান আতিক, রাজশাহী: রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় মাদকদ্রব্য উদ্ধার ও গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল অভিযানে গিয়ে আসামী পক্ষের হামলার শিকার হয়েছেন ১ (এক) পুলিশ সদস্য। পুলিশ কনস্টেবল মাহবুবুর রহমান গুরুতর আহত অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা নিতে গোদাগাড়ী ৩১ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি হন। ঘটনায় মোঃ ফজলুর রহমান (৫৫) পিতা মৃত আয়েজ উদ্দিন, বারীনগর দিয়ারমানিক চক কে প্রধান আসামীসহ আরও ২৪ জনের নাম উল্লেখ করে এসআই (নিঃ) মোঃ আতিকুর রহমান বাদি হয়ে গোদাগাড়ী মডেল থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন।এছাড়াও আরও নাম না জানা ৩০/৪০ জনের বিরুদ্ধেও এজাহার করেন তিনি। এজাহার ও মামলা সুত্রে জানা যায়, শুক্রবার (২৬ এপ্রিল) বিকেল ৪:৩০ মিনিটে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মহিশালবাড়ী এলাকার আজাদ মেম্বারের ঘাট পদ্মার চরে ২৮ বোতল ফেনসিডিল সহ আসামি ১/ কবিরুল ইসলাম পিতা মোঃ এসারুল ২/ রফিকুল ইসলাম পিতা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বাড়িনগর (মানিকচক) গোদাগাড়ী রাজশাহীদ্বয়কে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় গোদাগাড়ী থানা পুলিশ। অভিযান চলাকালে মোঃ আলী হায়দার ওরফে অলি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে নিজ বাড়িতে আশ্রয় নেয়। আলী হায়দার ওরফে অলিকে গ্রেফতারের লক্ষে তার বাড়িতে অভিযান চালাতে গেলে আসামী মোসাঃ রাকিবা খাতুন বাড়িতে প্রবেশে বাধা দেয় এবং আলী

২-এর পাতায় দেখুন

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস আজ

স্টাফ রিপোর্টার : কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধি পালনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশে আজ রোববার 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস' উদযাপিত হবে। এবারের প্রতিপাদ্য 'সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ, গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ।' গতকাল শনিবার রাজধানীর বিজয়নগরস্থ শ্রম ভবনের সম্মেলনকক্ষে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস এবং গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী এ কথা জানান। শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০০৩ সাল থেকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল 'বিশ্ব কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য দিবস' পালিত হয়। বাংলাদেশে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা ২০১৩' অনুযায়ী ২০১৬ সাল থেকে

২-এর পাতায় দেখুন

গোমস্তাপুরে অবশেষে ২দিন পর জমিতে সেচের পানি পেলেন কৃষকরা

মোঃ দুলাল আলী, গোমস্তাপুর প্রতিনিধিঃ অবশেষে ২ দিন পর চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রাধানগর ইউনিয়নে বড়বিলের বোরোধানের জমিতে সেচের পানি পেতে শুরু করেছে কৃষকরা ।শুক্রবার সকালে ওই এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন করে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সরজমিনে দেখা যায়, বিএমডিএর গোমস্তাপুর জোনের আওতায় রামদাস সেতুর নিচে পূনর্ভবা নদী থেকে একটি সেচ পাম্পের(মর্টারের) মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে আকারির বাঁধ (খাঁড়ি) হয়ে সেচের পানি ওই এলাকায় অবস্থিত ৫ টি এলএলবি পাম্পের মাধ্যমে জমিগুলোতে সরবরাহ করা হচ্ছে। এদিকে,নদীর পানি প্রবাহ স্বাভাবিক রাখতে শুক্রবার বিকেলে পূনর্ভবা নদীতে ড্রেজার দিয়ে খনন শুরু করেছে বিএমডিএ। বড়বিল এলাকার এলএলবি পাম্প চালক ইউপি সদস্য মজলু মিয়া জানান, বিএমডিএ খালে গত কয়েকদিন যাবত পানি সরবরাহ না করায় আমরা কৃষকদের জমিতে পানি সরবরাহ করতে পারছিলাম না। শুকবার সকাল থেকে পুনরায় সেচের পানি সরবরাহ চালু হওয়ায় জমিতে সেচের পানি দেয়া শুরু করেছি। তবে এ পানিতে তেমন কিছু হবে না বলে তিনি জানান। তিনি আরও জানান,সেচ সংকটের বিষয়টি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ায় কতৃর্পক্ষ একটু নড়েচড়ে বসেছে।বৃহস্পতিবার বিকেলে বিএমডিএ গোমস্তাপুর জোনের সহকারী প্রকৌশলী আহসান

২-এর পাতায় দেখুন

রংপুর মেডিকেলে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগী, ৫ দিনে ২২ জনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : সারা দেশের মতো রংপুরেও বইছে তীব্র তাপপ্রবাহ। রোদের তাপে হিট স্ট্রোক, ডায়রিয়াসহ বিভিন্ন রোগবালাই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। রংপুর বিভাগের একমাত্র বিশেষায়িত চিকিৎসাকেন্দ্র রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে তিল ধারণের জায়গা নেই। ওয়ার্ডের শয্যাতো দূরের কথা জায়গা নেই মেঝেতেও। এদিকে, মেডিসিন ওয়ার্ডের বেশিরভাগ সিলিং ফ্যান নষ্ট। যেগুলো সচল আছে সেগুলোও ভালোমতো ঘোরে না। একেতো রোগের যন্ত্রণা তার ওপর এমন গরমে রোগীদের দুর্ভোগের শেষ নেই। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন রংপুরসহ আশপাশের জেলা থেকে ৮ থেকে ১০ জন হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগী চিকিৎসার জন্য ভর্তি হচ্ছেন। গত পাঁচ দিনে হিট স্ট্রোক করা ২২ রোগী মারা গেছেন। সরেজমিন রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দেখা গেছে, কার্ডিওলজি ও মেডিসিন বিভাগে রোগীদের প্রচণ্ড চাপ। ওয়ার্ডগুলোতে তিল ধারণের জায়গা

২-এর পাতায় দেখুন

সরকারি খরচায় ১০ লক্ষাধিক মানুষকে আইনি সেবা দিয়েছে লিগ্যাল এইড

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার মাধ্যমে ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত ১০ লাখ ২২ হাজার ৯৫৮ জনকে সরকারি খরচায় আইনি সহায়তা দেয়া হয়েছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়, অসচ্ছল বিচারপ্রার্থীদের ১৮৭ কোটি ৪৪ লাখ ৬১ হাজার ৬৮৭ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিয়েছে জাতীয় আইনগত সতায়তা সংস্থা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লিগ্যাল এইডে আইনি সহায়তা দেয়া হয়েছে মোট ৩ লাখ ৮৪ হাজার ৮৮৬ মামলায়। এর মধ্যে আইনি সহায়তার মাধ্যমে ১ লাখ ৯৪ হাজার ১২২টি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে। বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি সেবার মাধ্যমে লিগ্যাল এইডে মামলা নিস্পত্তি হয়েছে ১ লাখ ১২ হাজার ৯১৩টি। এডিআর এর জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ১ লাখ ২৪ হাজার ৯৫৮টি মামলায়। এ সময়ের মধ্যে আইনি পরামর্শ সেবা দেয়া হয়েছে ৪ লাখ ৫ হাজার ৯২টি মামলায়। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে ২৭ হাজার ৪২৪ জন, দেশের ৬৪টি জেলার লিগ্যার এইড অফিসের মাধ্যমে ৮ লাখ ২ হাজার ৪০৭ জন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনি সহায়তা সেলের মাধ্যমে ২৮ হাজার ৩৩০ জন এবং জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার নির্ধারিত হটলাইন কলসেন্টার ১৬৪৩০ নম্বরে ১ লাখ ৬৪ হাজার ৭৯৭ জন বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পেয়েছেন। জাতীয় হেল্পলাইন সৃষ্টির আগে হটলাইনের মাধ্যমে ১৭ হাজার ৩২৮ জনকে সরকারি খরচে আইনি সেবা প্রদান করা হয়েছে। আজ এপ্রিল রোববার 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' পালিত হবে। দিবসটি সারাদেশে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করতে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ এবং জাতীয় আইনগত সহায়তার সংস্থার যৌথ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার ২০১৩ সালের ২৮ এপ্রিলকে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' ঘোষণা করেন। সকল মানুষের বিচার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের আইনগত সহায়তা কার্যক্রম প্রচারের মাধ্যমে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই দিবসটি প্রতিবছর পালন করা হয়। এবার ১২তম বার এ দিবসটি পালিত হচ্ছে।

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা রবিবার ॥ ২৮ এপ্রিল ২০২৪ ॥ ১৫ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা

বৈদেশিক রিজার্ভ সংকটের কারণে বিদেশি ঋণের প্রতি দেশের ঝোঁক বেড়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকটের কারণে বিদেশি ঋণের প্রতি সরকারের ঝোঁক বেড়েছে। পাশাপাশি বিগত বছরগুলোর নেওয়া ঋণ পরিশোধের চাপও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। একইসঙ্গে বাড়ছে বিদেশি ঋণ পরিশোধের চাপ। ঋণ পরিশোধে বাংলাদেশকে এখন তুলনামূলকভাবে বেশি অর্থ খরচ করতে হচ্ছে। ফলে প্রতিবছর সরকার যে বিদেশি ঋণ নিচ্ছে, তার বেশিরভাগই সুদাসলসহ পরিশোধেই ব্যয় হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে বাংলাদেশ প্রায় ৫.৬৩ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৬৮.৫৭ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি বিস্ময়কর বিষয় হলো সহায়তার ৫৪% এর বেশি, যার পরিমাণ প্রায় ২.৫৭ বিলিয়ন ডলার, সুদাসলসহ বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করতে ব্যবহার করা হয়েছিল। বিদেশী ঋণের সুদ পরিশোধের বোঝা এই সময়ের মধ্যে ১১৭% এরও বেশি বেড়েছে, যা বাংলাদেশের ঋণের স্থায়িত্ব নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। শুধুমাত্র চলতি অর্থবছরে জুলাই-মার্চ সময়ের মধ্যে, সুদের অর্থপ্রদানের পরিমাণ প্রায় ১.০৫ বিলিয়ন ডলার ছিল, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৮৫.৯০ মিলিয়ন ডলারের বেশী। বিশেষজ্ঞরা

বলছেন যে, ডলারের মূল্যের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি সরকারের জন্য বৈদেশিক লেনদেনে চ্যালেঞ্জ বাড়িয়েছে, যার ফলে ডলার কেনার জন্য প্রত্যাশিত বরাদ্দ বেশি হয়েছে। তারা যোগ করেছে, এই প্রবণতা বাংলাদেশকে তার ঋণের বাধ্যবাধকতা পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের মধ্যে যে অনিশ্চিত ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে তা নির্দেশ করে। এই চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, বাংলাদেশ ঋণের প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধির সাক্ষী হয়েছে, বিদেশী ঋণদাতারা এই বছরের মার্চের শেষ নাগাদ উল্লেখযোগ্য ৭.২৪ বিলিয়ন ঋণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই পরিসংখ্যানটি আগের অর্থবছরের একই সময়ে প্রতিশ্রুতিকৃত পরিমাণের দ্বিগুণেরও বেশি, যা উন্নয়ন লক্ষ্য পূরণের জন্য বহিরাগত ঋণের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতার ইঙ্গিত দেয়। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, স্থায়ী হারে ঋণ কমে যাওয়ায় সরকার বাজারভিত্তিক সুদের হারে ঋণের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থনীতিবিদরা আরো বলেন, এই স্থানান্তরটি শুধুমাত্র সুদের অর্থপ্রদানের উপর চাপ বাড়ায় না বরং বাজারের সুদের হারের সাথে স্বল্প পরিশোধের সময়কালের কারণে প্রকৃত পরিশোধের বোঝাও বাড়িয়ে দেয়।

৭-এর পাতায় দেখুন

বেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ডে নিহত অসচ্ছল ৮ জনের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বেইলি রোডের গ্রিন কোজি ভবনে আগুনের ঘটনায় নিহত অসচ্ছল ৮ জনের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়াভিত্তিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান লাভ শেয়ার বিডি ইউএস। গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা আকারাম খাঁ হলে নিহতদের স্মরণে লাভ শেয়ার বিডি ইউএস আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ সহায়তা দেওয়া হয়। সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. হারুন-অর-রশিদের সভাপতিত্বে ও তিতুমীর কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ও ঝালকাঠি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পাদক এস.এম কামাল উদ্দিন হায়দারের সঞ্চালনায় স্মরণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ঝালকাঠি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মুহ. আব্দুল হামিদ জমাদ্দার। এছাড়া

৭-এর পাতায় দেখুন

থাইল্যান্ডের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার : পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ থাইল্যান্ডের ব্যবসায়ীদের প্রতি বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার থাইল্যান্ডে সরকারি সফর চলাকালে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ব্যাংককের স্থানীয় একটি হোটেলে থাইল্যান্ডে বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত ব্যবসায়িক সভায় তিনি এই আহবান জানান। বিশিষ্ট থাই ব্যবসায়ীবৃন্দ এবং অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত

৭-এর পাতায় দেখুন

উপজেলা নির্বাচনে ভোটের প্রচারণায় সরকারি কর্মকর্তা

স্টাফ রিপোর্টার : উপজেলা নির্বাচনের আচরণবিধি লঙ্ঘণ করে প্রকাশ্যে এক প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় নেমেছেন সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আব্দুল্লাহ আল মামুন। গত শুক্রবার মেছড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী জামাত আলী মুন্সীর পক্ষে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখেন আব্দুল্লাহ আল মামুন। সেই সঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রার্থনা করেন। উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচারণ) বিধিমালা-২০১৬ মোতাবেক সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে নির্বাচনী এলাকায় প্রচারণা বা

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীর ১০ থানায় কিশোর গ্যাংয়ের উপদ্রব বেশি : ডিএমপি কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার : মিরপুর, মোহাম্মদপুর, উত্তরা ও যাত্রাবাড়ীসহ রাজধানীর ৫০টি থানার মধ্যে ১০টি থানায় কিশোর গ্যাংয়ের উপদ্রব বেশি বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার হাবিবুর রহমান। গতকাল শনিবার দুপুরে রাজধানীর এফডিসিতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি'র আয়োজনে 'কিশোর গ্যাং প্রতিরোধে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও

সামাজিক আন্দোলন নিয়ে ছায়া সংসদ' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ। ডিএমপি কমিশনার বলেন, আমরা অনেকগুলো কিশোর গ্যাং চিহ্নিত করেছি কিন্তু সরাসরি কিশোর গ্যাংয়ের গডফাদার ধরা যাচ্ছে না। আইনের মারপ্যাঁচে তাদের পৃষ্ঠপোষকরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকছেন। তবে কিশোর গ্যাং নির্মূলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো গাফিলতি নেই। কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতা প্রতিরোধে পুলিশের ওপর কোনো রাজনৈতিক চাপ না থাকলেও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাপ রয়েছে। যারা অনেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তিনি বলেন, রাজধানীতে ২১ জন

৭-এর পাতায় দেখুন

দক্ষ শ্রমিক বিদেশ পাঠালে রেমিট্যান্স বাড়বে

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের কোনো অদক্ষ শ্রমিক বিদেশে পাঠানো হবে না বলে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বলেন, অদক্ষ শ্রমিকরা বিদেশে গেলে অর্ধেক মজুরি পায়। অনেকে নিঃস্ব হয়ে দেশে ফেরত আসে। তাই কোনো অদক্ষ শ্রমিক বিদেশে পাঠানো হবে না। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানো হবে। তাতে দেশে রেমিট্যান্স বাড়বে। গতকাল শনিবার রাজধানীর বিজয়নগরে শ্রম ভবনের সম্মেলনকক্ষে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। নজরুল ইসলাম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে বিশ্বাস করে ও আস্থা রেখে এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি সেই দায়িত্ব

৭-এর পাতায় দেখুন

আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক চরিত্র নেই: জি এম কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা জিএম কাদের বলেছেন, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক চরিত্র নেই। আওয়ামী লীগ কিসের স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি? আওয়ামী লীগ তার নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলেছে। গতকাল শনিবার রাজধানীল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনিস্টিটিউশনে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় বর্ধিত সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। জি এম কাদের বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার ডাকে জনগণ সাড়া দিয়েছিল।পরবর্তী দেশের জনগণ তৎকালীন বৈষম্যের শাসন আমলের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বৈষম্যের বিরুদ্ধে দেশের জনগন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে। তিনি বলেন, দেশের জনগণ প্রজাতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করেছে। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য

৭-এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে দেনা ৪২ হাজার কোটি টাকা, বাধাগ্রস্ত হতে পারে উন্নয়ন

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। এ দুই শক্তির ওপর ভিত্তি করেই নেওয়া হয়েছে দেশের সব উন্নয়ন পরিকল্পনা। সরকারও দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়নের অনুষ্ঠান পালন করেছে বেশ ঘটা করেই। মাত্র কয়েক বছর না যেতেই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সরকারের দেনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪২ হাজার কোটি টাকা। তীব্র ডলার সংকটের কারণে জ্বালানি আমদানিতেও স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। কাতারসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে বাকিতে জ্বালানি আনার অনুরোধ করেও সায় মিলছে না সরবরাহের। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাওনা ৩৭ হাজার ৬৪১ কোটি টাকা এবং গ্যাস বিক্রিতে পেট্রোবাংলার পাওনা তিন হাজার ৪২৫ কোটি টাকা। এরমধ্যে বেসরকারি খাতের রেন্টাল ও আইপিপির পাওনা ১৫ হাজার ২৫৪ কোটি টাকা, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর পাওনা ছয় হাজার ৬৫৪ কোটি টাকা,

ভারতের আদানী পাবে চার হাজার ১৪০ কোটি টাকা, সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর পাওনা ৯ হাজার ৬৪৮ কোটি টাকা, ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি বাবদ দেনা এক হাজার ৯৪৮ কোটি টাকা ও পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের পাওনা ৯ হাজার কোটি টাকা। এদিকে, চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে গিয়ে বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও বেগ পেতে হচ্ছে। চলমান তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে বলে মনে করছেন বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। সেই

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে ২ কিশোরীর মৃত্যু, পরিবারের দাবি আত্মহত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর খিলগাঁও থানা এলাকায় পৃথক ঘটনায় জবা আক্তার যুথি (১৩) নামে এক গৃহকর্মী ও ফাবিয়া জাহান ফিহিমা (১২) নামে এক স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। গৃহকর্তা ও ওই স্কুলশিক্ষার্থীর পরিবারের দাবি তারা আত্মহত্যা করেছে। গতকাল শনিবার এ তথ্য জানা গেছে। এর আগে গত শুক্রবার দিবাগত রাতে নিহত ওই দুই কিশোরীর লোকজন আলাদা সময় তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে চিকিৎসক উভয়কেই মৃত ঘোষণা করেন। নিহত যুথি জয়পুরহাট সদর উপ হালট্রি পুরাগোচন গ্রামের জেলার জুয়েল মণ্ডলের মেয়ে। বর্তমানে রামপুরা বনশ্রীর ৫ নম্বর রোডে জি ব্লক গৃহকর্তা শাকিনুল আলম ও গৃহকর্ত্রী নুরে জান্নাতের বাসায় কাজ করতো। খিলগাও থানার এসআই আব্দুর রহিম জানান, রাতে খবর পেয়ে বনশ্রীর ওই বাসায় গিয়ে গৃহকর্মী জবাকে ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচানো ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। পরে তাকে নামিয়ে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজশাহীতে "গ্রীন প্লাজা'র ৫ম প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন

মোঃ আতিকুর রহমান আতিক, রাজশাহী: রাজশাহীতে গ্রীনপ্লাজা রিয়েল এস্টেট কোম্পানী লিমিটেড এর চলমান আবাসন প্রকল্পের আওতায় ৮টি প্রজেক্টের মধ্যে ৫ম "গ্রীন ছায়েরা মঞ্জিল" নামে প্রজেক্টের কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার (২৪ এপ্রিল) নগরীর সরকারি মহিলা কলেজের উত্তর পাশে নান্দনিক শহরে নিরাপদ বসবাস নিশ্চিত করতে শুরু হলো বহুতল বিশিষ্ট অত্যাধুনিক মানসম্পন্ন আবাসিক ৯ম তলা ভবনের নির্মাণ কাজ। প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড এসোসিয়েশনের সভাপতি তৌফিকুর রহমান লাভলু। এসময় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন গ্রীনপ্লাজা রিয়েল এস্টেট কোম্পানী লিমিটেড এর চেয়ারম্যান ওয়ালিউর রহমান বাবু, গ্রীনপ্লাজা রিয়েল এস্টেট কোম্পানী লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হাসিব পান্না প্রমুখ। গ্রীনপ্লাজা রিয়েল এস্টেট কোম্পানী লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আলোক ঝলমলে নান্দনিক শহরকে আরো দৃষ্টিনন্দন ও নিরাপদে বসবাসের নির্ভরযোগ্য আবাসস্থান, সকল নাগরিক সুবিধাসহ আভিজাত্যময় জীবন যাপন নিশ্চিত করণে গড়ে উঠছে নতুন নতুন বহুতল অত্যাধুনিক মান-সম্পন্ন আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন। যা নিশ্চিত করছে স্থায়ীভাবে শহরে বসবাসে আগ্রহী মানুষের স্বপ্ন, বাড়ছে রাজস্ব আয়, হচ্ছে উন্নয়ন, নগরায়ন, বেড়েছে বসবাসের

৭-এর পাতায় দেখুন

এমপিদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রভাব খাটানোর প্রমাণ পেলেই ব্যবস্থা : ইসি রাশেদা

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রভাব খাটানোর তথ্য প্রমাণ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা। গতকাল শনিবার দুপুরে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, রিটার্নিং কর্মকর্তা ও প্রার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে তিনি এসব কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন রংপুর বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আবু জাফর। ইসি রাশেদা বলেন, সংসদ সদস্যগণ নির্বাচনী এলাকায় অবস্থান করতে পারবেন, ভোট দিতে পারবেন কিন্তু কোন প্রচার - প্রচারণায় অংশ নিতে পারবেন না। নিলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধে তথ্য গোপনের অভিযোগ এলে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তারা দেখবেন, আইনগত ব্যবস্থা নেবেন। তবে তথ্য গোপনের কোন অভিযোগ নির্বাচন কমিশন পায়নি বলে জানান তিনি। আরও বলেন, ভোটারদের উপস্থিতির জন্য নির্বাচন কমিশন থেকে সচেতনতামূলক

৭-এর পাতায় দেখুন

সংবাদ প্রকাশের পরও বহাল তবিয়তে রনি-নাদিম

মোঃ আতিকুর রহমান আতিক, রাজশাহী: পবা সাব রেজিস্ট্রারের মৌখিক চুক্তিতে নিয়োগ পেয়ে রনি-নাদিম সিন্ডিকেট গড়েছেন অনিয়ম দূর্নীতি আখড়া। বহু পত্র পত্রিকায় এদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ হলেও অজ্ঞাত কারণে এখনো বহালতবিয়তে কাজ করছে সিন্ডিকেটটি। সিন্ডিকেটটি মুলহোতা খোদ সাব রেজিস্ট্রার। তাঁর অলিখিত নিয়োগে অফিসের সব দ্বায়িত্ব নিয়েছেন রনি-নাদিম সিন্ডিকেট। এতে দীর্ঘদিন থেকে নিরাপত্তাহীনতায় পবা সাব রেজিস্ট্রার অফিস। সরকারি এই অফিসটি গুরুত্বপূর্ণ ফাইলপত্রসহ কাগজপত্র বেহাত হওয়া আশংকায় রয়েছে। ইতিমধ্যে অফিসের অনেক গোপন নথি ও তথ্য পবা সাব রেজিস্ট্রার অফিসের জালিয়াতি সিন্ডিকেটের কাছে হস্তান্তর করেছেন একটি নিয়োগহীন চক্র । ২০১৩ সালের নৈশ প্রহরী কবিরুলের ন্যায় আবারও উত্থান হয়েছে রনি নামে ওই নিয়োগহীন অফিস প্রধান। নিয়োগহীন রনি'র মতো অফিস প্রধানরা দীর্ঘ সময় থেকে আগলে রেখেছেন অফিসটি। অস্থায়ী অফিস প্রধানরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনিয়ম দূর্নীতির ঘটনা জন্ম দিলেও কোনোভাবে যেনো তা থামছে না। একের পর এক অনিয়ম দূর্নীতির ঘটনা ঘটলেও দুর্ভাগা সাব রেজিস্ট্রার অফিস বা সেবা গ্রহীতাদের ভাগ্য কখনো খোলেনি। ভাগ্য না খুললেও বেড়েছে জনভোগান্তি। সেবাগ্রহীতার ভাগ্য না খুললেও অফিসে কর্মরতদের ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে। গড়েছেন টাকার পাহাড়। আবার অনেকেই পবা সাব রেজিস্ট্রার অফিসে দুর্নীতি করে বরখাস্ত হয়েছেন? কেউ কেউ গিয়েছেন জেলখানায়,

আবার কারো কারো নামে দুদকে তদন্ত চলমান। এতো কিছুর পরেও থামছে না এই পবা সাব রেজিস্ট্রার অফিসে অনিয়ম দূর্নীতি। অতিরিক্ত চলতি দ্বায়িত্বে থাকা জেলা রেজিস্ট্রারকে ম্যানেজ করেই চলে এমন অনিয়ম দূর্নীতি। এবার তো সর্বকালের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়ে তিন রত্ন গড়েছে দূর্নীতির স্বর্গরাজ্য। ওই তিন রত্নের প্রধান রনি। বাকী দুজন হলেন মামুন ও নকল নবীশ নাদিম। নকল নবীশ নাদিম অফিসের স্টাফ হলেও মামুন আর রনি ওই অফিসের কাগজ কলমে কেউ না। তবে কাগজ কলমে কেউ না হলেও অফিসের চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করেন। করেন সম্পুর্ন অফিস নিয়ন্ত্রণ। সাব-রেজিষ্টার অফিসের রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলের হিসেব-নিকাশ, সরকারি পে-অর্ডার ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথিসমূহের কাজ করেন তারা। এমনকি সম্পূর্ণ অফিসের নিরাপত্তাসহ অফিসের চাবিও থাকে তাদের নিকট। রনি' নিজেকে অফিস স্টাফ বা পেশকার পরিচয় দিয়ে থাকেন। বসেন পেশকারের পাশেই, সাব রেজিস্ট্রারের সামনেই। রনি ও মামুনের অফিশিয়াল কোনো নিয়োগ না থাকলেও তারাই মূলত সাব রেজিস্ট্রার অফিসের সব। তাদের কথায় চলে সাব রেজিস্ট্রার অফিস। ভুক্তভোগীরা সেবা নিতে এসে এদের হয়রানিসহ অর্থ লোপাটের খপ্পরে পড়েন। রেজিষ্ট্রি করতে প্রতিটি দলিলে আগে ১ হাজার ঘুষ লাগতো। এবার গোদাগাড়ীর খণ্ডকালীন দ্বায়িত্বে আসা সাব রেজিস্ট্রারের জন্য অতিরিক্ত আরো ২০০ টাকা নিচ্ছেন রনি সিন্ডিকেট। এটা রনি সিন্ডিকেটের অলিখিত আইন।

৭-এর পাতায় দেখুন

নারায়ণগঞ্জে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে হাতেনাতে আটক ৯

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৯ জন সক্রিয় ডাকাত দলের সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার রাতে (নাসিক) ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নদীর পাড় সংলগ্নে বন্ধ থাকা মনোয়ার জুট মিলের সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়। এ সময় তাদের সঙ্গে থাকা দেশীয় অস্ত্র কাটার, সুইস গিয়ার, চাপাতি, চাকু, সুতা, লোহার রড ও লাঠি জব্দ করা হয়েছে। আটকরা হলেন- মৃত মোস্তফার ছেলে সাখাওয়াত হোসেন শওকত (৪২), মৃত আব্দুল মোতালেবের ছেলে মো. মাসুম (৩৫), জাহাঙ্গীর আলম ভুঁইয়ার ছেলে মো. মাসুম ভুইয়া (মাছি) (৩৫), মৃত হযরত আলীরর ছেলে মো. সুজন (৩২), জালালের ছেলে মো. রিদয় (২১), কামাল উদ্দিনের ছেলে মো. ফরহাদ (২০), ফারুকের ছেলে সুমন (১৮), মোহাম্মদ সাইফুলের ছেলে সুজন (২০) এবং মৃত আব্দুল কাইয়ুমের ছেলে মোহাম্মদ অহিদ (৩৫)। পুলিশ জানায়, সংঘবদ্ধ একটি ডাকাত দল

৭-এর পাতায় দেখুন

পুঁজিবাজারে মূলধন কমেছে ১০ হাজার ৩৯৩ কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের উভয় পুঁজিবাজারে বিদায়ী সপ্তাহে (২১ থেকে ২৫ এপ্রিল) সূচকের পতনমুখী প্রবণতায় লেনদেন হয়েছে। তবে আলোচ্য সময়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) টাকার পরিমাণে লেনদেন বেড়েছে। আর বিদায়ী সপ্তাহে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে বাজার মূলধন কমেছে ১০ হাজার ৩৯৩ কোটি টাকার বেশি। গতকাল শনিবার ডিএসইর সাপ্তাহিক বাজার পর্যালোচনা সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। বিদায়ী সপ্তাহে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন হয়েছে ২ হাজার ৭৬৪ কোটি ৯০ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহে লেনদেন হয়েছিল ১ হাজার ৯১২ কোটি ৮১ লাখ টাকার। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইতে লেনদেন কমেছে ৮৫২ কোটি ৮ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৯৯ হাজার ৫৬১ কোটি ১০ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহের শেষ

কার্যদিবসে ডিএসইর বাজার মূলধন ছিল ৭ লাখ ৬ হাজার ৩২৫ কোটি ১১ লাখ টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন কমেছে ৬ হাজার ৭৬৪ কোটি ১ লাখ টাকা। সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ১৬৮.২১ পয়েন্ট বা ২.৯৬ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ৫১৮ পয়েন্টে। অপর সূচকগুলোর মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ সূচক ২৯.২৯ পয়েন্ট বা ২.৩৫ শতাংশ কমে ১ হাজার ২১৭ পয়েন্টে, ডিএসই-৩০ সূচক ১০.০৬ পয়েন্ট বা ০.৫১ শতাংশ কমে ১ হাজার ৯৭৪ পয়েন্টে এবং ডিএসই এসএমই সূচক ৪০ পয়েন্ট বা ২.৪০ শতাংম কমে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৬২৫ পয়েন্টে। বিদায়ী সপ্তাহে ডিএসইতে মোট ৩৯৪টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে ছাদ থেকে পড়ে শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বংশালে ৬ তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে উরাইশিদ ইসলাম আয়ান (৯) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুর ২টার দিকে বংশাল আলু বাজার হাজী উসমান গনি রোডে ঘটনাটি ঘটে। ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার পর শিশু উরাইশিদকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেয় পরিবারের লোকজন। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে পরীক্ষার পর দুপুর পৌনে তিনটার দিকে মৃত ঘোষণা করেন। হাসপাতালে শিশুটির চাচা মকবুল হোসেন চৌধুরী জানান, হাজী ওসমান গনি রোডে তাদের নিজেদের বাসা। উরাইশিদ বাসার চারতলায় পরিবারের সাথে থাকতো। স্থানীয় একটি স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়তো। তার বাবা বংশালের একজন পার্টস ব্যবসায়ী। দুই ভাইয়ের মধ্যে আয়ান ছিল বড়। সারা দিন বাসায় ছিল আয়ান। দুপুরের দিকে সে বাসার ছাদ থেকে নিচে পড়ে গেছে বলে তারা খবর পান। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. বাচ্চু মিয়া

৭-এর পাতায় দেখুন

তাপদাহ থেকে বাঁচতে ঢাকার সবুজায়নে প্রয়োজন সমন্বিত বৃক্ষরোপণ

স্টাফ রিপোর্টার : বৈশাখের শুরু থেকেই রুক্ষ-শুষ্ক হয়ে উঠেছে প্রকৃতি। বেড়েই চলেছে সূর্যের তেজ। অবিরাম তাপপ্রবাহে ঢাকার জনজীবনে যখন হাঁসফাঁস অবস্থা; তখন ঢাকায় সবুজের গুরুত্ব অনুভূত হচ্ছে। নগর বনায়ণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজধানী ঢাকাকে অপরিকল্পিতভাবে 'অতি নগরায়ণ' করতে গিয়ে নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তারা বলছেন, বৃক্ষরোপণের জন্য একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক সমন্বিত পদ্ধতির প্রয়োজন। যা দীর্ঘদিন ধরে নগর কর্তৃপক্ষের কাছে অবহেলিত। তার ফলাফল এখন সবার কাছে স্পষ্টড় ব্যাপক বক্ষরোপণ সত্ত্বেও ঢাকাকে সবুজায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে নগর বনায়নের জন্য ঘনবসতিপূর্ণ ঢাকায় জায়গার প্রকট সংকট রয়েছে। চলমান তাপপ্রবাহে অনেকেই বড় পরিসরে বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরুর জন্য চাপ দিচ্ছে। তবে বৃক্ষরোপণ করলেই হবে না তার 'সঠিক পরিচর্যাও' হওয়া উচিত বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন। তিনি বলেন, 'বৃক্ষরোপণের পর চারা গাছ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম পানি দেওয়া এবং পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। যদি গ্রীষ্মের এমন তাপে গাছ রোপণ করি তবে বর্ষা পর্যন্ত সঠিক পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে।' 'কিন্তু, বাস্তবতা হলো মানুষ বৃক্ষরোপণের কথা বলে কিন্তু তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন না।', বলেন তিনি। জসিম উদ্দিন বলেন, পরিপক্ক গাছ সূর্যের তাপশক্তিকে বাধা দেয় এবং আর্দ্রতাকে বাষ্পীভূত করে পরিবেশের তাপমাত্রা কমিয়ে আনে। এদিকে, সবুজায়ন নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠন দাবি করে গত ১০ বছরে তারা ঢাকা শহরে ২০ লাখের বেশি গাছ

রোপণ করেছে। যদি এ বিষয়ে তাদের কাছে সরকারি কোনো পরিসংখ্যান নেই। সেই সঙ্গে রোপণ করা গাছগুলো সঠিক যত্ন ও পরিচর্যা পেয়েছিল কিনা- তারা নিজেও জানে না। তারা জানান, সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ কিছু সংস্থা বিভিন্ন সময় নতুন চারা রোপণ করে। কিন্তু, সেই গাছগুলো অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায়। এসব কারণেও ঢাকা সবুজায়ন হয় না বলে মন্তব্য করেন তারা। তারা আরও যোগ করেন, একইভাবে, পরিপক্ব গাছ কেটে ফেলে কংক্রিটের দালান-কোঠা, বাজার, রাস্তা এবং বাণিজ্যিক স্থাপনা তৈরি করেছি। বলা যায়ড় দিনে দিনে গাছ কাটার মতো একটি বেআইনি কাজ 'স্বাভাবিক' হয়ে উঠেছে। 'ঢাকা সিটিতে শহুরে সবুজ স্থানের বর্তমান অবস্থা

৭-এর পাতায় দেখুন

পুঁজিবাজারে গুজব ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার ৩

স্টাফ রিপোর্টার : দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন গ্রুপে ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে পুঁজিবাজার কারসাজি করে আসছিল একটি চক্র। তারা শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর কাছে মোটা অংশের চাঁদা দাবি করতো। চাহিদামতো টাকা পেলে দুর্বল কোম্পানির নামে ভালো তথ্য ছড়িয়ে বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করা হতো। টাকা না পেলে ভালো কোম্পানির নামে ছড়ানো হতো গুজব। গতকাল শনিবার দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ সব কথা জানান ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার ও গোয়েন্দাপ্রধান। সম্প্রতি এ ধরণের চক্রের বিরুদ্ধে রমনা থানায় প্রতারণামূলক একটি মামলা করে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। পরে গত শুক্রবার রাতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

গোমস্তাপুরে অবশেষে ২দিন পর

হাবীব পানির উৎস মুখ পরিদর্শন করেছেন।এছাড়া, শুক্রবার বিএমডিএ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী ফোনে এ বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়েছেন। পূনর্ভবা নদী ও খালগুলো খনন করে জমিতে পানি প্রবাহ নিশ্চিত করার দাবী জানিয়েছেন ওই এলাকার কৃষকরা। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অপারেটর আনোয়ার হোসেন জানান, নদীর পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় গত ২ দিন যাবত ওই এলাকায় পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। বৃহস্পতিবার বিকেলে সেচপাম্পগুলো নদীর পানির কাছাকাছি নিয়ে সন্ধ্যা থেকে পানি উত্তোলন শুরু করা হয়েছে। আজ বা কালকের মধ্যে আরেকটি মেশিন পানির কাছাকাছি নিয়ে পানি উত্তোলনের চেষ্টা করা হবে। প্রসঙ্গত: বৃহস্পতি ও শুক্রবার বিভিন্ন গণমাধ্যমে সেচের অভাবে শতশত বিঘা জমির বোরোধান হুমকির মুখে শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

গোদাগাড়ীতে গ্রেফতার অভিযানে

হায়দারকে পালাতে সহায়তা করে। কারন জানতে চাইলে এক পর্যায়ে কথা কাটাকাটি হয় রাকিবা খাতুনের সাথে। এক পর্যায়ে রাকিবা খাতুন চিৎকার চেচামেচি করে লোক ডাকাডাকি করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আলী হায়দার ওরফে অলি সহ অন্যান্য আসামীরা দলবদ্ধ হয়ে পুলিশের উপর হামলা করে। হাসুয়া, হাতুড়ি,লোহার রড বাঁশের লাঠি নিয়ে পুলিশের উপর চড়াও হয় এবং ঘেরাও করে। পুলিশ অবৈধ দলবদ্ধ জনতাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলে আসামি গন আরও ক্ষিপ্ত হয় এবং সরকারি কাজে বাধা প্রদান করে। পরিস্থিতি বেসামাল দেখে পুলিশ থানার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এ অবস্থায় কনস্টেবল মাহবুব পেছনে থাকায় তোজাম্মেল মেম্বার ও ফজলুর রহমানের নির্দেশে এক্তাজুল হক ময়না ঘাইটালের হাতে থাকা ধারালো হাসুয়া দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে তাকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। এতে মাহবুব মাথায়, হাতে, পায়ে এবং কাধের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত পায়। আঘাতের ফলে রক্তাক্ত হয় ও হাতের হাড় ভেঙ্গে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে সঙ্গে থাকা পুলিশের সদস্যরা তাকে বাঁচাতে এগিয়ে গিয়ে কনস্টেবল মাহবুবকে উদ্ধার করে। গুরুতর আহত অবস্থায় দ্রুত ওই পুলিশের সদস্যকে গোদাগাড়ী ৩১ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তোজাম্মেল মেম্বার ও এক্তাজুল হক ময়না ঘাইটাল চর এলাকার মাদক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ, মাদক পাচার, অবৈধভাবে ভারতে মানব পাচার সহ কথা না শুনলে এলাকার সরল মানুষকে মাদক দিয়ে ফাঁসানোর কাজও করে থাকে। তোজা ও ময়না বিজিবি সদস্যদের সাথে সখ্যতা রেখে এলাকার মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার বানিজ্য করেন মর্মে এলাকাবাসী জানায়। এ বিষয়ে জানতে চাইলে গোদাগাড়ী মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল মতিন বলেন পুলিশ মাদক অভিযানে গেলে মাদক সিন্ডিকেটের হামলার শিকার হয়। এসময় পুলিশ মাদক উদ্ধার ও দুজন কারবারিকে আটক করে। মাদক সিন্ডিকেটের হামলায় একজন পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়। এ বিষয়ে থানায় নিয়মিত মামলা রুজু হয়।

বিএনপিকে গণতান্ত্রিক দল

হকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন। প্রথমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে ও পরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে এ সময় দলের কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। পরে সাংবাদিকদের কাছে বাংলার সাধারণ মানুষের কল্যাণে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের অবদান তুলে ধরেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী। তিনি বলেন, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক আপাদমস্তক একজন পারফেক্ট বাঙালি ছিলেন। এ দেশে সাধারণ মানুষের মাঝে যারা রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম জাতীয় নেতা শেরে বাংলা একে ফজলুল হক। সাধারণ মানুষকে এই দেশে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিলেন সর্বকালের সবার সেরা বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। শেরে বাংলাকে গ্রাম বাংলার কৃষকরা কোনদিন ভুলতে পারবেনা। তিনি চিরদিন তাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন প্রজাস্বত্ব আইন এবং ঋণ সালিশি বোর্ড গঠন করে তিনি মহাজনদের নিপীড়ন-অত্যাচার থেকে বাংলার কৃষককুলকে রক্ষা করেছিলেন। সেজন্য তিনি এখনো স্মরণীয় হয়ে আছেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, আজকের দিনে আমাদের যে প্রত্যয় যে অঙ্গীকার সেটা হচ্ছে-যে স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনের। আজকে আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেড় যুগ ধরে অসাম্প্রদায়িক, মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে। সেটাই শেরে বাংলার স্বপ্ন এবং আমাদের অঙ্গীকার। এ সময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, দাসত্বের বিষয়টি, এ তকমাটি বিএনপির সঙ্গে লেগে আছে। তারাই দাসত্ব করে ক্ষমতা পাওয়ার জন্য। তারা জনগণের সমর্থনকে মূল হিসেবে মনে করে না। তারা মনে করে যে, বিদেশি প্রভুদের দাসত্ব করলে ক্ষমতা রক্ষা করা যায়, ক্ষমতায় যাওয়া যায়। এখনো তাদের দুরভীসন্ধি হচ্ছে দাসত্ব করে কিভাবে ক্ষমতায় যাওয়া যায়। পরে বাংলার মাটি ও মানুষের নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, বাংলাদেশ তাঁতী লীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগসহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন।

তাপদাহে বন্ধ থাকবে প্রাক-প্রাথমিক

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাপ্তাহিক রুটিন প্রণয়ন করবেন। ঈদের ছুটি শেষে গত ২১ এপ্রিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকলেও তাপদাহের কারণে এক সপ্তাহ পিছিয়ে ২৮ এপ্রিল থেকে খোলার সিদ্ধান্ত হয়। তবে, তাপদাহ বিদ্যমান থাকা এবং মাধ্যমিক স্তরে গতকাল শনিবারও শ্রেণি কার্যক্রম চালানোর সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষকরা।

সারা দেশে আরও বাড়তে

তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি কোমল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাদের তথ্য বলছে, এপ্রিলের মধ্যেই বৃষ্টির দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। দেশের ওপর দিয়ে চলমান তাপপ্রবাহ আগামী মঙ্গলবার (৩০ এপ্রিল) পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। এদিকে, টানা এই তাপপ্রবাহে অচল হয়ে পড়েছে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। বিরূপ প্রকৃতির কাছে থমকে দাঁড়িয়েছে জনজীবন। বৈশাখের খরতাপে হাঁসফাঁস করছে প্রাণীকুল। তীব্র তাপপ্রবাহে জনশূন্য হয়ে পড়েছে রাস্তাঘাট। প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে কেউই বের হচ্ছেন না। সড়কে মানুষের উপস্থিতি যেমন কম, তেমনি যানবাহনের উপস্থিতিও নগণ্য। যাত্রীর অপেক্ষায় অলস সময় পার করছেন যানবাহনের চালকেরা। প্রচণ্ড গরমে মানুষ ঘরের বাইরে আসা মাত্রই ঘামে ভিজে যাচ্ছেন। বাইরে কড়া রোদ থেকে বাঁচতে অনেকে গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছেন। কেউবা আবার লেবুর শরবত খেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। গরমের তীব্রতায় জীবনযাত্রা থমকে যাবার উপক্রম হয়েছে। গরমজনিত কারণে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধরা রোদের তাপদাহে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।

দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষায়

সংসদ সদস্য দ্রৌপদী দেবী আগরওয়ালা, সাবেক সংসদ সদস্য ও হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোরঞ্জন শীল গোপাল, একুশে পদক প্রাপ্ত শিল্পী বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মনোরঞ্জন ঘোষাল ও ভারতের বিবেকানন্দ মিশনের অধ্যক্ষ ড. মানস ভট্টাচার্য। নারায়ন চন্দ্র বলেন, বৈচিত্র্যের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানেই দেশের ঐক্যের প্রেরণা নিশ্চিত করে। এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যকে আরও শক্তিশালী করেছে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের সনাতন সম্প্রদায়ের জন্য এই অনুষ্ঠান অপরিসীম সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব বহন করে। ঐতিহ্যবাহী এই মন্দির সাম্প্রদায়িকভাবে পূজনীয় গীতা পাঠ করে এর গুরু সমাবেশ প্রত্যক্ষ করা ছিল অসাধারণ অভিজ্ঞতা। ভূমিমন্ত্রী বাংলাদেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং সহনশীলতা, বোঝাপড়া ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার জন্য আয়োজক ও অংশগ্রহণকারীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। এর আগে মন্দির কমপ্লেক্সে এসে কান্তজিউ মন্দির ভবন পরিদর্শন করেন ভূমিমন্ত্রী।

শহীদ শেখ জামালের জন্মদিন আজ

ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন। এরপর ব্রিটেনের স্যান্ডহার্স্ট একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে ঢাকা সেনানিবাসস্থ দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পদে যোগদান করেন। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলে চাকরিকালে স্বল্প সময়েই অফিসার ও সৈনিকদের মাঝে তিনি অসাধারণ পেশাগত দক্ষতা ও আন্তরিকতার ছাপ রেখেছিলেন। কয়েক সপ্তাহেই শেখ জামাল অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে তাদেরই একজন হয়ে যান। ট্রেনিং গ্রাউন্ডে, রণকৌশলের ক্লাসে, অবস্টাকল ক্রসিংয়ে অংশ নিয়ে সৈনিকদের মুগ্ধ করেন। ব্যাটালিয়ন বক্সিং টিমের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিতেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট ব্যাটালিয়ন ডিউটি অফিসার হিসেবে ক্যান্টনমেন্টে নিজ দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ওই দিন রাতে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফিরে আসেন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাত্রিতে ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে নৃশংসভাবে খুন হন শেখ জামাল। শহীদ শেখ জামালের জন্মদিন যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রোববার সকাল ৯টায় বনানী কবরস্থানে তার কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ এবং তার পবিত্র আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হবে।

দাবদাহে ঢাকায় উৎপাদনশীল খাতে

সরকারিভাবে দুর্যোগ ঘোষণার দাবি জানান। পাশাপাশি দাবদাহের কারণে সাম্প্রতিক সময়ে যেসব শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন তাদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত নীতিমালায় দাবদাহ নিঃসরণ সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা, শুষ্ক এলাকায় জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাংলাদেশ শ্রম আইনে দাবদাহকে পেশাগত স্বাস্থ্যের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ওশি ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন সাকি রেজওয়ানা। এতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শেখ তৌহিদুল ইসলাম। মূল বক্তব্যে ড. শেখ তৌহিদুল ইসলাম উল্লেখ করেন, তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে এপ্রিল ও মে মাসে শ্রমিকরা তাদের মোট কর্মঘণ্টার ২৫ শতাংশ হারাতে পারেন। এর ফলে প্রাক্কলিত আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৫০ কোটি টাকা। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন- ওশি ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারপারসন ড. এস এম মোর্শেদ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তাজুল ইসলাম চৌধুরী, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের অধ্যাপক জোসিন্তা জিনিয়া এবং পেশাগত স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ মাসুম উল আলম। আলোচনা সভায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ৪০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা ভোট : নিরাপত্তায় ৫ দিন

ফোর্স হিসেবে দায়িত্বপালনের জন্য বিজিবি, কোস্টগার্ড, র‌্যাব, পুলিশ ও আর্মড পুলিশ মোতায়েন করা হবে। প্রতিটি উপজেলার ইউনিয়ন, পৌরসভার সংখ্যা, আয়তন, ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্সের সংখ্যা নির্ধারিত হবে। মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স ভোটগ্রহণের পূর্ববর্তী ২ দিন, ভোটগ্রহণের দিন ও ভোটগ্রহণের পরবর্তী ২ দিন মোট ৫ দিনের জন্য মোতায়েন থাকবে। এসময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হলে তা সমন্বয়ের জন্য একটি টিম গঠন করা হবে। নির্বাচনী এলাকায় মোতায়েনকৃত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করবে এবং জেলা ম্যাজিস্টেটের সিদ্ধান্ত ও পরামর্শক্রমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত থাকবে। রিটার্নিং অফিসারের চাহিদা অনুযায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশনাক্রমে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মোবাইল টিম কাজ করবে। পাশাপাশি ভোটের মাঠে প্রার্থীদের প্রচারণায় আচরণবিধি মানাতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হবে বলে জানা গেছে। চার ধাপের তফসিল ঘোষণার পর থেকেই ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত প্রতি উপজেলায় একজন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে ভোটের আগে পরে পাঁচদিন নির্বাচনী এলাকায় অপরাধের তাৎক্ষণিক বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য প্রতি উপজেলায় একজন করে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশনের পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী চারধাপে ৪৭৭টি উপজেলার তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। ইসি ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, প্রথমধাপে ১৪৮টি উপজেলা ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৮ মে। দ্বিতীয় ধাপে ১৫৯টিতে ২১ মে, তৃতীয় ধাপে ১১২টিতে ২৯ মে এবং চতুর্থ ধাপে ৫৫টিতে ৫ জুন ভোট হবে।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস আজ

শুরু করে প্রতিবছর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে ২৮ এপ্রিল 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস' উদযাপন করা হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি সংক্রান্ত বিধিবিধান পালনকে সংস্কৃতি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ দিবসে ঢাকাসহ দেশের সব শ্রমঘন এলাকায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তিনি আরও বলেন, একইদিন দেশের ১২টি সেক্টরের ২৯টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানকে 'গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড-২০২৩' দেওয়া হবে। ১২টি সেক্টর হলো- তৈরি পোশাক (ওভেন), তৈরি পোশাক (নিট), টেক্সটাইল, চা, সিমেন্ট, প্লাস্টিক, চামড়া (ফিনিশড গুডস), চামড়া (ট্যানারি), ফার্মাসিউটিক্যালস, টাইলস অ্যান্ড সিরামিক, ইলেক্ট্রিক অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য প্রস্তুতকারক, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ। বিজয়ী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পুরস্কার হিসেবে এক লাখ টাকা, একটি ক্রেস্ট, একটি মেডেল ও একটি সার্টিফিকেট পাবেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা আশা করছি এর মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের শিল্প ও পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে 'মেইড ইন বাংলাদেশ' ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি সহজতর করবে। পাশাপাশি আমাদের শ্রমিক ভাই-বোনদের জীবনমান উন্নয়ন ও কলকারখানার কর্মপরিবেশ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হবে। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, রোববার আলোচনা সভা, স্যুভেনির প্রকাশ, পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, টেলিভিশনে টকশো, জেলায় জেলায় ট্রাক শো, পোস্টারিংসহ গুরুত্বপূর্ণ সড়কদ্বীপ ও স্থানসমূহ সজ্জিতকরণ এবং শোভাযাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত অধিদপ্তরের ৩১টি উপ-মহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা এবং অন্যান্য জেলাগুলোতে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় দিবসটি পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিন সকাল ১০টায় খামার বাড়ি, খেজুর বাগান, থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে গিয়ে শেষ হবে। শোভাযাত্রা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং অধীন দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধি, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও সংগঠনের প্রতিনিধিসহ সচেতন নাগরিকরা অংশগ্রহণ করবেন। দিবসটি উপলক্ষে ২৮ এপ্রিল বেলা ১১টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী। সভায় সভাপতিত্ব করবেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব হোসেন। এছাড়া শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি, সদস্য, সংসদ সদস্য, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার সচিব, আইএলও, জিআইজেডসহ উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্র ও সংস্থার প্রতিনিধি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, জাতীয় শ্রমিক লীগ নেতা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি, মালিক ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন।

গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে ১২ খাতের ২৯ প্রতিষ্ঠান: 'পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি' দিবসে দেশের ১২টি খাতের ২৯টি কারখানা/প্রতিষ্ঠান পাচ্ছে 'গ্রিন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড-২০২৩'। তৈরি পোশাক (ওভেন) খাতে সাভার আশুলিয়ার এআর জিনস প্রডিউসার লিমিটেড, ঢাকাস্থ ধামরাই-এর মাহমুদা অ্যাটার্স লিমিটেড, গাজীপুর ভাবানীপুরের ইভিটেক্স ড্রেস শার্ট লিমিটেড সাভার আশুলিয়ার ডিজাইনার ফ্যাশন লিমিটেড ও আশুলিয়ার জিরাবোর সাউদার্ন গার্মেন্টস লিমিটেড রয়েছে।

তৈরি পোশাক (নিট) খাতে রয়েছে সাভারের পাকিজা নিট কম্পোজিট লিমিটেড, নারায়ণগঞ্জ মদনপুরের ইপিলিয়ন নিটওয়্যারস লিমিটেড, গাজীপুর শিকদার বাড়ির লায়লা স্টাইল লিমিটেড, কালিয়াকৈরের জিএমএস টেক্সটাইল লিমিটেড, গাজীপুর কড্ডা নান্দুনের জেনেসিস ফ্যাশন্স লিমিটেড ও গাজীপুর কাশিমপুরের অকো টেক্স লিমিটেড।

টেক্সটাইল খাতে জায়গা করে নিয়েছে চট্টগ্রাম পটিয়ার ফোর এইচ ডায়িং অ্যান্ড প্রিন্টিং লিমিটেড, ময়মনসিংহ ভালুকার এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেড ও উত্তর পাহাড়তলীর পাহাড়তলী টেক্সটাইল অ্যান্ড হোসিয়ারি মিলস।

চা খাতে মৌলভীবাজার শ্রীমঙ্গলের মির্জাপুর চা বাগান, কুলাউড়া শমশেরনগরের চাতলাপুর চা কারখানা, শ্রীমঙ্গলের জেরিন চা বাগান ও কুলাউড়ার গাজীপুর চা বাগান পাচ্ছে এবারের পুরস্কার।

চামড়া (ফিনিশড গুডস) খাতে ধামরাই ইসলামপুরের বাটা সু কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড, কালিয়াকৈরের এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড, এফ বি ফুটওয়্যার লিমিটেড রয়েছে তালিকায়।

চামড়া (ট্যানারি) খাতে রয়েছে যশোর অভয়নগরের এস এ এফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।

সিমেন্ট খাতে সুনামগঞ্জ ছাতকের লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড ও নারায়ণগঞ্জ রূপগঞ্জের হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ লিমিটেড রয়েছে।

প্লাস্টিক খাতে আছে হবিগঞ্জ শায়েস্তাগঞ্জের বঙ্গ বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস লিমিটেড।

ফার্মাসিউটিক্যালস খাতে গাজীপুর টঙ্গীপাড়ার বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড।

টাইলস অ্যান্ড সিরামিক খাতে গাজীপুর কাশিমপুরের শাইনপুকুর সিরামিকস লিমিটেড।

ইলেক্ট্রিক অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য প্রস্তুতকারক খাতে গাজীপুর কালিয়াকৈরের চন্দ্রার ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে রয়েছে ধামরাই বারবাড়ীয়ার আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড।

সংবাদ সম্মেলনে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী, শ্রম সচিব মো. মাহবুব হোসাইন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক আব্দুর রহিম খানসহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

টানা চার দফায় কমলো

এপ্রিল বেড়েছিল ১৭৫০ টাকা, ৮ এপ্রিল ১৭৫০ টাকা এবং ১৮ এপ্রিল বেড়েছিল দুই হাজার ৬৫ টাকা। সোনা ব্যবসায়ীদের সংগঠন বাজুস জানায়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার দাম কমেছে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সোনার নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। আজ বিকেল ৪টা ৫০ মিনিট থেকেই নতুন দাম কার্যকর করা হয়। নতুন দাম অনুযায়ী, সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি (১১.৬৬৪ গ্রাম) সোনা ১ লাখ ১২ হাজার ৯৩১ টাকা, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৭ হাজার ৭৯৯ টাকা, ১৮ ক্যারেটের ৯২ হাজার ৪০২ টাকা। তবে সব ধরনের সোনার দাম কমলেও সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম বাড়িয়ে ৭৬ হাজার ৮৪২ টাকা করা হয়েছে।

সোনার দাম বাড়ানো হলেও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে রুপার দাম। ক্যাটাগরি অনুযায়ী বর্তমানে ২২ ক্যারেটে প্রতি ভরি রুপার দাম দুই হাজার ১০০ টাকা, ২১ ক্যারেটের দাম ২ হাজার ৬ টাকা, ১৮ ক্যারেটের দাম ১৭১৫ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রুপার দাম ১ হাজার ২৮৩ টাকা। এর আগে বৃহস্পতিবার (২৫ এপ্রিল) সোনার দাম কমিয়েছিল বাজুস। যা ওইদিনই কার্যকর হয়। ওই দাম অনুযায়ী আজ বিকেল পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ১৪ হাজার ১৯১ টাকা, ২১ ক্যারেটে ১ লাখ ৯ হাজার টাকা, ১৮ ক্যারেট ৯৩ হাজার ৪২৯ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির সোনা ৭৫ হাজার ২০৯ টাকা টাকায় বিক্রি হয়।

হাসপাতালে না থাকায় অনেক

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ডা. নাহিদ ফেরদৌসী, সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক ডা. জীবিতেষ বিশ্বাস, স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রাণিসম্পদের প্রাণ হচ্ছে

সেই মাংস আমরা খেলে মানবদেহে তার প্রতিক্রিয়া হতেই হবে। আপনারা (ভেটেরিয়ান) আপনাদের দীর্ঘদিনের গবেষণা এবং জ্ঞান অর্জন করে সেটাকে বাস্তবে রূপান্তর করবার জায়গা তৈরি করতে হয়, তাহলে আপনাদের প্রয়োজন অনিবার্য। এটা আমি নিজেও উপলব্ধি করি। তিনি আরও বলেন, শিক্ষা, গবেষণা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে ভেটেরিনারিয়ানদের নিরলস অবদানের কারণে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের তুলনায় দুধ উৎপাদন ৬ গুন বেড়েছে। মাংস উৎপাদন ও গুন বেড়েছে এবং মাংস উৎপাদনে দেশ জাতীয়ভাবে ঘোষিত স্বয়ংসম্পূর্ণ। ডিম উৎপাদন ৪ গুন বেড়ে এখন উদ্বৃত্ত উৎপাদন। এসব অর্জনের দৃশ্যমান ফলাফল, জনগোষ্ঠীর ভোজ্য নীট প্রোটিনের সিংহভাগ আসে প্রাণিসম্পদজাত আমিষ থেকে। এখন আর অপুষ্ট খর্বাকার জনগোষ্ঠী সহসা দৃশ্যমান নয়। আমি প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সামনে ভেটেরিনারি সার্ভিসকে জরুরি সেবার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করেছিলাম। আমি এ বিষয়ে যথাযথ প্রদক্ষেণ নেওয়ার ব্যবস্থা করবো ইনশাআল্লাহ। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি অ্যাসোসিয়েশন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল, দি ভেট এক্সিকিউটিভ এবং বাংলাদেশ ভেটেরিনারি স্টুডেন্ট ফেডারেশনের সম্মিলিত উদ্যোগে জাতীয়ভাবে পালিত হয় এবারের এ দিবসটি। বিশ্ব ভেটেরিনারি দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'ভেটেরিনারিয়ানগণ অপরিহার্য স্বাস্থ্যকর্মী'। ডিপার্টমেন্ট অব লাইভস্টক সার্ভিসের মহাপরিচালক ড. রেজাউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও বক্তব্য প্রদান করেন, বাংলাদেশ কৃষক লীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ্র, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ খাইরুল আলম প্রিন্স। বাংলাদেশ কৃষক লীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ্র তার বক্তব্যে বিশ্ব ভেটেরিনারি দিবস উপলক্ষে সারাদেশে সকল ভেটেরিনিয়ানদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের প্রাণী স্বাস্থ্যের সুরক্ষার একমাত্র আশ্রয়স্থল হিসেবে ভেটেরিনারিয়ানরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের এ অবদান দেশকে প্রাণীজ আমিষে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে এবং প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সভাপতি ডা. মঞ্জুর কাদের, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি ডা. এস এম নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ড. মো. হাবিবুর রহমান মোল্লা। অনুষ্ঠানে কি নোট উপস্থাপন করেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ভেটেরিনারি সাইন্সের অধ্যাপক ড. নাসরিন সুলতানা জুয়েনা, ডিপার্টমেন্ট অব লাইভস্টক সার্ভিসের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মো. শাহীনুর আলম। অনুষ্ঠানে প্রাণিসম্পদ সেক্টরে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সর্বজন শ্রদ্ধেয় ভেটেরিনারিয়ান প্রফেসর ড. গোলাম শাহী আলমকে দি ভেট এক্সিকিউটিভের পক্ষ থেকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়। এর আগে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে এসে শেষ হয়।

চিফ হিট অফিসারের পরামর্শেই

কর্পোরেশনে তার কোনো বসার ব্যবস্থাও নেই। তার কোনো চেয়ারও কিন্তু নেই। হিট অফিসার নিয়োগ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান (অ্যাড্রিয়েন আরশট-রকফেলার ফাউন্ডেশন রেসিলিয়েন্স সেন্টার (আরশট-রক)। সারা বিশ্বে ৭ জন চিফ হিট অফিসার তারা নিয়োগ করেছে এবং সাতজনই নারী। এর আগে, বেলা সাড়ে ১১টায় মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম আগারগাঁওয়ের সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণিতে এসে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের জন্য রাখা বিশেষ ভ্যান পরিদর্শন করেন এবং নিজে ট্যাব ছেড়ে পানি পান করেন। পরে স্প্রে ক্যাননের মাধ্যমে কৃত্রিম বৃষ্টির মতো পানি ছিটানো শুরু হলে তিনি নিজে উচ্ছ্বসিত শিশু কিশোরদের সাথে ভেজেন এবং তাদের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেন। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ করেন মেয়র। আতিকুল ইসলাম বলেন, দুটি স্প্রে ক্যানন যেগুলো কৃত্রিম বৃষ্টির ব্যবস্থা করে এগুলো প্রধান সড়কে পানি ছিটাবে। এগুলো বেশ বড় হওয়ায় গলির সড়কে প্রবেশ করতে পারবে না? গলির সড়কে পানি ছিটানোর জন্য দশটি ব্রাউজার কাজ করবে। এগুলোর মাধ্যমে সড়কগুলো ভিজিয়ে ঠাণ্ডা রাখা হবে। এছাড়াও ডিএনসিসির পার্কগুলোয় স্প্রে ক্যাননের মতো কৃত্রিম বৃষ্টির ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছি। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পার্কগুলোয় কৃত্রিম বৃষ্টির ব্যবস্থা করা হবে।

তিনি বলেন, চিফ হিট অফিসার (সিএইচও) বুশরা আফরিনের পরামর্শে বর্তমানে চলমান তীব্র তাপদাহে জনগণকে স্বস্তি দিতে সড়কে পানি ছিটানো এবং ডিএনসিসির ৫৪টি ওয়ার্ডে বিনামূল্যে খাবার পানি সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছি। প্রতিটি ওয়ার্ডে তিনটি বিশেষ ভ্যানগাড়ি (৫০০ লিটার পানির ট্যাংক সম্বলিত) পথচারীদের পানি পান করানোর জন্য নামানো হয়েছে। ভ্যানগুলো বিশুদ্ধ খাবার পানি নিয়ে ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরবে। এই ভ্যানগুলো ছোট আকারে করা হয়েছে যেন শহরের অলি গলিতে প্রবেশ করতে পারে। পথচারী এবং শ্রমজীবী মানুষ যেন পানি পান করতে পারেন। নগরবাসীকে আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে নগরবাসীর প্রতি আমার তিনটি আহবান। ১, আমি ডিএনসিসি এলাকার দোকানদার, ব্যবসায়ী ও মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দদের অনুরোধ করছি আপনারা প্রতিটি দোকান, শপিংমল, মার্কেটের সামনে পানি খাওয়ার জন্য একটি ড্রামের ব্যবস্থা রাখবেন। সবাই যেন পানি খেতে পারে। ২, আমরা গতবছর ৮০ হাজার গাছ লাগিয়েছি। এই বছর আরও ১ লাখ ২০ হাজার গাছ লাগাবো। এই গাছগুলো লালন পালনের জন্য আমি নগরবাসীকে অনুরোধ করছি। সিটি কর্পোরেশন পরিচর্যা করছে, পাশাপাশি নগরবাসী যার যার বাড়ির সামনে, দোকানের সামনে যে গাছগুলো আছে সেগুলোর যত্ন নিবেন। ৩, এবছর ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ার আগেই আমরা কার্যক্রম শুরু করেছি। এডিস মশার সিজন শুরু হচ্ছে। সবাই যার যার বাড়ি, অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আশপাশ পরিষ্কার রাখবেন যেন এডিসের লার্ভা না জন্মায়। ওয়াটার স্প্রে পরিদর্শনকালে আরও উপস্থিত ছিলেন ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর খায়রুল আলম, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরুল কায়েস চৌধুরী, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ফিদা হাসান, ২৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. ফোরকান হোসেন, সংরক্ষিত কাউন্সিলর হামিদা আক্তার (মিতা) প্রমুখ।

ছাত্রদলের আংশিক কমিটির দুই মাস

ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেননি। ছাত্রদল সভাপতি রাকিবও নিজ অনুগতদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করতে মরিয়া, বাতাসে ভাসছে এ ধরনের কথাও। ফলে শেষ পর্যন্ত বিষয়টি স্থগিত হয় এবং তা ছাত্রদলের সাংগঠনিক অভিভাবক বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান পর্যন্ত গড়ায়। এরপর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের পদক্ষেপ আর বেশিদূর এগোয়নি।

ছাত্রদল নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্তমান সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৬-০৭ সেশনের শিক্ষার্থী। ছাত্রদলের গত কমিটিতে (শ্রাবণ-জুয়েল) ২০০৬-০৭ এবং ২০০৭-০৮ সেশনের অধিকাংশ নেতা সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ সেশনের অধিকাংশ নেতা যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৬-০৭ সেশন থেকে সভাপতি হওয়ায় এবারও ওই সেশনের নেতারা স্বাভাবিকভাবেই সহ-সভাপতি হিসেবে থাকবেন। একই সঙ্গে গত কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকরাও চাইবেন সহ-সভাপতি অথবা ফের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে থাকতে। ফলে নতুন কমিটির শীর্ষ নেতৃত্ব এ পদগুলোতে নতুন কাউকে আনতে পারছেন না। কথা হয় গত কমিটিতে সহ-সভাপতি পদে থাকা বেশ কয়েকজন ছাত্রদল নেতার সঙ্গে। আবারও সহ-সভাপতি হিসেবে থাকবেন নাকি ছাত্রদলের রাজনীতি ছেড়ে যুবদল বা স্বেচ্ছাসেবক দলের রাজনীতিতে যাবেন- এমন প্রশ্নের জবাবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে তারা বলেন, কমিটি যদি আমাদের জুনিয়র ব্যাচ থেকে হতো তাহলে অবশ্যই আমরা স্বেচ্ছাসেবক দল বা যুবদলে যাওয়ার ব্যাপারে ভাবতাম। কিন্তু কমিটি যেহেতু আমাদের ব্যাচ থেকেই এসেছে এবং আমাদের ব্যাচই নেতৃত্ব দিচ্ছে সেহেতু এবারও আমরা সহ-সভাপতি হিসেবে থাকবো। তারা মনে করেন, ছাত্রদলের রাজনীতি মূলত অনেকটাই সেশনভিত্তিক হয়ে থাকে। ফলে নিজে থেকে সরে না গেলে কাউকে বাদ দেওয়ার খুব বেশি সুযোগ নেই। নেতাকর্মীরা জানান, জটিলতা আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেন্দ্রীয় সংগঠনে যেতে আগ্রহী নেতাকর্মীদের নিয়েও। এবার ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাত সদস্যের আংশিক কমিটিতে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ২০১২-১৩ সেশনের শিক্ষার্থী নূর আলম ভুঁইয়া ইমনকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে রাখা হয়েছে। ফলে এর আগের তিনটি সেশনের নেতাকর্মীরা আর বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় কাজ করবেন না। সংগঠনের ঐতিহ্যগতভাবেই তারা কেন্দ্রীয় সংগঠনের হয়ে কাজ করবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি শেষ করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে যাওয়া নেতাকর্মীরা সাধারণত যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক বা সমমর্যাদার পদে দায়িত্ব পেয়ে থাকেন। কিন্তু এবার সেই পদগুলোতে আগের কমিটির সম্পাদকরা থাকায় নতুন করে যাওয়া নেতাকর্মীদের নিয়ে তৈরি হয়েছে এক ধরনের জটিলতা। এদিকে, একই দিন গত ১ মার্চ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এ বি এম ইজাজুল কবির রুয়েল এবং সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন বিদ্যমান কমিটি বিলুপ্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাত সদস্যের নতুন আংশিক কমিটি অনুমোদন করা হয়। নবগঠিত এ কমিটিতে গণেশ চন্দ্র রায় সাহসকে সভাপতি এবং নাহিদুজ্জামান শিপনকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে?

ভারতীয় মসলায় ক্যানসারের উপাদান

মশলা ব্যাপক জনপ্রিয় এবং ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আমেরিকাতেও রফতানি করা হয়। এমডিএইচ-এর মাদ্রাজ কারি পাউডার, সম্বার মসলা ও কারি পাউডার মসলা ও এভারেস্ট ফুড প্রোডাক্ট লিমিটেডের ফিশ কারি মসলা, মোট এই চারটি প্রোডাক্টকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এই সমস্যা। ইথিলিন অক্সাইড একটি গন্ধহীন রাসায়নিক। অত্যধিক পরিমাণে থাকলে তা মানবদেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর। হংকং ও সিঙ্গাপুরের কর্তৃপক্ষ বলেছে, ভারতীয় ওই দুই কোম্পানির গুঁড়া মসলায় উচ্চ মাত্রার ইথিলিন অক্সাইড রয়েছে। যা মানুষের খাওয়ার জন্য অনুপযোগী। আর দীর্ঘ সময় ধরে ইথিলিন অক্সাইডের ব্যবহারে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। ভারতের মশলার বাজারের অন্যতম বৃহৎ দুই কোম্পানি এমডিএইচ ও এভারেস্ট স্পাইসেস।

রংপুর মেডিকেলে হিট স্ট্রোকে

নেই। হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। মেডিসিন ওয়ার্ডে দেখা গেছে, হিট স্ট্রোকসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত রোগীরা ভর্তি আছেন। চিকিৎসাধীন রোগী ও তাদের স্বজনরা জানিয়েছেন, সারা দিনে একবার চিকিৎসক আসেন তাও নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা লিখে চলে যান। ওষুধসহ সব ধরনের পরীক্ষা বাইরে প্রাইভেট ক্লিনিকে করতে হচ্ছে। তার ওপর ওয়ার্ডের বেশিরভাগ সিলিং ফ্যান বিকল। যা সচল আছে সেগুলোও ভালোভাবে ঘোরে না। ফলে প্রচণ্ড গরমে ভর্তি হওয়া রোগীরা আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। লালমনিরহাটের পাটগ্রাম থেকে আসা রহমান আলী জানান, তিন দিন ধরে ভর্তি আছেন। একদিকে চিকিৎসার নামে প্রহসন অন্যদিকে প্রচণ্ড গরম। একই কথা জানালেন রংপুরের পীরগাছা থেকে আসা মমতাজ বেগম, আনোয়ারা বেগম, কুড়িগ্রাম থেকে আসা আশরাফ আলীসহ অনেকেই। সার্বিক বিষয়ে জানতে হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. আখতারুজ্জামান বলেন, ওয়ার্ডের সিলিং ফ্যানগুলো সচল আছে। বিকল হলেই সচলের উদ্যোগ নেওয়া হয়। হাসপাতালে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত অনেক রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন। তবে মারা যাওয়ার বিষয়টি ওইভাবে বলা যায় না। কেননা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অনেক রোগীই মারা যায়- এটা স্বাভাবিক ঘটনা। তবে শয্যা সংখ্যার ২/৩ গুণ বেশি রোগী থাকায় বাড়তি চাপ পড়ছে। তারপরও চেষ্টা সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। রংপুর আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার রংপুর বিভাগের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে ৩৯ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ ছাড়া গাইবান্ধায় ৩৯ ডিগ্রি, দিনাজপুরে ৩৮.৭ ডিগ্রি, কুড়িগ্রামের রাজারহাটে ৩৮.৪ ডিগ্রি, রংপুরে ৩৮ ডিগ্রি, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট ও নীলফামারীর ডিমলায় ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। এ বিষয়ে রংপুর আবহাওয়া অফিসের সহকারী আবহাওয়াবিদ কামরুল হাসান জানিয়েছেন, রংপুর বিভাগে এখন মাঝারি থেকে উচ্চমাত্রার তাপপ্রবাহ চলছে। এটা পুরো এপ্রিল মাসজুড়ে অব্যাহত থাকবে এবং এরপরেও চলতে পারে। তাপপ্রবাহ রোদের প্রখরতা ও গরমের তীব্রতা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললেও চলে। আর হলেও এতে তাপ কমার সম্ভাবনা কম। এদিকে, প্রচণ্ড গরমে বিভাগীয় নগরী রংপুরে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। সবচেয়ে বিপাকে পড়েছে দিন এনে দিন খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ। কাজে বের হলেও বেশিক্ষণ অবস্থান করতে না পেরে কাজ না করেই ফিরে যাচ্ছেন। অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।

অটোরিকশার ধাক্কায় মায়ের কোল থেকে ছিটকে পড়ে শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : মুন্সীগঞ্জে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় মায়ের কোল থেকে ছিটকে পড়ে এক বছরের শিশু হুমাইরা আক্তারের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সদর উপজেলার মদিনা বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মদিনা বাজারের উত্তর পাশে খানকা শরীফের সামনের সড়কে দুটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ও মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এ সময় রাস্তার পাশে এক বছরের শিশুসন্তান হুমাইরাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হাবিবা বেগমের অটোরিকশার সঙ্গে ধাক্কা লাগে । এতে শিশু হুমাইরা মায়ের কোল থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। পরে আহত অবস্থায় শিশু হুমাইরাকে মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. এস এম ফেরদৌস হাসান তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে মুন্সীগঞ্জ হাতিমারা পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের পরিদর্শক অমল দাশ জানান, এ ঘটনায় অটোরিকশা দুটি আটক করা হয়েছে। চালকেরা পালিয়ে গেছে। তাদের আটকের চেষ্টা চলছে। লাশ উদ্ধার করে মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে রাখা রয়েছে।

হাসপাতালে বিএনপি নেতা সাবুকে দেখতে গেলেন ফখরুল

স্টাফ রিপোর্টার : রাজবাড়ী জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য নাসিরুল হক সাবুকে দেখতে ধানমন্ডির পপুলার হাসপাতালে গেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গতকাল শনিবার দুপুরে বিএনপি মহাসচিব সেখানে যান বলে দলের মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়। মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, দীর্ঘদিন ধরে সাবু হৃদরোগ ও নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়ে ধানমন্ডি পপুলার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ সময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সেখানে রাজবাড়ী-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, জেলার সাবেক সভাপতি ও বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ামসহ স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

আ. লীগ ক্ষমতায় থাকলে মানুষের পেটে ভাত থাকে না : সালাম

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় থাকে তখন দেশে গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও মানুষের পেটে ভাত থাকে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম। গতকাল শনিবার বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, যুগ্ম-মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন ও সহ-যুব বিষয়ক সম্পাদক মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজের সব মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আয়োজিত অবস্থান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেন। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করে জিয়া প্রজন্মদল। অবস্থান কর্মসূচিতে আব্দুস সালাম বলেন, আওয়ামী লীগ চায় না, দেশে তাদের বাইরে আরও অনেক দল থাকুক। আওয়ামী লীগ মনে করে এদেশের মালিক শুধু তারা। এ দলটি যখনই ক্ষমতায় থাকে, তখন দেশে গণতন্ত্র থাকে না। মানুষের ভোটের অধিকার থাকে না। মানুষের পেটে ভাত থাকে না। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে দেশে দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। জনগণের ভোট ছাড়া এদেশে কোনো নির্বাচিত সরকার ও জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে না মন্তব্য করে তিনি বলেন, যতদিন পর্যন্ত জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত দেশে লুটপাট এবং মানুষের অধিকার ভূলুণ্ঠিত হতে থাকবে। আমাদের দাবি হলো, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেশে জাতীয় নির্বাচন দিতে হবে। বিএনপির এই নেতা বলেন, দেশের মানুষ আজকে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। সুবিধাবাদী, চোর, ডাকাত, লুটেরা এবং অবৈধ সম্পত্তির মালিক যারা আছে তারাই একমাত্র আওয়ামী লীগের পক্ষে আছে। অন্যদিকে, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ এখন আর আওয়ামী লীগের পক্ষে নেই। তিনি আরও বলেন, লড়াই শুধু খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের একার নয়, এই লড়াই আপনার-আমার সবার। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিএনপি রাজপথে আছে। বিএনপি জোর করে ক্ষমতায় যাবে না, জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েই ক্ষমতায় যাবে। জিয়া প্রজন্মদল কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট পারভিন কাউসার মুন্নির সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক এস. এম নাসির উদ্দীনের সঞ্চালনায় অবস্থান কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর শরফত আলী শফু, স্বনির্ভর বিষয়ক সম্পাদক শিরিন সুলতানা, সহ-প্রচার বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ শামীমুর রহমান শামীম, জিয়া প্রজন্ম দল কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব মো. সারোয়ার হোসেন রুবেল।

চট্টগ্রামে ৪৮ ঘণ্টার পরিবহন ধর্মঘটের ডাক

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) গাড়ি পোড়ানোর প্রতিবাদ সহ ৪ দফা দাবিতে ৪৮ ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বৃহত্তর চট্টগ্রাম গণপরিবহন মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ। গতকাল শনিবার দুপুরে গণপরিবহন মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয় বলে জানিয়েছেন সংগঠনটির সদস্য সচিব মো. মুছা। তিনি বলেন, চুয়েটে দুই ছাত্রের মৃত্যুর পর বিষয়টি নিয়ে সমাধান হওয়ার পরও আমাদের গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সম্পদ ও পরিবহন শ্রমিকদের নিরাপত্তা চাই। চুয়েটে গাড়ি পোড়ানোর প্রতিবাদ সহ ৪ দফা দাবিতে ৪৮ ঘণ্টার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি। যা রোববার সকাল ৬টা থেকে কার্যকর হবে। সোমবার চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই চুয়েট শিক্ষার্থী নিহত হয়। এর জের ধরে ওইদিন থেকেই শিক্ষার্থীরা ১০ দফা দাবিতে চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করে আসছিলেন। গত ২৪ এপ্রিল ঘাতক বাসের চালককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থামাকে ২৫ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করলে ক্ষুব্ধ হয়ে শিক্ষার্থীরা গণ পরিবহনে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ঝিনাইদহ-১ আসনে উপনির্বাচন মনোনয়নপত্র নিলেন মোস্তাফিজুর

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসনে দলীয় মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ছাত্রলীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক। গতকাল শনিবার সকালে ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনীতি কার্যালয় থেকে তিনি ফরম সংগ্রহ করেন। ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল হাই গত ১৬ মার্চ মৃত্যুবরণ করায় এই আসনটি শূন্য হয়। মোস্তাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হয়েই মাস্টার দ্য সূর্যসেন হলে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যুক্ত হন।

রাজশাহীতে "গ্রীন প্লাজা'র ৫ম

স্থান হয়েছে হাজার হাজার জনের কর্মসংস্থান। শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক স্বপ্নবাজ,হার না মানা,এক ঝাঁক কর্মদক্ষ তরুণ শান্তির নিঃশ্বাস না ফেলতে পেরেও দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে তাদের লক্ষে নিরন্তর ছুটে চলার ফলন। সেই তরুণ যুবকদের রয়েছে একটি সংগঠন রিয়াল এস্টেট এন্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন উপযুক্ত করতে রাজশাহী গ্রীন সিটি। এই গ্রীন নগরীতে, গ্রীন প্লাজা রিয়েল এস্টেট কোম্পানী। এই শহরের সাথে প্রতিষ্ঠানের নাম, আর কাজের সাথে দারুন মিল রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছি। গ্রীন প্লাজা রিয়েল এস্টেট কোম্পানীর নির্মিত প্রজেক্ট সমূহে যারা ফ্লাট নিচ্ছেন তারা সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি আরো বলেন, মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম হলো বাসস্থান। আমারা সাধারণ মানুষদের সামর্থ্যরে মধ্যে সর্ব্বোচ গুনগত মানের আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। ইতোমধ্যে আমাদের প্রকল্পগুলো জনগনের আস্থা অর্জন করেছে। পাশাপাশি আমাদের মার্কেটিং কার্যক্রমের কারনে বর্তমানে আমাদের ব্র্যান্ড সারাদেশে পরিচিতি লাভ করেছে। মূলত আমরা মানুষের আস্থা নির্ভর আবাসন প্রকল্প গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রত্যয়। কারণ সুন্দর লোকেশনে সুন্দর ভবন। গ্রহকদের আরো মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। পরিশেষে গ্রীন প্লাজা রিয়েল এস্টেট কোম্পানী লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পেশাজীবি গন্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ প্রকাশের পরও বহাল

আইনের মূলহোতা রনি প্রকাশেই এই ঘুষ বানিজ্যে করেন। অন্যথায় রেজিষ্ট্রি হবে না। ২০০ টাকা অতিরিক্ত দিতে হবে মর্মে জেলা সাব রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দ্বায়িত্বে) সফিকুল ইসলামের নাম ভাঙ্গায় রনি। রনি'র কাছে অফিসের চাবি থাকায় অফিসের অনেক গোপন তথ্য সে বাসায় নিয়ে যায়। সেটা তিনি বিভিন্নজনকে সরবরাহ করে অবৈধ ফায়দা হাসিল করেন। চাবি থাকায় দলিল পত্রের যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতা আছে তার। ইতোমধ্যে অফিসে অনেক গোপন তথ্য সে পবার অনেককে সরবরাহ করেছেন। বন্টন দলিল মানে মোটা অংকের ব্যবসা । ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা দাবি করেন তারা। অন্যথায় রেজিষ্ট্রি হয় না। অবৈধ ফায়দা হাসিল করে দেয় বলেই এদের কথায় উঠবস করেন সাব রেজিস্ট্রাররা। রনি'র কোনো নিয়োগ না থাকলেও অফিসের গোপন তথ্য দিয়ে ফায়দা হাসিল করছেন। যেসব কারণে এর আগে রিটু ও সেলিম পেশকার বরখাস্ত হয়েছিলেন ওই কাজে রনিও জড়িত ছিলো। রিটু ও সেলিম পেশকার বরখাস্ত হলেও এখন বহালতবিয়তে রনি গং। এই রনি'র উত্থানটা যেনো আলাউদ্দিনের চেরাগের মতো। বাবাহীন রনি মায়ের কাছেই মানুষ। অফিসে মায়ের রান্না করে দেওয়ার বদৌলতে অফিসে উঠাবসা রনির। সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে ম্যানেজ মাস্টার অতি চালাক এই রনি গড়ে তুলেন শক্তিশালী সিন্ডিকেট। মামুন ও নকল নবীশ নাদিম ও নাসরিনকে হাতে নিয়ে গড়ে তুলেছেন দূর্নীতির স্বর্গরাজ্য। হাতিয়ে নিয়েছেন লাখ লাখ টাকা। শূন্য হাতে জীবন যাত্রা শুরু করা রনি এখন বহু টাকার মালিক। ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের মোটরসাইকেল, ৮০ হাজার টাকা মূল্যের মোবাইল ব্যবহার করেন তিনি। সাব রেজিস্ট্রার আয়েশা'র বিশ্বাস্ত হাতিয়ার সে। ম্যানেজ মাস্টার রনি এখন খণ্ডকালীন দ্বায়িত্বে আসা সাদেকুর রহমানের ঘুষ বানিজ্যের সফর সঙ্গি। অফিসে অবৈধ লেনদেনের ঘুষের টাকা রনি সবাইকে ভাগ করে দেন।

কথা বলললে পবা সাব রেজিস্ট্রার অফিস আসা কয়েকজন প্রতিবেদককে বলেন, রনি, মামুন, নাদিম, নাসরিন এই অফিসের স্বর্বসর্বা। বন্টন নামা, নকল উত্তোলন, দলিল রেজিষ্ট্রি করতে মোটা অংকের উৎকোচ চান তারা। নাম প্রকাশ না করা শর্তে অফিসের কয়েকজন বলেন, নিয়োগহীন একজন অল্প বয়সের ছেলেকে অফিস কি কারণে চাবি দিয়ে রাখেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। বড় কোনো ক্ষতি হলে এর দায়ভার কে নিবে? শোনা যাচ্ছে ইতোমধ্যে দলিল লুকিয়ে রেখে হয়রানিসহ বালাম বইয়ের রেকর্ড পাচার করছেন তিনি। স্থানীয়রা জানান, রনি বাবা বেঁচে নেই। অল্পদিনে সে অনেক টাকার মালিক। বোনের বিয়েতে খরচ করেছেন অনেক টাকা। জামাইকে দিয়েছেন ৫ লাখ টাকা মূল্যের গাড়ি।

সরেজমিনে প্রতিবেদক সেবাগ্রহীতা সেজে গিয়ে কথা বলেন, রনি ও মামুনের সঙ্গে। সততা মিলে উল্লেখিত ঘটনার। প্রতিবেদকের নিকটই ঘুষ দাবিসহ অবৈধ প্রস্তাব দেন তারা।

এর আগে নিয়োগহীন পবা সাব রেজিস্ট্রার অফিসের প্রধান রনি প্রতিবেদককে জানায়, আমি মাস্টাররুলে অফিস সহায়ক হিসেবে আছি। আমার কোনো লিখিত নিয়োগ নাই। সার রেজিস্ট্রার স্যাররা ভালোবেসে মৌখিকভাবে রেখেছেন। সেসময় তিনি অন্যান্য অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। এবার তাকে ফোন দিলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি। তবে তার বিরুদ্ধে হওয়া সংবাদের প্রতিবাদ দিয়েই নাকি তিনি আবারও অফিস করছেন। এ ব্যাপারে পবা সাব রেজিস্ট্রার সাদেকুর রহমান আগের বার বলেছিলেন তিনি খণ্ডকালীন দ্বায়িত্বে আছেন সেখানে। রনি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে কর্মরত। কোন নিয়োগ আছে জানতে চাইলে তিনি বলেন এগুলো মৌখিক নিয়োগ হয়। একজন মৌখিক নিয়োগের ব্যক্তি কিভাবে অফিসে চেয়ার টেবিল পায়? তার নিকট অফিসের চাবি কেনো রাখা হয় জানতে চাইলে তিনি এসব জানেন না বলে জানান। তিনি এসব বিষয়ে কথা বলতে অফিসে ডাকেন। তবে এখন তিনি জানান রনির কাজ সাময়িক বন্ধ আছে। মোবাইল ফোনে এ বিষয়ে জানতে জেলা রেজিস্ট্রার সফিকুল ইসলামকে (অতিরিক্ত দ্বায়িত্বে) একাধিকবার ফোন দিয়ে তাকে পাওয়া যায়নি। তাই তাঁর বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

বেইলি রোডে অগ্নিকাণ্ডে নিহত

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের প্রোগ্রামার রফিকুল ইসলাম তালুকদার, ভালুকা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ আ.ন.ম শাহাদাৎ হোসেন, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. মো. আবুল কালাম আজাদ, প্রকৌশলী সমির কুমার রজক দাস, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার কাজী মাকসুদা লিমা, উপ-কর কমিশনার মো. আল-আমিন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মানিক লাল ঘোষ ও নেক্সাস টেলিভিশনের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এডিটর আমিন আল রশীদ, লাভ শেয়ার বিডি ইউএসের প্রতিনিধি ঝালকাঠি প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মো. আককাস সিকদার প্রমুখ। স্মরণ সভায় গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার বেইলি রোডে গ্রিন কোজি ভবনে আগুনে নিহত ৪৬ জনের মধ্যে অসচ্ছল ৮ জনের পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা করে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়। নিহত গ্রিন কোজি ভবনের রেস্টুরেন্টের কর্মচারী যশোরের কামরুল হাবিব রকির (২১) বাবা ভ্যান চালক কবির হোসেন, রেস্তোরাঁ শ্রমিক ভোলার এনামুল নয়নের (২২) বাবা সিরাজ ফরাজি, রেস্টুরেন্টের কর্মচারী নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার শান্ত হোসেনের (২৩) মা লিপি আক্তার, ইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী কুষ্টিয়ার খোকসার বৃস্টি খাতুনের (২০) বাবা সবুজ আলী, বাবুর্চি টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের মেহেদী হাসানের (২৭) বাবা মোয়াজ্জেম হোসেন, ওয়েটার মাদারীপুরের কালকিনির জিহাদ সিকদারের (১৯) বাবা জাকির সিকদার, নিরাপত্তাকর্মী পাবনার ফরিদপুরের সাগর হোসেনের (২৪) বাবা হাসান আলী ও পিঠা বিক্রেতা শেরপুরের শ্রীবর্দি উপজেলার শিপনের (১৯) বাবা মো. ফজর আলীর হাতে সহায়তার টাকা করে তুলে দেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মুহ. আব্দুল হামিদ জমাদ্দার। সভায় জানানো হয়, মানবাধিকার সংগঠনটি এর আগে একই ঘটনায় নিহত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ঝালকাঠির কাঠালিয়া উপজেলার তুষার হালদারের (২২) বাবা দিনেশ হালদার, বাবুর্চি পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার গাজী মো. জুয়েল রানার বাবা ইসমাইল গাজী এবং নিরাপত্তাকর্মী বরগুনা সদরের নাঈম হোসেনের (১৮) বাবা ভ্যানচালক নান্টু দফাদারে হাতে বরগুনার জেলা প্রশাসক ও স্ব-স্ব উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা করে প্রদান করেছে।

বৈদেশিক রিজার্ভ সংকটের কারণে

তারা বাজার ভিত্তিক সুদের হারে ঋণ গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য এবং পর্যাপ্ত রিটার্ন না দিতে পারে এমন প্রকল্পগুলি এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ডক্টর জাহিদ হুসেন বলেন, মেগা প্রকল্পের জন্য নেওয়া ঋণের ক্রমবর্ধমান ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়ছে। জাহিদ হুসেন বলেন, সর্বোত্তম অর্থনৈতিক রিটার্ন নিশ্চিত করতে এবং ঋণ পরিশোধের বোঝা কমাতে সূক্ষ্মভাবে প্রকল্প নির্বাচনের প্রয়োজন। তিনি এমন উদ্যোগের পক্ষে কথা বলেন যা বিদেশী বিনিয়োগকে আকর্ষণ করে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ায় এবং রপ্তানি উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। তিনি বিশেষ করে লজিস্টিক এবং জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে প্রকল্পগুলির তাৎপর্যের উপর জোর দেন, যা সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে অবদান রাখে। জাহিদ হুসেন ডলারের রিজার্ভ বাড়ানো, রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানো এবং রপ্তানি আয় সম্প্রসারণের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সরকার ২.৬৭ বিলিয়ন ডলার মূল এবং সুদের হিসাবে ২০২৩ অর্থবছরে উন্নয়ন সহযোগীদেরকে পরিশোধ করেছে। গত কয়েক বছরে ঋণের মূল ও সুদ পরিশোধ ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। এটি ২০২২ অর্থবছরে ২.০২ বিলিয়ন ডলার, ২০২১ অর্থবছরে ১.৯১ বিলিয়ন ডলার, ২০২০ অর্থবছরে ১.৭৩ বিলিয়ন ডলার এবং ২০১৯ অর্থবছরে ১.৫৯ বিলিয়ন ডলার ছিল। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) অনুমান করেছে যে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ২০২৪ অর্থবছরে ৩.৫৬ বিলিয়ন ডলার, ২০২৫ অর্থবছরে ৪.২১ বিলিয়ন ডলার এবং ২০২৬ অর্থবছরে ৪.৭২ বিলিয়ন ডলার হবে। সরকার ২০২৪ অর্থবছরে ১১ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ পাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যা ২০২৩ অর্থবছরে ১২ বিলিয়ন ডলার ছিল।

থাইল্যান্ডের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে

আব্দুল হাই, বাংলাদেশে থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মাকাওয়াদি সুমিতমোর প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভায় হাছান মাহমুদ বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি গত ১৫ বছরে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল সূচকে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের সফল স্নাতক হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন। ড.হাছান আসিয়ান অঞ্চলে বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে থাইল্যান্ডের তাৎপর্যও তুলে ধরেন। তিনি দুই দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি শুরু করতে অভিপ্রায় পত্রে (এলওআই) সই করার কথাও উল্লেখ করেন। এছাড়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়ানো এবং বাণিজ্য ঘাটতি ভারসাম্যের জন্য এফটিএ দ্রুত শুরু করার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত প্রণোদনা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি থাই সরকারের কাছ থেকে প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার উপকৃত হতে পারে বলে মত দেন এবং বাংলাদেশের পর্যটন খাতে থাই বিনিয়োগের আমন্ত্রণ জানান। এই সময় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্প্রতি প্রণীত অফশোর ব্যাংকিং অ্যাক্ট-২০২৪ এর উল্লেখ করে বলেন বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের বেসরকারি খাতকে সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সুবিধা নেওয়ার আহ্বান জানান। বিশিষ্ট থাই গ্লোবাল সুগার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি সুটেক লিমিটেডের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট চার্লস ফ্রেডেরিক বাংলাদেশ সরকারকে একটি বা দু'টি বিদ্যমান চিনিকলকে বেসরকারি খাতের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করার পরামর্শ দেন। বিডা প্রতিনিধি বাংলাদেশে বিনিয়োগে কৃষি ব্যবসা, ডিজিটাল অর্থনীতি, লজিস্টিকস এবং লাইট ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রণোদনার ওপর আলোকপাত করেন।

দক্ষ শ্রমিক বিদেশ পাঠালে রেমিট্যান্স

অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছি। এ মন্ত্রণালয়ের চ্যালেঞ্জও মোকাবিলা করব। কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করে আদর্শ মন্ত্রণালয় হিসেবে গড়ে তোলা হবে। তিনি আরও বলেন, দায়িত্ব নিয়ে শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ শুরু করেছি। শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ হচ্ছে বলেই এবার ঈদে কোনো শ্রমিক অসন্তোষ হয়নি। কোনো গার্মেন্টস শ্রমিক বেতন-বোনাস থেকে বঞ্চিত হয়নি। গার্মেন্টস মালিকদের কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল যে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস দেওয়া না হলে লাইসেন্স বাতিল করা হবে। এ রকম কড়া মেসেজ দেওয়ার ফলেই তারা শ্রমিকদের স্বার্থ দেখেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকও শ্রমিকদের বেতন-বোনাস দেওয়ার জন্য অর্থ ছাড় করেছে। ইউএসএআইডি এর ১১ দফা সাজেশনের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সাজেশন অনুযায়ী শ্রম আইন সংশোধনের কাজ যুগোপযোগী করা হচ্ছে। আগামী সংসদে তা পাস করা হবে। এর ফলে তাদের সব শর্ত পূরণ হয়ে যাবে। এ বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব মো. মাহবুব হোসেন বলেন, বাস্তবতার প্রয়োজনে শ্রম আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়। শ্রমিকের অধিকার ও মানবাধিকার মানা হচ্ছে বলেই গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন ১২ হাজার ৫০০ টাকা করা হয়েছে। শ্রমিকদের আইন মানা হচ্ছে। তা ঠিক আছে বলেই শ্রমিকরা এবার ঈদে রাস্তায় নামেনি। সংবাদ সম্মেলনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব হোসেন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মো. আবদুর রহিম খানসহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পুঁজিবাজারে গুজব ছড়ানোর

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলো মো. আমির হোসাইন ওরফে নুরনূরানী (৩৭), নুরুল হক হারুন (৫২) আব্দুল কাইয়ুম (৩৯)। মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা আগে থেকেই সরকারবিরোধী নানা কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। আমির হোসাইনের নামে বিভিন্ন থানায় ১১টি মামলা রয়েছে। চক্রের সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে বিএসইসি কমিশনের চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে আসছিল। এভাবে তারা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের প্রতারিত করতো। এছাড়া বিনিয়োগকারীদের ব্যবহার করে আন্দোলনের নামে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করে আসছিল তারা। ডিএমপির গোয়েন্দাপ্রধান প্রধান বলেন, পুঁজিবাজার স্পর্শকাতর জায়গা। এখানে অনেক সাধারণ বিনিয়োগকারী তাদের সর্বস্ব বিনিয়োগ করেন। অন্তরেই এখানে অস্থিরতার হওয়ার শঙ্কা থাকে। চক্রের অন্য সদস্যদেরও আইনের আওতায় আনা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা ভুয়া তথ্য ছড়াতে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম ব্যবহার করতেন। তারা বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ারবাজার সংক্রান্ত ভুয়া তথ্য দিতো। তারা পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির কাছে বিভিন্ন ইস্যুতে চাঁদা দাবি করতো। না দিলে সেসব কোম্পানি সম্পর্কে অপপ্রচার চালাতো। এমনকি কোম্পানির অফিসেও হামলা করতো। ডিবি সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইমের (দক্ষিণ) অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) সাইফুর রহমান আজাদ বলেন, নুর নূরানী নামে গ্রুপ পরিচালনা করতো গ্রেপ্তার আমির হোসাইন। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামে ৮-১০টি গ্রুপ চালাতো সে। নুরুল হক হারুন বিনিয়োগকারী ঐক্য পরিষদের সহ-সভাপতি প্রতিষ্ঠিত বিনিয়োগকারী কোম্পানিগুলোর কাছে চাঁদা দাবি করতো। আব্দুল কাইয়ুম রয়েল ক্যাপিটাল নামক ব্রোকারেজ হাউজের সঙ্গে যুক্ত। সে হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রাম গ্রুপে টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন শেয়ার সম্পর্কে তথ্য দিতো।

তাপদাহ থেকে বাঁচতে ঢাকার

এবং ঐতিহাসিক পরিবর্তন। একটি রিমোট সেন্সিং ড্রাইভেন অ্যাপ্রোচ' শিরোনামের একটি সমীক্ষা অনুসারে, ঢাকা শহর ১৯৮৯ সাল থেকে ২০২০ সালের মধ্যে তার ৫৬ শতাংশ গাছপালা হারিয়েছে এবং এর শহরে আচ্ছাদন ৮২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ক্রমহ্রাসমান সবুজায়ন ঢাকা শহরের গড় গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ১৯৮৯ সাল থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের রেকর্ড বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ঢাকার ওপর তাপপ্রবাহের ফ্রিকোয়েন্সি এবং সময়কাল বাড়ছে। 'আন অ্যানালাইসিস অফ ল্যান্ড সারফেস টেম্পারেচার অব দ্য ঢাকা মেট্রোপলিটন এরিয়া ইন দ্য ল্যান্ডস্যাট ইমেজ অ্যাপ্লাই বাই ল্যান্ড সারফেস টেম্পারেচার' শীর্ষক আরেকটি গবেষণায় বলা হয়েছে, ১৯৮৮ সাল থেকে ২০১৮ এর মধ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ভূমি পৃষ্ঠের তাপমাত্রা মার্চ মাসে ২.৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং মে মাসে ৩.৭৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। গবেষণাটিতে সর্বাধিক নির্মাণকাজ চলে এমন অঞ্চলগুলোতে উল্লেখযোগ্য হারে উষ্ণতা বাড়ার প্রবণতা শনাক্ত করা হয়েছে। সবুজায়ন নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলোর আশঙ্কা, ঢাকায় সবুজায়নের পরিবর্তে ধূসরায়ণ বাড়ছে। শহরের ৮০ শতাংশেরও বেশি এখন বিল্ট-আপ এলাকা হিসাবে ম্যাপ করা হয়েছে। দেশের স্বনামধন্য পরিবেশ সংস্থা গ্রিন সেভার্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আহসান রনির মতে, ঢাকায় বছরে ৫০ হাজার চারা রোপণের জায়গাও অভাব রয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া, বৃক্ষরোপণের জন্য সরকারি মালিকানাধীন কোনো জমি অবশিষ্ট নেই। সরকারি মালিকানাধীন জমিগুলো বিভিন্ন সরকারি সংস্থার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে; যারা মাঝে মাঝে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় গাছ লাগায়। তবে বৃক্ষরোপণ নিয়ে তাদের মধ্যে দৃশ্যমান কোনো সমন্বয় নেই। রাস্তার মাঝখানের জায়গার মালিকানা সিটি করপোরেশনগুলোর। বন নগরায়ণ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শহরে বনায়ন ও তাপপ্রবাহ মোকাবিলায় সিটি করপোরেশনগুলো ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু এখানে কি করতে হবে? বনায়নের একমাত্র উপযোগী রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় গাছ লাগানোর জন্য টেন্ডার কাজ করে সিটি করপোরেশনের ঠিকাদাররা। কিন্তু সেখানে শুধু সৌন্দর্যবর্ধন করা গাছ দেখা যায়। আর এই গাছপালা বৃক্ষশূন্য এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচও বেশি। এসব গাছের পরিবর্তে, ঢাকায় বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা কমাতে এবং জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধারে সাহায্য করতে পারে এমন ছাউনিযুক্ত গাছের প্রয়োজন, বলেছেন গ্রিন সেভার্স আহসান রনি। রনি মনে করেন, রোপণের আগে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে গাছ নির্বাচন করা উচিত। তিনি ঢাকার জন্য ঔষধি ও ফলের গাছের সুপারিশ করেছেন সতর্কতামূলক বৃক্ষরোপণের ওপর জোর দেন। উদাহরণস্বরূপ, পলাশ, শিমুল, ডুমুর এবং অন্যান্য গাছ, যেগুলোতে পাখির ঝাঁক আশ্রয় নেয়। তিনি বলেন, 'আমি রাস্তার মাঝামাঝি বা ফুটপাতে কৃষ্ণচূড়া (ডেলোনিক্স রেজিয়া) লাগানো পছন্দ করিনা কারণ এই সংবেদনশীল গাছটি কাঠের কারণে বেশ কিছু হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।' রনিকে সমর্থন করে উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক জাসিম মনে করিয়ে দেন, চারা রোপণ, পরিপক্ব হওয়া পর্যন্ত তাদের বেঁচে থাকা এবং শহরে বনায়ন তৈরি করা সবই বিজ্ঞানের অংশ। তাই বন বিভাগের ছত্রছায়ায় (বন বিশেষজ্ঞদের একমাত্র সরকারি শাখা), নগর কর্তৃপক্ষের সকল স্টেকহোল্ডার এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিশেষজ্ঞদের সমন্বিতভাবে কাজ করা উচিত। জাসিম আরও বলেন, এ প্ল্যান্টিং সিটি ঢাকা শহরের ২৫ শতাংশ অঞ্চলের প্রয়োজনীয় সবুজায়নের জন্য একটি রোডম্যাপ সেট করতে বাধ্য করবে। যদি তা হয় তবে আমরা ১০-১৫ বছর পর সহনীয় গ্রীষ্ম দেখতে পাব। বন বিভাগের ঢাকা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা এস এম সাজ্জাদ হোসেন 'অধ্যাপক জাসিমের 'সুপারিশকে ইতিবাচক' মনে করেন। সাজ্জাদ বলেন, 'শহরের জমির মালিকানা বিভাগটি প্রযুক্তিতে দক্ষতার সঙ্গে ঢাকার নগর বনায়নে নেতৃত্ব দিতে পারে। কাঙ্ক্ষিত সবুজায়ন নিশ্চিত করতে নগর কর্তৃপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় প্রয়োজন।'

রাজধানীতে ছাদ থেকে পড়ে শিশুর

শিশুর মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, নিহতের লাশ মর্গে রাখা হয়েছে। বংশাল থানায় বিষয়টি জানানো হয়েছে।

পুঁজিবাজারে মূলধন কমেছে ১০

দর বেড়েছে ৫৭টির, দর কমেছে ৩৫৩টির ও দর অপরিবর্তিত রয়েছে ১০টির। আর লেনদেন হয়নি ১৮টির। অপর পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) বিদায়ী সপ্তাহে লেনদেন হয়েছে ৮১ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহে লেনদেন হয়েছিল ৪৮ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইতে লেনদেন কমেছে ৩২ কোটি ৯৮ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে সিএসইর বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ৩২ হাজার ৮৯৮ কোটি ৭২ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে সিএসইর বাজার মূলধন ছিল ৭ লাখ ৩৬ হাজার ৬১৮ কোটি ১৬ লাখ টাকা। টাকায়। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন কমেছে ৩ হাজার ৬২৯ কোটি ৪৪ লাখ টাকা বেড়েছে। সপ্তাহটিতে সিএসইর সার্বিক সূচক সিএসইএক্স ৪২৯ পয়েন্ট বা ২.৬৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ৮১৫ পয়েন্টে। সিএসইর অপর সূচকগুলোর মধ্যে সিএসইএক্স ২.৫০ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৯ হাজার ৫২১ পয়েন্টে, সিএসই-৩০ সূচক ২.৬৮ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ১১৮ পয়েন্টে এবং সিএসআই সূচক ২.৬৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪০ পয়েন্টে। বিদায়ী সপ্তাহে সিএসইতে মোট ৩০৭টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেনে অংশ নিয়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে ৪৫টির, দর কমেছে ২৪৭টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ১৫টির শেয়ার ও ইউনিট দর।

নারায়ণগঞ্জে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে

ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ওই চক্রের ৯ সদস্যকে দেশীয় অস্ত্রসহ হাতেনাতে আটক করা হয়। এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আটকদের সঙ্গে থাকা কয়েকজন কৌশলে পালিয়ে গেছেন। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ডাকাতির প্রস্তুতি নেওয়ার খবরে আমরা অভিযান চালাই। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত এ অভিযানে ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্তদের হাতেনাতে আটক করা হয়। আটক ৯ জনই ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য বলে জানা গেছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

এমপিদের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রভাব

প্রচারণাসহ নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মতবিনিময় সভায় লালমনিরহাট জেলার ৫ উপজেলার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, সম্ভাব্য প্রার্থী, রিটার্নিং কর্মকর্তা, প্রিজাইডিং অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। সভায় রংপুর বিভাগের অতিরিক্ত ডিআইজি রশিদুল হক, লালমনিরহাট জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ উল্ল্যাহ, পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলামসহ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী এবং নারী ও পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশিদের জন্য সহজ

বলেছেন, বাংলাদেশিদের ব্রাজিলের ভিসা আমরা খুব সহজে ও দ্রুত সময়ে দিতে চাই। ব্রাজিল ভ্রমণে বাংলাদেশিদের সংখ্যা বাড়ছে। যে-সব বাংলাদেশি ব্রাজিলে রয়েছেন, তারা তাদের পরিবারকেও সেখানে নিয়ে যেতে চান। সে কারণে ভিসার চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। সেজন্য ঢাকায় একটি ভিসা সেন্টার খোলার উদ্যোগ নিয়েছি। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা একটি ভিসা সেন্টার খুলতে পারবো বলে আশা করছি।

রাজধানীতে ২ কিশোরীর মৃত্যু

ঘটনায় গৃহককর্তা শাকিনুল আলম ও গৃহকর্ত্রী নুরে জান্নাতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে। যুথির পরিবার অভিযোগ দিলে সেভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এসআই আরও জানান, যুথি বনশ্রীর ওই বাসায় এক বছর ধরে কাজ করতো। মাঝেমধ্যে কাজের বিষয় নিয়ে গৃহকর্ত্রী নুরে জান্নাত মারধর ও বকাবকি করতো। এদিকে তার বাবা আরেকটি বিয়ে করে অন্যত্র চলে যায় ও মা আরেকটি বিয়ে করে চলে যায়। এসব বিষয় নিয়ে সে বিষণ্ণতায় ভুগছিল। এ কারণে সে আত্মহত্যা করে থাকতে পারে। তার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে রাখা হয়েছে। প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এদিকে নিহত ফাবিয়া জাহান ফিহিমা চাদপুর সদর উপজেলার হাসান করদি গ্রামের শাজাহান খানের মেয়ে। বর্তমানে খিলগাঁও পূর্ব গোড়ানের একটি বাসায় পরিবারের সঙ্গে থাকতো এবং মতিঝিল সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়তো। খিলগাও থানার এসআই এসএম জাকির হোসেন জানান, গতরাতে ফাবিহা বাসার ফ্যানের সঙ্গে গলায় গামছা পেঁচিয়ে ফাঁস দেয়। পরিবারে লোকজন সেটি দেখে থানায় খবর দেন। পরে ওই বাসায় গিয়ে ফাবিয়াকে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে নামিয়ে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এসআই আরও জানান, মেয়ের পরিবার থেকে জানা গেছে, সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তো এবং মানসিক সমস্যায় ভুগছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, সে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

রাজধানীর ১০ থানায় কিশোর

কাউন্সিলরের কিশোর গ্যাংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ থাকলেও তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। তবে কিশোর অপরাধে পরিবার ও সমাজকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। খেলাধুলা, শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার অভাবে কিশোররা অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ঢাকা শহরে শিশু কিশোরদের সামান্য খেলার মাঠের জন্য আন্দোলন করতে হয়। আজকের শিশুরাই আগামীর বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে হলে অপরাধমুক্ত সোনার মানুষ গড়ে তুলতে হবে।সভাপতির বক্তব্যে হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, কিশোর গ্যাংয়ের সঙ্গে জড়িতরা বেশিরভাগই অপরাজনীতির শিকার। অভিযোগ রয়েছে কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা ও 'বড় ভাই'রা শিশু-কিশোরদের তাদের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করছে। অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। রাজনৈতিক ও ব্যক্তিস্বার্থে অর্থের বিনিময়ে অপরাধ করাচ্ছে। জমিজমা, ঘরবাড়ি দখল করাচ্ছে। আবার পুলিশ আটক করলে তাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনছে, প্রয়োজনে জামিনের ব্যবস্থাও করছে। ফলে এসব শিশু কিশোররা কিশোর গ্যাং কালচারে সম্পৃক্ত হয়ে বড় ভাইদের পক্ষে ভাড়ায় খাটছে। তিনি বলেন, বড়ভাই নামধারী এসব প্রভাবশালীরা যাতে শিশু কিশোরদের চাঁদাবাজি, মিছিল-মিটিং, দখলবাজি, দলবাজিতে ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরও কঠোর হতে হবে। তবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া কোনোভাবেই কিশোর গ্যাং নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সুশাসনের অভাব এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতিও কিশোর গ্যাং কালচার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে সর্বস্তরে কিশোর গ্যাং প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সব শ্রেণি পেশার মানুষকে কিশোর গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে ভয়েস রেইস করতে হবে। ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান বলেন, কিশোর গ্যাংয়ের নেপথ্যের মদদদাতাদের তালিকা করে আইনের আওতায় আনতে হবে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর কিশোর গ্যাং প্রতিরোধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কোনো চাপ থাকলে প্রয়োজনে প্রশ্রয়দাতাদের তালিকা গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে প্রেরণ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। প্রয়োজনে কিশোর গ্যাংয়ের আশ্রয়-প্রশ্রয় দাতাদের নামের তালিকা প্রকাশ করে এসব বড়ভাইদের মুখোশ উন্মোচন করা উচিৎ। তিনি বলেন, স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলররা নিজ উদ্যোগে কিশোর গ্যাংয়ের সঙ্গে জড়িতদের সম্ভাব্য তালিকা তৈরি করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে কিশোর গ্যাং নির্মূলে সহযোগিতা করতে হবে। আমি প্রশ্ন রাখতে চাই, সরকারের এতো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, প্রশাসন তৎপর থাকার পরও কেন আমাদের কিশোর গ্যাং নিয়ে আতংকিত থাকতে হয়? তবে আশার দিক হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে কিশোর গ্যাং মোকাবিলায় স্বরাষ্ট্র ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন। যা কিশোর গ্যাং কালচার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজের বিতার্কিকদের পরাজিত করে ঢাকা কমার্স কলেজের বিতার্কিকরা বিজয়ী হয়। প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন অধ্যাপক আবু মুহাম্মদ রইস, সাংবাদিক জি এম তসলিম, সাংবাদিক জিয়া খান, সাংবাদিক অনিমেষ কর, সাংবাদিক কাওসার সোহেলী। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ী দলকে ট্রফি, ক্রেস্ট ও সনদপত্র দেওয়া হয়।

উপজেলা নির্বাচনে ভোটের প্রচারণায়

নির্বাচনী কার্যক্রম করতে পারবেন না। সরকারি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী নির্বাচনী এলাকায় ভোটার হলে ঐ কর্মকর্তা-কর্মচারী শুধু ভোট প্রদান করতে পারবেন। কিন্তু এসব বিধিমালা তোয়াক্কা না করে সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে কর্মরত স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আব্দুল্লাহ আল মামুন ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী জামাত আলী মুন্সিকে নিয়ে মেছড়া ইউনিয়নে বিভিন্ন হাটবাজারে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও বাড়ি বাড়ি ভোট প্রার্থনাসহ বিভিন্নভাবে প্রচারণা করছেন। এ সংক্রান্ত ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আমি মেছড়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি। নৌকা প্রতিক না থাকায় আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীরা যেকোন প্রার্থীর পক্ষে কাজ করতে পারে। নির্বাচনে প্রচারণায় কোন আচারণ বিধি ভঙ্গ হচ্ছে না। সিরাজগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনী এলাকায় কোন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভোট প্রার্থনাসহ প্রার্থীর পক্ষে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে দেনা ৪২

সঙ্গে জ্বালানি সংকটের কারণে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিজেদের অক্ষমতার কথাও জানালেন তারা। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশের (পিজিসিবি) ন্যাশনাল লোড ডিসপ্যাচ সেন্টারের (এনএলডিসি) তথ্য অনুযায়ী, গত দেশে চাহিদা ছিল ১৫ হাজার ২০০ মেগাওয়াট, তখন লোডশেডিং ছিল এক হাজার ৪৯ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, রাজধানী ঢাকা ও বিভাগীয় শহরগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে দেশের গ্রামাঞ্চলে লোডশেডিংয়ের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য অনুযায়ী, কোনো কোনো গ্রামীণ এলাকায় দৈনিক সাত থেকে আট ঘণ্টা পর্যন্ত লোডশেডিং করতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, বর্তমানে দেশ ২৬ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করেছে। তবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত জ্বালানির সংকট ও সঞ্চালন লাইন প্রস্তুত না থাকায় চাহিদা অনুযাযী বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। এ পরিস্থিতি চলতে থাকলে দেশের অর্থনীতির বিকাশ ও উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হতে পারে বলে আশংকা করছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা। অপরদিকে চলমান এ সংকট শিগগিরই কাটিয়ে ওঠবে বলে আশাবাদী বিদ্যুৎ খাতের সরকার সংশ্লিষ্ট শীর্ষ কর্মকর্তারা। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ম তামিম এনটিভি অনলাইনকে বলেন, 'বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির যে সমস্যা চলছে, তা মূলত টাকার সমস্যা। সরকারের হাতে টাকা নেই। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ জ্বালানির প্রয়োজন তার জোগান দিতে পারছে না। এ সমস্যাটা এখন আর বিদ্যুৎ খাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, এটা এখন মূল জাতীয় সমস্যায় রূপ নিয়েছে। এতে দেশের উন্নয়ন ও মানুষের জীবনযাত্রা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।' ড. ম তামিম বলেন, 'দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধ করাসহ পাচার হওয়া টাকা ফিরিয়ে আনতে না পারলে খুব সহসাই এ পরিস্থিতির উন্নতির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।' এ বিষয়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এম শামসুল আলম এনটিভি অনলাইনকে বলেন, 'দেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে যে সংকট চলছে, তা একদিনে তৈরি হয়নি। দিনে দিনে এই সংকটকে পুঞ্জীভূত করা হয়েছে।' এম শামসুল আলম বলেন, 'আমরা চারটা কারণে এই অবস্থা ডেকে এনেছি। একটা হচ্ছে স্পিডি অ্যাক্ট। দ্রুত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ আইন তৈরি এই খাতে বিনিয়োগ প্রতিযোগিতাহীন করে লুণ্ঠনমূলক ব্যয় বাড়িয়েছে। মুনাফা অর্জনকারীদের সুযোগ বাড়িয়েছে। এই খাতে ব্যাপক ঘাটতি তৈরি করেছে। এটা অন্যায়, অযৌক্তিক ও শুধু বিনিয়োগকারী ও তাদের নেপথ্যে দৃশ্য-অদৃশ্যে থাকা কমিশনভোগীরা এতে লাভবান হয়েছে। এই আইন বন্ধ করে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু এটা কেউ মুখেও আনছেন না।' বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে চলমান সংকটের বিষয়ে জানতে চাইলে পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক (ডিজি) মোহাম্মদ হোসাইন এনটিভি অনলাইনকে বলেন, 'প্রতিদিনই দেশে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে চলেছে। তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন বিদ্যুতের চাহিদা বেশি। এ চাহিদার কথা চিন্তা করেই আমরা জনগণকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়িয়েছি। আমরা এখন অনায়াসেই ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেসব উপাদান প্রয়োজন যেমন গ্যাস, ফার্নেস অয়েল ও কয়লা, এগুলোর জোগানে ঘাটতি রয়েছে।'

প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন আরও বলেন, 'বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি জোগান দিতে যেমন সমস্যা হচ্ছে পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বকেয়া পরিশোধ করতেও সমস্যা হচ্ছে।' তবে এ সমস্যা কাটিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক

মুক্তিযুদ্ধের দাবিদার এ দেশের জনগণ। কোনো একক রাজনৈতিক দল নয়। আজ আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতানার কথা বলছে। অথচ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে না। তারা প্রজাতন্ত্রেকে ধ্বংস করে দেশে কর্তৃত্বতন্ত্র, এক নায়কতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে। জি এম কাদের বলেন, ৭ জানুয়ারিরর নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চলছে তা অসত্য এবং বিব্রতকর। তিনি বলেন, আমরা (জাতীয় পার্টি) নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলেও নির্বাচন হতো। অন্য জাতীয় পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করত। আর সংসদের সেই জাতীয় পার্টি গৃহপালিত দল হতো। সরকার চায় গৃহপালিত বিরোধী দল। আমরা (জাতীয় পার্টি) গৃহপালিত দল নই। জিএম কাদের বলেন, নির্বাচনে আমি কোনো মনোনয়ন বানিজ্য করিনি। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সরকারি দল থেকে টাকা নিয়েছি তাও অসত্য। আমার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য এসব অপপ্রচার করা হচ্ছে। জাতীয় পার্টিকে ধ্বংস করার জন্য এসব বলা হচ্ছে। তিনি বলেন, জাতীয় পার্টির যেসব নেতারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি। অর্থাৎ মনোনয়ন চায়নি এবং পায়নি। তারাও আমাকে সকাল সন্ধ্যা ফোন করে টাকা চেয়েছেন।

বিরোধী দলের নেতা ৭ জানুয়ারি নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের সঙ্গে দরকষাকষি উল্লেখ করে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতা করে নির্বাচন অংশগ্রহণ করা হয়নি। ২৬টি আসন আমাদের ছাড় দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ ওই ২৬ টি আসনে তাদের প্রার্থী দিয়েছে। আমি উত্তরা আসনটি চেয়েছিলাম। কারণ উত্তরা আনসটিতে আমি নির্বাচিত হতে পারলে দল পরিচালনা করতে অনেক সাহায্য পাওয়া যেত। ওই আসনটিতে আমার স্ত্রী নির্বাচন করেছেন। কিন্তু তিনি জনপ্রিয় থাকলেও নির্বাচিত হননি। বিএনপির আন্দোলন সফল হবে না আমি আগেই জানতাম উল্লেখ করে জি এম কাদের বলেন, বিএনপির আন্দোলন সফল হবে না জানতাম কারণ আমেরিকাসহ দুইটা রাষ্ট্র চেয়েছে আন্দোলন সফল হোক। আর অপর তিনটি রাষ্ট্র চেয়েছে বিএনপির আন্দোলন সফল যাতে না পারে। অথচ বিএনপি দোষারোপ করছে আমাকে। আমি জাতীয় পার্টিকে নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলেও সরকার তার গ্রহযোগ্যতা হারাতো। বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী তাদের দোষ অন্যের ঘাড়ে দিতে চাচ্ছে। অনেকটা শাক দিয়ে মাছ ডাকারমত। জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, আওয়ামী লীগ চায় না দেশে তারা ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক দল টিকে থাকুক। জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে যতই ষড়যন্ত্র হোক না কেন জাপা টিকে থাকবে। জিএম কাদেরের নেতৃত্বে যে জাতীয় পার্টি পরিচালিত হচ্ছে সেটিই এরশাদের জাতীয় পার্টি। তিনি আরও বলেন, আজ যারা জাতীয় পার্টি ছেড়ে অন্য দিকে গেছে তারা ভুল করেছে।

মাদারীপুরে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত ১

স্টাফ রিপোর্টার : মাদারীপুরে বাসের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে সবুজ সরকার (৫০) নামে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। গতকাল শনিবার দুপুরে জেলার মস্তফাপুর ইউনিয়নের চাপাতলী গ্রামের লোহারডাঙ্গা এলাকার ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সবুজ ট্রাকচালক। তিনি বরিশালের হিজলা উপজেলার পওনিডাঙ্গা গ্রামের মৃত হামদু সরকারের ছেলে। জানা গেছে, ঢাকা থেকে বরিশালগামী হানিফ পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ট্রাকচালকের মৃত্যু হয়। এছাড়া বাসের একাধিক যাত্রী আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় একজনকে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। মাদারীপুর সদরের ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তা আহাদুজ্জামান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পৌঁছে আটকে পড়া বাস যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে ট্রাকচালকের লাশ উদ্ধার করা হয়। বাসের কিছু যাত্রী আহত হলেও মারাত্মক নয়।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে, প্রাণে বাঁচলেন ৩০ যাত্রী: এদিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুর সদর উপজেলার কেন্দুয়া এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের না হলেও কয়েকজন যাত্রী সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সকালে বরিশাল থেকে ঢাকাগামী হাওলাদার পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে খাদে পড়ে যায়। জানা গেছে, সকালে ঢাকার উদ্দেশ্যে বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা একটি যাত্রীবাহী বাস মাদারীপুর সদর উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নের ঘটকচর এলাকায় এলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায়। গতি কম থাকায় বড় ধরনের হতাহত থেকে রক্ষা পায় যাত্রীরা। গাড়িটিতে ৩০/৩৫ জন যাত্রী ছিল। কয়েকজন মাথায় ও শরীরে সামান্য আঘাত পেলেও অন্যরা সুস্থ আছেন। মস্তফাপুর হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মারুফ রহমান জানান, ঢাকাগামী যাত্রীবাহী বাসটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে খাদে পড়ে যায়। তবে যাত্রীরা সুস্থ আছেন। বড় ধরনের কোনো হতাহত হয়নি।

রাজশাহীতে পুকুরে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর মোহনপুরে পুকুরে ডুবে রজব আলী (৫) ও কেয়া খাতুন (৫) নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে উপজেলার খাড়তা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রজব রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার জাহানাবাদ ইউনিয়নের খাড়তা গ্রামের রুবেল হোসেনের ছেলে ও কেয়া খাতুন নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার মুকুল হোসেনের মেয়ে। কেয়া তার তার খালাতো বোন এবং সে খালার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। রাজশাহীর মোহনপুর থানার ওসি হরিদাস মণ্ডল জানান, তারা দুইজন সকালে খেলাধুলা করতে বাড়ি থেকে বের হয়। এক পর্যায়ে স্বজনদের অজান্তেই তারা বাড়ির পাশের বাচ্চু হোসেনের লিজ নেওয়া সরকারি পুকুরে পড়ে ডুবে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে পুকুরে ওই দুই শিশুর লাশ ভেসে ওঠে। এরপরও বেঁচে আছে ভেবে স্থানীয়রা ওই দুই শিশুর নিথর দেহ উদ্ধার করে তাৎক্ষণিক মোহনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানকার চিকিৎসক শিশু দুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওসি আরও জানান, এ ঘটনায় থানায় অপমৃত্যুর (ইউডি) মামলা করা হবে। এছাড়া আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহত দুই শিশুর লাশ তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলেও জানান তিনি।

বিদ্যুতের ছেঁড়া তারে স্পৃষ্ট হয়ে মা ও দুই সন্তানের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : বরিশালের বাকেরগঞ্জে পল্লী বিদ্যুতের ছিঁড়ে পড়ে থাকা তারে স্পৃষ্ট হয়ে দুই শিশু সন্তানসহ মায়ের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাকেরগঞ্জ থানার ওসি আফজাল হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাইফুর রহমান। নিহত নারী উপজেলার নিয়ামতি ইউনিয়নের ঢালমারা গ্রামের রিয়াজ মোল্লার স্ত্রী সনিয়া বেগম (২৫), তার নয় বছর বয়সী ছেলে সালমান ও ১২ বছর বয়সী মেয়ে রেজবীনা। বাকেরগঞ্জ থানার ওসি মো. আফজাল হোসেন বলেন, ছিঁড়ে পড়া বিদ্যুতের তারে স্পৃষ্ট হয়ে মা ও তার দুই শিশু সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলে রয়েছি। বিস্তারিত জেনে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাকেরগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ সাইফুর রহমান বলেন, বাগানের ওপর দিয়ে যাওয়া পল্লী বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পানির মধ্যে পড়ে রয়েছে। পাশে লেবু গাছ রয়েছে। প্রথমে ছেলে শিশুটি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। তাকে রক্ষা করতে মা ও বোন গিয়ে তারাও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছে। ইউএনও আরও বলেন, ঘটনাস্থলে তিনিসহ পল্লী বিদ্যুতের ডিজিএমও রয়েছেন। তারা ঘটনার তদন্ত করছেন। দায়িত্ব অবহেলায় এ ঘটনা ঘটলে অবশ্যই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইউপির চার নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মোস্তফা কামাল হাওলাদারের স্ত্রী মমতাজ বেগম জানান, বাড়ির পাশে বাগানের ওপর দিয়ে যাওয়া পল্লী বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে ডোবায় পড়েছিল। দুই শিশু লেবু ছিঁড়ে খেল ছিল। এ সময় লেবু ডোবায় পড়ে যায়। ওই লেবু আনতে ছেলে নেমে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। তখন মেয়ের চিৎকারে মা এসে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে স্পৃষ্ট হয়। তখন মেয়ে গিয়ে মাকে ধরে সেও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে।

সম্পাদকীয়

ফিটনেসবিহীন গণপরিবহন সড়কে চলছে কীভাবে?

রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কে বাসের চাপায় সিভিল এভিয়েশনের প্রকৌশলী নিহত হওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত চালককে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গ্রেপ্তার চালকের কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল না বলে জানা গেছে। যে বাসের চাপায় প্রকৌশলী মারা গেছেন সেটির ফিটনেস সনদের হদিস মেলেনি। এ নিয়ে সংবাদ-এ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। নিরাপদ সড়কের দাবিতে দেশে অনেক আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত হয়নি। সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। দুর্ঘটনায় সড়কে প্রাণ ঝরছে প্রতিদিনই। যানবাহনের ফিটনেস নিশ্চিত করা না হলে, চালকের প্রশিক্ষণ ও লাইসেন্স নিশ্চিত করা না হলে দুর্ঘটনা কমবে কীভাবে। সড়ককে নিরাপদ করবার দায়িত্ব যাদের তারা যদি তৎপর না হন তাহলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে কীভাবে! নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো কি সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে? মানুষ কি ট্রাফিক আইন মেনে চলছে? এসব প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি। দেশে অনেক গাড়িরই নেই ফিটনেস। চালকদের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, লাইসেন্স নিয়ে আছে প্রশ্ন। গতিসীমা না মানা, বিপজ্জনকভাবে ওভারটেকিং করা, নির্ধারিত স্টপেজ ছাড়া যাত্রী ওঠানো-নামানো, অবৈধ পার্কিং প্রভৃতি অভিযোগ পাওয়া যায় পরিবহন শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। মাঝে মাঝে এসব অনিয়ম বন্ধে অভিযান চালানো হয়। তবে টেকসই কোনো সমাধান মেলে না। সড়ক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় দেশে আইন আছে। সড়ক সংক্রান্ত এ পর্যন্ত অনেক সুপারিশ পাওয়া গেছে, নেয়া হয়েছে সিদ্ধান্ত। কিন্তু সেসব কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা সেটা একটা প্রশ্ন। অতীতে প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশনা দিতে দেখা গেছে। আদালত নির্দেশনা দিয়েছে। এসব নির্দেশনা বাস্তবায়ন হলে সড়কে এত দুর্ঘটনা হয়তো ঘটতো না। সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানোর কাজ কেন করা যাচ্ছে না, সমস্যাটা কোথায় সেটা সরকার বলুক। অভিযোগ রয়েছে, একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কাছে সরকার জিম্মি হয়ে পড়েছে। যে কারণে সড়কে শৃঙ্খলা রক্ষায় শক্ত কোনো আইন করা যায় না, আইন করলেও তা সংশোধন করে আরও দুর্বল করা হয়। সেই আইনও কি পরিবহন মালিক-শ্রমিকরা মেনে চলে? অভিযোগ রয়েছে, তারা কোনো আদেশ-নির্দেশেরই তোয়াক্কা করে না। কারণ তারা রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি। সরকারের ভেতরে থেকেই তারা সরকারের বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগ করে। তাদের চাপের কাছে সরকারকে বারবারই নতি স্বীকার করতে হয়। আইন মানা না হলে, আদালতের নির্দেশনা উপেক্ষা করা হলে দেশে যে প্রতিদিনই সড়কে প্রাণ ঝরবে সেটাই স্বাভাবিক। প্রশ্ন হচ্ছে, আইন যদি বাস্তবায়নই করা না হবে তাহলে সেটা প্রণয়ন করার কী প্রয়োজন।

এসব প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি। দেশে অনেক গাড়িরই নেই ফিটনেস। চালকদের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, লাইসেন্স নিয়ে আছে প্রশ্ন। গতিসীমা না মানা, বিপজ্জনকভাবে ওভারটেকিং করা, নির্ধারিত স্টপেজ ছাড়া যাত্রী ওঠানো-নামানো, অবৈধ পার্কিং প্রভৃতি অভিযোগ পাওয়া যায় পরিবহন শ্রমিকদের

ডায়রিয়া প্রতিরোধে চাই জনসচেতনতা

বরিশাল অঞ্চলে ডায়রিয়ার প্রকোপ বাড়ছে। তাপমাত্রা যত বাড়ছে, তত বাড়ছে ডায়রিয়া ও পেটেরে পীড়ার রোগীর সংখ্যা। প্রতিদিন পাঁচশ থেকে সাতশ রোগী ডায়রিয়াসহ বিভিন্ন পেটের পীড়া নিয়ে সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসাসেবা নিতে ভিড় করছেন। চলতি এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত ২১ হাজার নারী, পুরুষ ও শিশু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা নিতে আসেন। গত চার দিনে চার হাজারেরও বেশি ডায়রিয়া রোগী চিকিৎসার জন্য এসেছেন। অপরদিকে, মার্চের মাঝামাঝি সময়ের পর নিউমোনিয়া রোগী কমে গেলেও চলতি তাপদাহে শিশুদের নিউমোনিয়া রোগ দেখা যাচ্ছে। বরিশাল অঞ্চলের সরকারি হাসপাতালগুলোতে ২০২৩ সালে ৭২ হাজার ডায়রিয়া রোগী চিকিৎসা নেন। ২০২২ সালে ডায়রিয়া রোগীর সংখ্যা ছিল ৭৭ হাজারেরও বেশি। আর ২০২১ সালে ছিল ৮০ হাজার নারী, পুরুষ ও শিশু। গত তিন মাসে চিকিৎসাসেবা নেন ২৫ হাজার নারী, পুরুষ ও শিশু। অপর দিকে গত শীতে নিউমোনিয়াসহ ঠা-াজনিত রোগীর সংখ্যা ছিল ৭৭ হাজারেরও বেশি। বরিশালের মানুষের মাঝে কেন ডায়রিয়া ও পেটের পীড়া বেশি হয়– এমন প্রশ্নের জবাব দিয়েছে স্বাস্থ্য প্রশাসন ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। তারা বলছেন, বরিশাল মহানগরী ও এ অঞ্চলের বেশির ভাগ পথঘাটজুড়ে ‘পথখাবার’র দোকান গড়ে উঠেছে। আর এগুলো কোনোমতেই স্বাস্থ্যকর নয়। পথের ধারে গড়ে ওঠা এসব দোকানের পচা-বাসি খাবার খেয়েই মানুষ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডায়রিয়া থেকে রক্ষা পেতে হলে পচা-বাসি খাবার পরিহার করতে হবে। পরিষ্কার পানি পান করতে হবে। তাহলেই ডায়রিয়া আক্রান্ত থেকে রেহাই মিলবে। কী কী কারণে মানুষ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে, সে বিষয়ে মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। দেশে ডায়রিয়া চিকিৎসা এখন সহজলভ্য। এমনকি ঘরে বসেও এর চিকিৎসা নেয়া যায়। খাবার স্যালাইন ঘরেই বানানো যায়। তবে সেটা নিয়মমাফিকভাবে বানাতে হবে। কারো ডায়রিয়া দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে খাবার স্যালাইন খেতে হবে। এক্ষেত্রে বিলম্ব করা হলে সমস্যা বড় আকার ধারণ করতে পারে। আর যদি কারো অবস্থা সংকটাপন্ন হয়, তাহলে দেরি না করে বিশেষজ্ঞ কোনো চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াটাই শ্রেয়।

ট্রেনের ভাড়া বৃদ্ধি জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে

তুলনামূলকভাবে বেশি নিরাপদ, সাশ্রয়ী এবং এর পরিবেশদূষণের হার অনেক কম হওয়ায় ট্রেনভ্রমণ সবসময়ই জনপ্রিয়। তবে সম্প্রতি যাত্রীবাহী ট্রেনের ভাড়ার ক্ষেত্রে যে রেয়াতি ব্যবস্থা (ভাড়ার ছাড়) ছিল, তা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। এই সিদ্ধান্ত আগামী ৪ মে থেকে কার্যকর করা হবে। এতে দূরের গন্তব্যে ট্রেনের ভাড়া ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। এটি ঠিক যে বাংলাদেশ রেলওয়েকে যদি লাভজনক না করা যায়, তাহলে আবারও এর অগ্রগতি থমকে যাবে। আবারও এই খাতটিতে বিপর্যয় নেমে আসবে। কিন্তু কেবল যাত্রীদের ওপর বোঝা বাড়িয়ে রেলওয়েকে লাভবান করা যাবে কি? প্রায়ই ট্রেন লাইনচ্যুত হয়। ইঞ্জিন, কোচের ক্ষয়ক্ষতি হয়। বলা হয়, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মেরামতের অভাব রয়েছে। রেললাইনে পাথর কমে যাওয়া, একেবারেই না থাকা, মাটি দেবে যাওয়া, স্লিপার থেকে প্যান্ডেল ক্লিপ চুরি হয়ে যাওয়া, স্লিপার ভেঙে যাওয়া বা না থাকা, ফিশপ্লেট, নাট-বল্টু খুলে নেওয়াসহ আরো অনেক কারণেই ইঞ্জিন বা বগি লাইনচ্যুত হয় বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেছে। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত রেল সেতুগুলো এতটাই জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে যে সেগুলোর ওপর দিয়ে অনেক ঝুঁকি নিয়ে ট্রেন চালাতে হয়। তার পরও ঘটে দুর্ঘটনা। আছে অনেক রকম দুর্নীতির অভিযোগ। রেলওয়ের অনেক ভূমি রয়েছে। এসব ভূমির লিজ নিয়ে চলে বাণিজ্য। অভিযোগ আছে, লিজ না দিয়েও সমঝোতায় অন্যদের ভূমি ব্যবহার করতে দিয়ে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করা হয়। রেলওয়ের নিজস্ব অনেক কারখানা রয়েছে।

অভিযোগ আছে, সেগুলো বন্ধ রেখে আমদানির তালিকা বাড়ানো হয় কমিশন বাণিজ্যের সুবিধার্থে। আমরা আশা করি, গণপরিবহন হিসেবে ট্রেনকে এগিয়ে নেওয়ার এবং বাংলাদেশ রেলওয়েকে নতুনভাবে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে যে অভিযাত্রা শুরু হয়েছে, তা অব্যাহত থাকবে। রেলওয়েকে অবশ্যই লাভজনক করতে হবে। কিন্তু তা কেবল যাত্রীর কাঁধে বোঝা চাপিয়ে নয়, বরং সার্বিক ও সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে রেল খাতকে এগিয়ে নিতে হবে। আমরা আশা করি, ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করা হবে। যেহেতু রেল সরকারের সেবামূলক খাত, সেহেতু এখানে জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। সরকার এ বিষয়টিতে সুদৃষ্টি দেবে, এটাই প্রত্যাশা।

ইঞ্জিন, কোচের ক্ষয়ক্ষতি হয়। বলা হয়, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মেরামতের অভাব রয়েছে। রেললাইনে পাথর কমে যাওয়া, একেবারেই না থাকা, মাটি দেবে যাওয়া, স্লিপার থেকে প্যান্ডেল ক্লিপ চুরি হয়ে যাওয়া, স্লিপার ভেঙে যাওয়া বা না থাকা, ফিশপ্লেট, নাট-বল্টু খুলে নেওয়াসহ আরো অনেক কারণেই ইঞ্জিন বা বগি লাইনচ্যুত হয় বলে

কৃষিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভাবনা

অমৃত চিছাম

সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। আদিমকাল থেকেই মানুষ জীবন ধারণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে নিয়োজিত ছিল। সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ফলে তাদের পেশায় এসেছে আমূল পরিবর্তন। ইতিহাস নিয়ে একটু পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, আদিম মানুষের জীবন ধারণের প্রধান মাধ্যম ছিল কৃষি। প্রায় ১০ হাজার বছর আগে ছিল কৃষিকাজের একেবারে প্রাথমিক যুগ। কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে আমাদের রয়েছে প্রাচীন সমৃদ্ধ ইতিহাস। এ দেশের সিংহভাগ লোকই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। শতকরা প্রায় ৮০ শতাংশ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমাদের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে কৃষি খাত। এ দেশের মোট জিডিপির প্রায় ২২ শতাংশ আসে কৃষি খাত থেকে। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন কারণে এ খাত হতে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জনে কিছুটা শঙ্কা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো বিদ্যুৎ বিভ্রাট। যা কিনা দিন দিন প্রকট থেকে প্রকট আকার ধারণ করা শুরু করেছে, বিশেষ করে গ্রামীণ কৃষিতে। বর্তমানে গ্রামে পল্লীবিদ্যুৎ সংযোগে ঘণ্টায় দুই থেকে তিনবার পর্যন্ত, এমনকি অঞ্চল অনুসারে আরও বেশি বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়ে থাকে। যার ফলে সঠিক সময়ে সেচ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এর দরুণ ফসল উৎপাদন ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। এতে করে একদিকে যেমন গরিব কৃষক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনিভাবে দেশের জিডিপি খাতেও এর নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ বিভ্রাট মোকাবিলা করে কৃষিতে জিডিপির প্রবৃদ্ধি উত্তর উত্তর বৃদ্ধি করা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি কথা প্রচলিত আছে তা হলো, প্রত্যেক সমস্যার বিপরীতে থাকে একটি কার্যকর সমাধান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোভিড-১৯ এর কথা, সারা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক গবেষণার ফলে একটি কার্যকর সমাধান পাওয়া সম্ভব হয়েছিল। ঠিক তেমনি দেশের কৃষিতে বিদ্যমান বিদ্যুৎ বিভ্রাট সমস্যার জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার একটি কার্যকর সমাধান হতে পারে। এটি জ্বালানি খাতে দ্রুত এবং পরিষ্কার জ্বালানি সরবরাহ করে, যা ফলনের উন্নতির সঙ্গে সম্পর্কিত পরিবেশগত মানসম্পন্নতা ও কৃষি প্রক্রিয়ার কার্যকলাপগুলো বেশি প্রভাবিত করে। প্রথমেই একটু ছোট করে জেনে নেয়া যাক, নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়টি আসলে কী? একটু ভালো করে খেয়াল করলে দেখা যায় নামের মধ্যে উত্তর লুকিয়ে আছে। অতি সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, যে শক্তির উৎস কখনও নিঃশেষ হয়ে যায় না; এবং খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই তা পুনরায় ব্যবহার করা যায় তাই হলো নবায়নযোগ্য জ্বালানি। দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির জনপ্রিয় কয়েকটি উৎসগুলো হলো– সৌরশক্তি, বায়ুপ্রবাহ, জলপ্রবাহ, জৈব-গ্যাস এবং বায়োগ্যাস ইত্যাদি। আর এসব নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারে দেশের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিকল্প মাত্রা যোগ করতে ও সেই সঙ্গে দেশীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতকে আরও বেগবান করতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। যা দেশের বিদুৎ এর চাহিদা পূরণ তথা দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। বর্তমানে দেশের টেকসই কৃষি উন্নয়নের জন্য নবায়নযোগ্য শক্তি সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দিতে পারে। এটি কৃষি উৎপাদনের মান এবং পরিচালনা বাড়াতে সাহায্য করে এবং খাদ্য নিরাপত্তা সংরক্ষণে সাহায্য করে। এছাড়া এটি অর্থনৈতিক উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস করে। পৃথিবীর সব শক্তির মূল উৎস হলো সূর্য। সূর্য থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তাকে সৌরশক্তি বলে। সূর্য থেকে প্রতিনিয়ত যে পরিমাণ শক্তি পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তা সূর্যের উৎপন্ন শক্তির দুই শত কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। বিজ্ঞানীদের মতানুসারে প্রতি বর্গমিটারে সূর্য প্রায় ১ হাজার ওয়াট শক্তি বর্ষণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবায়নযোগ্য জ্বালানি গবেষণা কেন্দ্র তাদের এক গবেষণা প্রতিবেদনে জানায়, দেশের মোট আয়তনের এক ভাগ জায়গা ব্যবহার করে ৪০ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। এই সৌরশক্তির অফুরন্ত ভা-ার আমাদের প্রতিদিনের নানারকম কাজের চাহিদা মেটায় বিশেষ করে কৃষি খাতের বিপ্লবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করে বাষ্প উৎপাদনের মাধ্যমে টারবাইন ও জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। সৌরবিদ্যুতের ভাবনাটা সূচনা হয়েছিল ১৮৬০ এর দশকে। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের একটি বাড়ির ছাদে ১৮৮৪ সালে সর্বপ্রথম সৌরবিদ্যুৎ তৈরি করা হলেও এর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং প্রসারণ আর তেমনভাবে ঘটেনি। দেশে সৌরবিদ্যুতের যাত্রা আরম্ব হয়েছিল ২০02 সালের দিকে। বর্তমানে দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে মোট ১১৯৪.৬২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। এর মধ্যে সৌরশক্তি থেকে ৯৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। এই পরিসংখ্যান থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অতি সহজে অনুমেয় এই যে, ভবিষ্যৎ টেকসই কৃষি উৎপাদনে কি পরিমাণ সম্ভাবনা রয়েছে সৌরবিদ্যুতের, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০৩০ সালের মধ্যে ১৫ শতাংশ বিদ্যুৎ আসবে সৌর থেকে। ২০৪১ সালের মধ্যে মোট উৎপাদনের ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রার ৪.৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৯৮৪ সালের তথ্যানুযায়ী, দেশে ১৬ লাখ ৮৬ হাজার ২৫৪ একর খাসজমি আছে। এ খাসজমির ৫ শতাংশ ব্যবহার করে ২৮ হাজার ১০৬ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। অবাক করার মতো বিষয় এই যে, শুধু চট্টগ্রামেই ২২ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। যার সাহায্যে দেশের কৃষি খাতের বিদ্যুৎ চাহিদার প্রায় সবটুকু পূরণ করা সম্ভব। যা আমাদের কৃষি খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন তথা জাতীয় অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি আনতে সক্ষম। আমাদের দেশে বোরো মৌসুমে দেশে প্রায় বিশ লাখ একর চাষযোগ্য জমিতে ১৬ লাখ ৩০ হাজার সেচপাম্প ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে ১৬ লাখ একর জমি চাষে ব্যবহার হয় ১০ লাখ ৮০ হাজার বিদ্যুৎচালিত সেচপাম্প। বাকি ৫ লাখ ৫০ হাজার সেচপাম্প ব্যবহৃত হয় ডিজেলচালিত। সারাদেশে বিদ্যুৎ ও ডিজেলচালিত সেচপাম্পগুলোকে সৌরবিদ্যুতের আওতায় আনা সম্ভব হলে বছরে ৭৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ও ৮০ কোটি লিটার ডিজেল সাশ্রয় হবে। যার ফলে ডিজেল ও বিদ্যুৎক্ষেত্রে সরকারের ৮৫৩ কোটি টাকা ভর্তুকি বেঁচে যাবে। দেশে ৭৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলীয় অঞ্চলসহ মোট এক হাজার ২০০ কিলোমিটার এলাকা বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনে কাজে লাগানো গেলে বিদ্যুৎ খাতে আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব। বলে রাখা ভালো, চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থেকে ফেনী নদীর মিরসরাইয়ের উপকূল পর্যন্ত প্রায় ৭০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে সারা বছর যে প্রাকৃতিক বায়ুপ্রবাহ রয়েছে, যা দিয়েই কয়েকটি বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করে পুরো চট্টগ্রামের বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবিলা করা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান এনআরইএলের প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে, বাংলাদেশের উপকূলীয় প্রায় ২০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা রয়েছে যেখানে বাতাসের বেগ ৫.৭৫-৭.৭৫ মি./সে. যার মাধ্যমে প্রায় ৩০ হাজার মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব। যা কিনা টেকসই কৃষির উন্নয়নে তথা দেশের মোট জিডিপির আমূল পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। দেশের ৯টি স্থান বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। এসব অঞ্চলে বিভিন্ন উচ্চতার টাওয়ার স্থাপন করে। দেশে বর্তমানে বায়ু থেকে ২.৯ মেগাওয়াট উৎপাদন হয়ে থাকে। কিন্তু যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারলে বিদ্যুৎ খাতে অভাবনীয় পরিবর্তন আসবে, সেই সঙ্গে কৃষি খাতে লোডশেডিংয়ের ভোগান্তি অনেকাংশে হ্রাস পাবে। বায়ু বিদ্যুৎ শুধু টেকসই কৃষি উৎপাদনেই সাহায্য করে না, বরং জাতীয় গ্রিডেও নতুন মাত্রা সংযুক্ত করে, সেই সঙ্গে জ্বালানি খাতে ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে দেশের উত্তর উত্তর উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসেবে জলবিদ্যুতের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। দেশে সর্বপ্রথম পাকিস্তান সরকার ১৯৫৬ সালে আমেরিকার অর্থায়নে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ কাজের আরম্ব করে। ১৯৬২ সালে এর নির্মাণ শেষ হয়। ১৯৬২ সালে এটির নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর এতে দুটি ৪০ মেগাওয়াটের জেনারেটর স্থাপন করা হয়। ১৯৬৯ সালের দিকে কাজ করা শুরু হয় ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩ নম্বর ইউনিটের। বর্তমানে সর্বমোট পাঁচটি ইউনিট চালু রয়েছে আর যার উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় ২৩০ মেগাওয়াট। এছাড়া দেশে জৈব-গ্যাস থেকে ০.৬৮ মেগাওয়াট এবং বায়োগ্যাস থেকে মাত্র ০.৪৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য শক্তি বা জ্বালানির ব্যবহার ও এর উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি কার্যকর হয়। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ- স্রোডা অ্যাক্ট-২০১২ প্রণয়ন করে বাংলাদেশ সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস হিসেবে সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ, বায়োমাস, বায়ো ফুয়েল, জিওথার্মাল, নদীর স্রোত ও সমুদ্র ঢেউ ইত্যাদিকে শনাক্ত করেছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য অভীষ্ট-২ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে চিহ্নিত করেছে; যথা- ক্ষুধা মুক্তি, টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা, স্থিতিস্থাপক কৃষি পদ্ধতি, খাদ্যের প্রাপ্তি ব্যবস্থা উন্নত করা, সব ধরনের অপুষ্টির অবসান ঘটানো ও কৃষি উৎপাদনশীলতা।

টেকসই কৃষিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সাধারণ জনগণ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের আরও সচেতন হতে হবে। আরও উত্তর উত্তর গবেষণা ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটিয়ে উক্ত সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তর করতে হবে। এর ফলে ভবিষ্যতে জ্বালানি পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পাবে। ফলস্বরূপ একদিকে যেমন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ হবে অন্যদিকে তেমনি সাধারণ কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হবে সর্বোপরি জাতীয় অর্থনীতি সামনের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি যেহেতু পুনরায় ব্যবহার করা যায় তাই এই সম্পদ শেষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। জনগণকেও আরও সচেতন হতে হবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ সুন্দর তথা দূষণমুক্ত পরিবেশ রেখে যেতে পারি। ২০৩০ সালে এসডিজি বাস্তবায়নে ও সর্বোপরি রূপকল্প ২০৪১ বা বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১ ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে কাজ করবে ইহাই সবার প্রত্যাশা।

লেখক : শিক্ষার্থী, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

এরপরও কি গাছ লাগাবেন না বন রক্ষা করবেন না?

সাঈদ চৌধুরী

ছায়া আছে, স্বস্তি নেই। কেনা পানিতে খাওয়া চলে, ওদিকে ভূগর্ভে পানি নেই। গাছগুলোকে আটকে রাখা হয়েছে পার্ক নামক চিড়িয়াখানাগুলোতে। ক্যালকুলেশনবিহীন নগরে প্রতিদিন প্রকাশ হয় বায়ুদূষণের মাত্রা। হিট অফিসার হিট স্ট্রোক থেকে বাঁচতে দিচ্ছেন বার্তা। বাগান সব উঠে গেছে ছাদে। শখের বাগানে এখন শোভা পায় জাদুঘরের মতো ফসল। মাটিহীন রাস্তায় স্যান্ডেল পড়েও টেকা সম্ভব নয় তীব্র তাপে। দুই দিনের গরমে গলে যাচ্ছে সড়কের পিচ। রেল চলাচল আস্তে করতে বলা হয়েছে। কাক মাটির কলসি খুঁজে পানি না পেয়ে বুড়িগঙ্গার আলকাতরাসম তরল খেয়ে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে মরে। কুকুরের জিহ্বায় বৃক্ষ নিধনের অভিশাপ হয়ে ঝুলে থাকে! শহরের বাউন্ডারিতে এখন সেপটিক ট্যাংক ও শিল্পকারখানার উচ্চ তাপামাত্রার পানির ড্রেইন। প্রতিটি বাড়ির ঘর থেকে এসি আর ফ্রিজ নিঃসরণ করছে প্রচুর গরম বাতাস। এখন সবাই গরম কমানোর জন্য, ঝুঁকি এড়ানোর জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছেন; কিন্তু কেউ গাছ লাগানোর জন্য এগিয়ে আসছে না। আনুষ্ঠানিক বৃক্ষরোপণ হয় অনেক। কর্মকর্তা বলে ওঠেন এই গাছ লাগাবো গর্ত কর। পিয়ন, কর্মচারীরা দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। পিয়ন দৌড়ে এসে বলেন– ‘স্যার প্রতিবার যেখানে গাছ লাগান সেখানেই কী গর্তটি করবো!’ এভাবেই তামাশার বৃক্ষরোপণ চলে; কিন্তু টেকে না তেমন কোনো বৃক্ষই। মানদ-ের ২৫ শতাংশের জায়গায় বর্তমানে আট থেকে নয় শতাংশ বৃক্ষের কথা বলা হচ্ছে। এই সামান্য বৃক্ষ তাও আবার থোকায় থোকায়। শহরজুড়ে কিন্তু বৃক্ষ নেই। সবচেয়ে উদ্বিগ্নের বিষয় ঢাকায় এখন এমন এলাকা অনেক যে এক দুই কিলোমিটারের মধ্যে বৃক্ষ নেই। বাতাস পুড়ে বহমান বাতাস দাবদাহে রূপান্তরিত হচ্ছে! আশ্চর্য হারে ছড়িয়ে পড়ছে গরম। যেখানে আগে মানুষ ক্লান্ত হলেই গাছের নিচে বসে শ্রান্ত হতেন সেখানে এখন ভালো ও বড় বৃক্ষ দেখতে রমনা পার্ক অথবা বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেতে হয়। বিল্ডিংগুলোর নিচের ছায়ায় দাঁড়ালে মনে হয় গরম সিসা এসে লেগে চামড়া পুরে ভেদ করে যাচ্ছে ভেতরেও! যে সমস্ত জায়গা বেশি তাপের উৎপাদক সেই সমস্ত জায়গার কারণে অন্যান্য সব জায়গায় গরম অনুভূত হচ্ছে। নদীগুলো থেকে কেমিক্যাল ও আনট্রিটেড ওয়াটারের কন্টামিনেট বাতাসের বেশি তাপের ভ্যাপার উপরের দিকে উঠছে। এক ইটভাটার দিকে বায়ুদূষণের দিক নির্ণয় করে সব যেন বৈধ করে নিচ্ছে অপরাধীরা। জেনারেটরের এক্সস্ট লাইন নির্দিষ্ট উচ্চতায় দেয়া নেই অনেক কোম্পানি বা ফ্ল্যাটগুলোর। এসিগুলোতে সিএফসি ফ্রি গ্যাস ব্যবহার বাড়ানো যায়নি, প্রতিনিয়ত বাড়ছে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র, কেমিক্যালের ব্যবহার, বাড়ছে গাড়ি থেকে নির্গত কার্বনের হার। বায়ুতে ভারি বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায়, কেমিক্যাল কন্টামিনেটেড হওয়ায় বাতাসে গরম স্থায়ী হচ্ছে। আকাশের দিকে তাকালে পরিষ্কার আকাশ দেখা এখন ভাগ্যের ব্যাপার। ধুসর ও ঘোলাটে আকাশ বলে দেয় আমাদের পরিবেশ দূষণের মাত্রা। আমরা তবুও তা না দেখার ভান করে থাকি। দুটো গাছ চারজন সদস্যের পরিবারকে এক বছর অক্সিজেন দিতে পারে বলে হিসেব করা হয়। একটি পরিপক্ব গাছ ৪৮ পাউন্ড কার্বডাই অক্সাইড শোষণ করতে পারে। যদিও এ হিসাবগুলো পারিপার্শিক অবস্থা, গাছের ধরণ ও বয়সের ওপর নির্ভর করে কিন্তু এ হিসাবগুলোর পেছনের উপাদানগুলোই আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে প্রতিনিয়ত। এখন প্রশ্ন হলো গাছ কি লাগাবেন না? ৩০ শতাংশের টার্গেট নিয়ে গাছ লাগানো শুরু করার দাবি জানাচ্ছি। তিন কোটি গাছ লাগানোর লক্ষমাত্রা ঠিক করুন। গাজীপুরের অক্সিজেন ফ্যাক্টরি ভাওয়াল ও মধুপুরের গড়। প্রতিদিন এখানে আগুন দেয় মানুষ! বনের সাথে সাথে আমাদেরও মন পোড়ে। আমরা কষ্টে লেপ্টে যাই আবার ঘুরে দাঁড়ানোরও চেষ্টা করি; কিন্তু বন পোড়া বন্ধ করতে পারি না! এমনভাবে এ বন পোড়া বন্ধ করতে হবে যাতে কেউ আর এখানে আগুনে দেয়ার সাহস না পায়। শাস্তির ব্যবস্থা করুন। সহজ পথে দেশের তাপমাত্রা কমানো যাবে না। কারণ আমরা আমাদের রিসোর্স যা ছিলো সব নষ্ট করে ফেলার পথে! আবার আগের অবস্থায় ফিরতে হয়ত দেরি হবে কিন্তু আমাদের চেষ্টা শুরু করতে হবে এখন থেকেই। ঢাকাকে বৃক্ষ আচ্ছাদিত শহুরে রূপদান করার জন্য প্রতিটি নাগরিককে অন্তত একটি গাছ বড় করে তোলার দায়িত্ব দিন। কর আদায় যেমন বাধ্যতামূলক তেমনি বৃক্ষরোপণ বাধ্যতামূলক করে তা বড় করায় উৎসাহিত করুন। যারা একটি বৃক্ষ বড় করে তুলতে পারবে তাদের কর কমানোর ইনটেনসিভ ঘোষণা দিন। এ ধরনের নাগরিককে গ্রিনজোন নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিন। সরকারের একার পক্ষে এত বড় শহরে গাছ লাগিয়ে সুফল পেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তাই এখানে জনসাধারণকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করুন। সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর থেকে যে ক্লাবগুলো রেজিস্ট্রেশন করা তাদের অনেকেই কোনো কাজ না করেই সরকারি টাকা দিচ্ছে। এদের ভলেন্টিয়ার কাজে ব্যবহার করে বৃক্ষরোপণ বাড়ান। নিধনের ক্ষেত্রে সরাসরি শাস্তির ব্যবস্থা করুন। শহর নিয়ে এখন না ভাবলে এ শহর শেষ হতে আর বেশি দেরি হবে না। কারণ বাতাস দূষিত হলে, পানি না পেলে সেই শহরে আপনি থেকে কি বলতে পারবেন, ‘যদিও পরে কহর, তাও ছাড়িওনা শহর!’

লেখক : পরিবেশকর্মী, রসায়নবিদ

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কমানো হোক তামাকের ঝুঁকি

ডা. মো. জুবায়ের আল হোসাইন

তামাকের ঝুঁকি কমিয়ে আনতে সক্ষমতা দেখিয়েছে পৃথিবীর একাধিক দেশ। একটি গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, তামাকের ক্ষতিহ্রাস কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ৯ লাখ ২০ হাজার জীবন রক্ষা করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত সামনে রেখে বিষয়টি নিয়ে যথাযথ আলোচনা হওয়া উচিত। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেসব দেশ এরই মধ্যে সফল হয়েছে তারা কীভাবে এগিয়েছে? তাদের কৌশল কী ছিল এসব বিষয় আমলে নেওয়া খুব প্রয়োজন। কারণ অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক ও তাড়াহুড়ো করে নেওয়া পরিকল্পনা জনস্বাস্থ্যের জন্য বুমেরাং হতে পারে। যার ক্ষয়ক্ষতিটা হতে পারে আশঙ্কাজনক। তামাকের ঝুঁকিহ্রাসে সফল হওয়া দেশগুলোর মধ্যে আছে সুইডেন, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি দেশ। একাধিক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ধূমপায়ীদের অভ্যাস দূর করতে এসব দেশে দীর্ঘমেয়াদি কৌশল নেওয়া হয়েছে, বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে মিলেছে সুফল যা টেকসই। ধূমপানের অভ্যাস রোধে তামাকের ঝুঁকি কমিয়ে আনার পক্ষে মত দিচ্ছেন আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্যবিদরা। বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে ‘টোব্যাকো হার্ম রিডাকশন’ বা টিএইচআর কৌশলটি তুলে ধরছেন। ধূমপায়ীরা যেন দীর্ঘদিনের এই অভ্যাস থেকে চিরতরে মুক্ত হতে পারেন সেদিকেই জোর দেওয়া হয়েছে ওই কৌশলে। যেখানে বলা হয়েছে, তামাকের বিকল্প হিসেবে ভেপিংসহ অন্যান্য সিগারেটের বিকল্প নিরাপদ পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে অভ্যাসের পরিবর্তন আনা সম্ভব। ভেপিং প্রচলিত সিগারেটের চেয়ে ৯৫ শতাংশ কম ক্ষতিকর। ধূমপানের বিকল্প হিসেবে ভেপিং কার্যকর ফল এনেছে। বেশ কয়েকটি দেশ ওই পথেই এগিয়েছে এবং ধূমপানের বিকল্পের মাধ্যমে তামাকের ঝুঁকিহ্রাসে সফল হয়েছে। সম্প্রতি ‘লাইভস্ সেভড’ শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে টিএইচআর-এর কার্যকারিতা। কৌশলটি অনুসরণ করে সফল হয়েছে নিউজিল্যান্ড। ধূমপানের বিকল্প ভেপিং ব্যবহারের মাধ্যমে ধূমপায়ীর সংখ্যা হ্রাসে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে দেশটি। ২০১৭-১৮ সালে ধূমপায়ীর হার ছিল ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ। যা ২০২২-২৩ সালে ৬ দশমিক ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। একই কৌশলে এগিয়েছে যুক্তরাজ্য। ২০২২ সালে ধূমপায়ীর হার দেশটিতে ২ দশমিক ৭ শতাংশে নেমে এসেছে। সুইডেনও একই পথ অনুসরণ করে ধূমপানের হার কমিয়ে নিয়ে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়েও এমন গবেষণা হয়েছে। পাবলিক হেলথ ইমপ্লিকেশন অব ভেপিং ইন দ্য ইউএসএ শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে ২০১৩-২০৬০ পর্যন্ত ১৮ লাখ (১.৮ মিলিয়ন) অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব। সারা বিশ্বে ১১ কোটি ২০ লাখ মানুষ (১১২ মিলিয়ন) ধূমপানের বিকল্প ব্যবহার করছে। বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। আর এভাবে দেশকে তামাকমুক্ত করা যায় এর উদাহরণ সুইডেন, যুক্তরাজ্য, জাপান, লিথুয়ানিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে ৯ লাখেরও বেশি জীবন বাঁচানো সম্ভব ‘লাইভস্ সেভড’-এর গবেষণায় এসেছে বাংলাদেশেরও কথা। গবেষণায় বলা হয়েছে, টিএইচআর কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ আগামী চার দশকে ৯ লাখেরও বেশি মানুষের জীবন বাঁচাতে পারবে। বাংলাদেশসহ চারটি নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ নিয়ে প্রতিবেদনটি করা হয়। সেখানে বলা হয়েছে, তামাকের ঝুঁকিহ্রাস কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে ওই দেশগুলো কীভাবে মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। বাংলাদেশ ছাড়া গবেষণায় আলোচনা করা অন্য তিনটি দেশ হচ্ছে- কাজাখস্তান, পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকা। গবেষণায় বলা হয়, কৌশলটি প্রণয়নের মাধ্যমে চারটি দেশ ২৫ লাখেরও (২.৫ মি) বেশি মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারবে। সংখ্যাটা কাজাখস্তানে ১ লাখ ৬৫ হাজার, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৩ লাখ ২০ হাজার ও পাকিস্তানে ১২ (১.২ মি) লাখেরও বেশি। অর্থ বা সামাজিক কোনো বাধা নয় বরং সুদূরপ্রসারী কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমেই সফল হওয়া সম্ভব। সেই প্রেক্ষিতেই নিম্নমধ্যম আয়ের দেশগুলোতেও এ নিয়ে হচ্ছে গবেষণা। যেখানে বাংলাদেশের ব্যাপারেও জনস্বাস্থ্যবিদরা একই পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রয়োজনে দেশের উদ্যোগেই দেশীয় গবেষণা সংস্থার মাধ্যমেও বিষয়টি নিয়ে কাজ হতে পারে। যথাযথ গবেষণা, বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপে জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ডায়রিয়া, কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সফলতা দেখিয়েছে। যেখানে নেওয়া হয়েছে বাস্তবসম্মত ও বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ। আশা করি তামাকের ঝুঁকি কমাতেও বাংলাদেশ সফল হবে।

ধূমপানের অভ্যাস রোধে তামাকের ঝুঁকি কমিয়ে আনার পক্ষে মত দিচ্ছেন আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্যবিদরা। বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে ‘টোব্যাকো হার্ম রিডাকশন’ বা টিএইচআর কৌশলটি তুলে ধরছেন। ধূমপায়ীরা যেন দীর্ঘদিনের এই অভ্যাস থেকে চিরতরে মুক্ত হতে পারেন সেদিকেই জোর দেওয়া হয়েছে ওই কৌশলে

লেখক: ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল অফিসার, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল

ইসরায়েলের গভীরে হামলা হিজবুল্লাহর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলের একর শহরের উত্তরে দেশটির ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ। আল জাজিরার প্রতিবেদনে জানানো হয়, গত বছরের ৭ অক্টোবর গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর ইসরায়েলের এত ভেতরে এটিই হিজবুল্লাহর প্রথম হামলা। হিজবুল্লাহ মঙ্গলবার বিবৃতিতে জানায়, ফাঁদ সৃষ্টিকারী ও বিস্ফোরক ড্রোন দিয়ে আকাশপথ থেকে সমন্বিত হামলা চালানো হয়েছে, যার লক্ষ্যবস্তু ছিল একর ও নাহারিয়ার মধ্যবর্তী ইসরায়েলের দুটি ঘাঁটি। ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীটির ভাষ্য, ইসরায়েলি হামলায় তাদের এক যোদ্ধা নিহত হওয়ার বদলা হিসেবে ইসরায়েলে হামলাটি চালানো হয়। হামলার একটি ছবি প্রকাশ করেছে হিজবুল্লাহ, যেটি দৃশ্যত স্যাটেলাইট চিত্র। এতে হামলাস্থল চিহ্নিত করা হয়েছে লাল দাগ দিয়ে। হিজবুল্লাহর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর বিবৃতিতে জানানো হয়, তাদের কোনো স্থাপনায় হিজবুল্লাহর হামলার বিষয়ে তথ্য নেই।

এর আগে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী জানায়, দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় উপকূলের কাছে 'আকাশপথে আসা দুটি লক্ষ্য' প্রতিহত করা হয়েছে। লেবাননের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা এনএনএ জানায়, দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর হানিনে আবাসিক এলাকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় কমপক্ষে দুজন নিহত ও ছয়জন আহত হন।

ফের 'ভুল' না করতে ইসরায়েলকে কড়া বার্তা ইরানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইরানের মাটিতে হামলার বিষয়ে ইসরায়েলকে কড়া সতর্কবার্তা দিয়ে ইসলামি প্রজাতন্ত্রটির প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি বলেছেন, আরেকবার 'ভুল' করলে তেহরানের জবাব হবে বিপর্যয়কর। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের গভর্নমেন্ট কলেজ ইউনিভার্সিটি লাহোরে (জিসিইউএল) মঙ্গলবার দক্ষিণ এশিয়ার দেশটির সংস্কৃতি ও শিক্ষাঙ্গনের প্রভাবশালীদের সঙ্গে বৈঠকে রাইসি এ বার্তা দেন বলে জানায় প্রেস টিভি। ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যমটির খবরে বলা হয়, বক্তব্যে সিরিয়ার দামেস্কে ইরানের কনস্যুলেটে হামলার জবাবে সম্প্রতি ইসরায়েলের মাটিতে তেহরানের আক্রমণের বিষয়টি তুলে ধরেন রাইসি। তিনি জোর দিয়ে বলেন, দামেস্কে ইসরায়েলের হামলাটি ছিল সব আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের সনদের বিরোধী। এ কারণে ইসরায়েলকে শাস্তি দিয়েছে ইরান। ইসরায়েলকে ফের ভুল না করার বিষয়ে সতর্ক করে রাইসি বলেন, 'জায়নবাদী সরকার যদি আরেকবার ভুল করে ইরানের মাটিতে আগ্রাসন চালায়, তাহলে পরিস্থিতি ভিন্ন হবে এবং এই শাসনব্যবস্থার কতটা অবশিষ্ট থাকবে, তা পরিষ্কার নয়।' গত ১৩ এপ্রিল 'অপারেশন ট্রু প্রমিজ' নামে অভিযানের অংশ হিসেবে ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে কয়েক শ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরান। এসব অস্ত্রের বেশির ভাগ ভূপাতিত করে আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা। এ কাজে ইসরায়েলকে সহযোগিতা করে যুক্তরাষ্ট্রসহ মিত্র রাষ্ট্রগুলো।

ইসরাইলের সঙ্গে চুক্তির বিরোধিতা, চাকরি গেল ৫০ কর্মীর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরাইলের সরকারের সঙ্গে গুগলের ক্লাউড কম্পিউটিং চুক্তির বিরোধিতা করায় আরও ২০ জন গুগল কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। এ নিয়ে সব মিলিয়ে ৫০ কর্মী এ কারণে চাকরি হারালেন। খবর সিএনএনের। নো টেক ফর দ্য অ্যাপার্থাইড' শীর্ষক এই গোষ্ঠীর প্রতিবাদকারীরা গত সপ্তাহের মঙ্গলবার গুগলের কার্যালয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করেন। সোমবার তারা এক বিবৃতিতে জানান, গুগল আরও ২০ জন কর্মী ছাঁটাই করেছে। এর আগের সপ্তাহে আরও ৩০ জন কর্মী ছাঁটাই করা হয়েছিল। নো টেক ফর দ্য অ্যাপার্থাইডের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, যাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, তাদের অনেকেই প্রতিবাদ বিক্ষোভে অংশ নেননি, বরং তারা পাশে দাঁড়িয়ে এই সমাবেশ দেখেছেন। কর্মক্ষেত্রের এসব তৎপরতায় তাদের অংশগ্রহণও তেমন একটা নেই। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, এভাবে কর্মীদের চাকরিচ্যুত করার মধ্য দিয়ে গুগলের মতো মহীরুহ প্রযুক্তি কোম্পানি আগ্রাসী ও প্রতিশোধমূলক আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। এদিকে সিএনএনকে দেওয়া এক বিবৃতিতে গুগলের মুখপাত্র বলেছেন, সেদিনের প্রতিবাদ বিক্ষোভের কারণ

আরও বেশ কিছু কর্মীর চাকরি গেছে, তা ঠিক। তবে ওই মুখপাত্র নিশ্চিত করে বলেননি, এ দফায় কতজন চাকরি হারিয়েছেন। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, গত ১৬ এপ্রিল গুগলের কার্যালয়ে প্রতিবাদ সমাবেশের কারণে কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। এ বিষয়ে গুগলের তদন্ত শেষ হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যারা প্রত্যক্ষভাবে এই কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। গুগলের মুখপাত্র আরও বলেছেন, আবারও নিশ্চিত করা হচ্ছে, যাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, তারা সবাই ১৬ এপ্রিল গুগল কার্যালয়ের ভেতরে প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন। বিষয়টি সতর্কতার সঙ্গে একাধিকবার নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিন্তু সেই প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজনকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, যাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, তাদের অনেকে এই সমাবেশে অংশ নেননি বা কার্যালয়ের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটাননি। 'প্রজেক্ট নিম্বাস' নামে গুগল ও অ্যামাজনের সঙ্গে ইসরাইলের ১২০ কোটি ডলারের ওই চুক্তি রয়েছে। চুক্তির মাধ্যমে ইসরাইলি সামরিক বাহিনী ও সরকারি বিভিন্ন দপ্তরকে ক্লাউড পরিষেবা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইসহ উন্নত প্রযুক্তি সরবরাহ করে গুগল ও অ্যামাজন।

ইন্দোনেশিয়ার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইন্দোনেশিয়ার নির্বাচন কমিশন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশটির পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাবোও সুবিয়ান্তোর নাম ঘোষণা করেছে। বুধবার দেশটির সাংবিধানিক আদালত প্রথম রাউন্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের চ্যালেঞ্জ বাতিল করার পর তার নাম ঘোষণা করা হলো। ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রাবোও বিদায়ী নেতা জোকো উইডোডোর কাছ থেকে আগামী অক্টোবরে দায়িত্ব নেওয়ার কথা রয়েছে। তিনি জোকোই নামে বেশি পরিচিত। খবর বার্তা সংস্থা এএফপির। তার নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যানিস বাসওয়েদান এবং গঞ্জার প্রনোউ ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ভোট ফের অনুষ্ঠানের আহ্বান জানানোর পর এমন ঘোষণা এলো। এ নির্বাচনে প্রাবোও প্রায় ৬০ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। এমন ফলাফলের পর নির্বাচনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এবং আইন পরিবর্তনের অভিযোগ তোলা হয়। ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে স্বৈরশাসক সুহার্তোর শাসনের অবসানের সময় গণতন্ত্র কর্মীদের গুম করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের জন্য বিভিন্ন মানবাধিকার গ্রুপ প্রাবোওকে অভিযুক্ত করেছে এবং তিনি অতীতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এমন অভিযোগের জন্য অনেক বিতর্কিত।

মোদির 'মঙ্গলসূত্র' ইস্যুতে 'ক্ষোভ ঝাড়লেন' প্রিয়াংকা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: রাজস্থানে ভোটের প্রচারে গিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একটি মন্তব্য করেছিলেন। কংগ্রেসের ইশতেহার নিয়ে সেই মন্তব্যে মোদি অভিযোগ তোলেন কংগ্রেসের মুসলিম নির্যাতন নিয়ে। এরপর সেই মন্তব্য ঘিরে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের অভিযোগ, তাদের ইশতেহার নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বিজেপি। এদিকে রাজস্থানের সভায় মোদির ওই মন্তব্যে উঠে আসে মঙ্গলসূত্র প্রসঙ্গ, যা নিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মোদির বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠলেন কংগ্রেসের প্রিয়াংকা গান্ধী। প্রিয়াংকা গান্ধী বলেন, ৭০ বছর এই দেশ স্বাধীন। ৫৫ বছর দেশে কংগ্রেসের শাসন চলেছে। কখনো কি আপনাদের মঙ্গলসূত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে? ইন্দিরা গান্ধী দেশের যুদ্ধের সময় সোনা দান করেছিলেন, আমার মায়ের মঙ্গলসূত্র দেশের জন্য উৎসর্গ হয়েছে। এর পরই প্রিয়াংকা বলেন, যদি মোদিজি মঙ্গলসূত্রের গুরুত্ব বুঝতেন, তা হলে এ কথা বলতেন না।

মার্কিন সিনেটে ইসরায়েল- ইউক্রেন সহায়তা বিল অনুমোদন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কয়েক মাস বিলম্বের পর ইউক্রেন, ইসরায়েল এবং তাইওয়ানের জন্য সামরিক সহায়তাসহ ৯৫ বিলিয়ন বা সাড়ে ৯ হাজার কোটি ডলারের সহায়তা প্যাকেজ অনুমোদন করেছে মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেট। মঙ্গলবার সিনেটে সহজেই পাস হয় বৈদেশিক সহায়তা বিল। বুধবার আলাদা প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায় ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি ও রয়টার্স। রয়টার্স জানায়, মঙ্গলবার কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেট ইউক্রেন, ইসরায়েল, তাইওয়ান ও ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন অংশীদারদের ৯ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা দেওয়া নিয়ে চারটি বিলে অনুমোদন দেয়। বিলগুলো অনুমোদিত হয় ৭৯-১৮ ভোটে। ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর অগ্রাভিযান ও কিয়েভের সামরিক সরবরাহে ঘাটতির মধ্যে এ বিল অনুমোদন ইউক্রেনকে নতুন করে তহবিল জোগান দেওয়ার পথ সুগম হলো। প্রতিবেদনে বলা হয়, বুধবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আইনটিতে স্বাক্ষর করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সামরিক সহায়তা প্যাকেজে, ইউক্রেনের জন্য ৬১ বিলিয়ন (৬ হাজার ১০০ কোটি) ডলারের সহায়তা খুব শীঘ্রই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশটিতে বিতরণ করা হবে।

অন্যদিকে, গাজায় গণহত্যা চালানো দখলদার দেশ ইসরায়েলের বরাদ্দ জন্য দেয়া হয়েছে ২৬.৪ (২ হাজার ৬০০ কোটি) বিলিয়ন ডলার। তাছাড়া, তাইওয়ানসহ এশিয়া প্যাসিফিকের মিত্রদের জন্য ৮.১ (৮১২ কোটি) বিলিয়ন ডলার দেয়া হয়েছে। এছাড়া চতুর্থ বিলটি গত সপ্তাহে ওই প্যাকেজে যুক্ত করে প্রতিনিধি পরিষদ। এ বিলে চীনা নিয়ন্ত্রিত সামাজিক মাধ্যম অ্যাপ টিকটক নিষিদ্ধ করা, ইউক্রেনে জব্দ করা রাশিয়ার সম্পদ স্থানান্তরে পদক্ষেপ নেওয়া ও ইরানে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইউক্রেন ও ইসরায়েলকে সহায়তা দেওয়া সংক্রান্ত বিল দুটি নিয়ে অনেক দিন ধরে নানা মহলে আলোচনা-সমালোচনা চলছিল।

জিবুতি উপকূলে নৌকাডুবিতে ৩৩ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জিবুতি উপকূলে নৌকাডুবিতে অন্তত ৩৩ ইথিওপীয় অভিবাসনপ্রত্যাশীর প্রাণ গেছে। তাদের মধ্যে আট বছর বয়সী এক ছেলে শিশুও রয়েছে। কর্মকর্তারা বিবিসিকে এ তথ্য জানান। ইয়েমেন থেকে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে যাত্রা করা ওই নৌকায় ৭৭ জনের মধ্যে তারা ছিলেন বলে জানায় জাতিসংঘের অভিবাসন সংস্থা। মঙ্গলবার কয়েকজন অভিবাসনপ্রত্যাশীকে ডুবে যেতে দেখে জেলেরা কোস্টগার্ডকে জানান। উদ্ধারকারীরা ২০ জনের বেশি যাত্রীকে উদ্ধার করতে সমর্থ হন। বাকিরা নিখোঁজ রয়েছেন। জীবিতদের উদ্ধার করে জিবুতি উপকূলের গোডোরিয়া শহরে নিয়ে আসা হয় এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়।

গাজায় গণকবরে মিলল ৩০০ মরদেহ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ভলকার তুর্ক বলেছেন, গাজার নাসের ও আল-শিফা হাসপাতালে হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া এবং ইসরাইলি অভিযানের পর সেখানে গণকবরের সন্ধান পাওয়ার ঘটনা খুবই 'ভয়ঙ্কর'। এসব লোকজনের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, সে বিষয়ে স্বাধীন তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। খবর বিবিসির। ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা বলেছেন, তারা প্রায় ৩০০ জনের মরদেহ উত্তোলন করেছে। কিন্তু তাদের মৃত্যু কীভাবে হয়েছে বা কবে কবর দেওয়া হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। তবে ইসরাইলি বাহিনী সেখানে কোনো মরদেহ মাটিচাপা দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। গত ফেব্রুয়ারিতে খান ইউনিসের এসব হাসপাতালে দুই সপ্তাহ ধরে অভিযান চালিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী। সেই সময় তারা জানিয়েছিল যে, ফিলিস্তিনিরা যেসব মরদেহ কবর দিয়েছেন, তারা সেগুলো পরীক্ষা করে দেখেছেন। গোয়েন্দা তথ্য থেকে সেখানে জিম্মিদের সম্ভাব্য অবস্থান যাচাই করে দেখা হয়েছে। এদিকে হামাসের হাতে জিম্মি অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া ১০ জন জানিয়েছেন, দীর্ঘ সময় ধরে তাদের নাসের হাসপাতালে বন্দি রাখা হয়েছিল। নাসের হাসপাতালে ইসরাইলি অভিযানের আগে সেখানকার কর্মীরা জানিয়েছিলেন যে, যুদ্ধের কারণে তারা মরদেহগুলো কোনো কবরস্থানে দাফন করতে পারেননি। সেই সময় বাধ্য হয়েই তারা হাসপাতালের আঙিনায় মরদেহগুলো দাফন করেন। এর আগে গত নভেম্বরে ইসরাইলি অভিযানের আগে আল-শিফা হাসপাতাল থেকেও একই ধরনের খবর পাওয়া গেছে। গত ৭ অক্টোবর ইসরাইলের সীমান্তে প্রবেশ করে আকস্মিক হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এর পরেই গাজায় পাল্টা আক্রমণ চালায় ইসরাইলি বাহিনী। গাজায় একের পর এক হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক কার্যালয়ের এক মুখপাত্র বলেন, নাসের হাসপাতাল প্রাঙ্গণ থেকে পাওয়া ২৮৩ জনের মরদেহের বিষয়ে ফিলিস্তিনি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পাওয়া প্রতিবেদনের সত্যতা নিয়ে বর্তমানে কাজ করছেন তারা।

বিনোদন

এফডিসিতে মারামারি, ডিপজল-মিশার দুঃখ প্রকাশ

বিনোদন ডেস্ক : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নবনির্বাচিত কমিটির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মারামারি ও হাতাহাতির ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে সংগঠনটি। পাশাপাশি দ্রুত এ ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সভাপতি অভিনেতা মিশা সওদাগরের পাঠানো লিখিত বক্তব্যে এমনটি জানানো হয়। সংগঠনটির সভাপতি মিশা সওদাগর ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হোসেন ডিপজলের পক্ষ থেকে পাঠানো এ চিঠিতে বলা হয়, 'মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় বিএফডিসির বাগানে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সদ্য নির্বাচিত কমিটির বিজয় উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে আমাদের আমন্ত্রণে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিক ভাই-বোনেরা সংবাদ গ্রহণ করতে এসেছিলেন। তখন অনাহূত পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে শিল্পী সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির কতিপয় নির্বাচিত সদস্য ও সাধারণ সদস্যদের হাতাহাতি হয়। আমরা জানতে পেরেছি, এ ঘটনায় বেশ কজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন, যা আমাদের ব্যথিত করেছে। আমরা এ ঘটনার জন্য সব গণমাধ্যমের সাংবাদিক ভাই-বোনদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। পাশাপাশি যত দ্রুত সম্ভব এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছি।'

অনন্যা আমার চেয়ে বেশি আয় করে : চাঙ্কি পান্ডে

আনন্দ আড্ডা ডেস্ক : খুব বেশি দিন হয়নি বড় পর্দায় পা রেখেছেন বলিউড অভিনেতা চাঙ্কি পান্ডের কন্যা অনন্যা পান্ডে। কাজের চেয়ে ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে খবরের শিরোনাম হয়েছেন তিনি। বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে একবার প্রেমিককে বাড়িতে ডেকেছিলেন অনন্যা, যা তার বাবা চাঙ্কি পান্ডের গোপন ক্যামেরায় রেকর্ড হয়। পরবর্তীতে তা দেখেন চাঙ্কি। এ ঘটনার পর বাবা-মাকে ৫ পৃষ্ঠার চিঠি লিখেছিলেন এই অভিনেত্রী। মেয়ের সঙ্গে বাবার সম্পর্ক ও মেয়ের প্রেমজীবন নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন চাঙ্কি। লেহরেনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেয়ের প্রেমজীবন নিয়ে চাঙ্কি পান্ডে বলেন, 'আমি বলতে চাচ্ছি, এটা ঠিক আছে। তার (অনন্যা) বয়স ২৫ বছর। সে আমার চেয়ে বেশি টাকা আয় করে। সে যা চায় তা করার স্বাধীনতা তার রয়েছে। ২৫ বছর বয়সি মেয়েকে কী করতে হবে তা আমি কীভাবে বলতে পারি। রুপালি পর্দায় মেয়ে অনন্যা পান্ডের অন্তঃরঙ্গ মুহূর্তের দৃশ্য দেখেছেন চাঙ্কি। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, এটা আমি দেখেছি। ঠিক আছে। হলিউডেও এটা আমি দেখেছি। এখানে ক্ষতির কিছু নেই। আপনাকে এটা গ্রহণ করতে হবে। মেয়েরা তার কাছে পরামর্শের জন্য আসেন কি না? জবাবে চাঙ্কি পান্ডে বলেন, 'আমার দুটো মেয়েই ভাবনার (চাঙ্কির স্ত্রী) খুব কাছের। মেয়েদের যখন কোনো কিছু প্রয়োজন হয়, তখন তারা আমাকে কল করে।

বিচার চাইলেন রিয়াজ

বিনোদন ডেস্ক : এফডিসিতে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির ২০২৪-২৬ মেয়াদের নির্বাচনে বিজয়ীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে এ শপথ গ্রহণ হয়। এর পরপরই মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে ১০ জনের মতো সাংবাদিক আহত হয়েছেন। জানা গেছে শিল্পী সমিতির সদস্য শিবা সানুর সাথে ইউটিউবারদের কথা-কাটাকাটির ঘটনা ঘটে। তা একপর্যায়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এসময়ে এফডিসিতে উপস্থিত সাংবাদিকরা কাছে এলে তাদের সঙ্গেও বাগ্?বিতণ্ডা শুরু হয়। সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টার দিকে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এই খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ বিষয়টি চরম ন্যাক্কারজনক বলে মনে করছেন। সবাই এই বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। চিত্রনায়ক রিয়াজও এমন ঘটার নিন্দা নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আজ এফডিসিতে যে ঘটনা ঘটেছে তা কোনোভাবেই প্রত্যাশিত নয়। যদিও এই ঘটনার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। সোশ্যাল মিডিয়া ও বিভিন্ন অনলাইন গণমাধ্যম সূত্রে এ ঘটনা সম্পর্কে জেনেছি।' রিয়াজ এ বিষয়ে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'সাংবাদিক ভাইয়েরা আমাদের কাজের সঙ্গে দর্শকদের সেতুবন্ধন বা মেলবন্ধন তৈরি করে দেন।

চলে গেলেন 'অন্ধকার ঘরে' খ্যাত সাদ

বিনোদন ডেস্ক : পেপার রাইম ব্যান্ডের ভোকালিস্ট আহমেদ সাদ মারা গেছেন। দীর্ঘদিন ধরে মরণব্যাধি ক্যানসারে ভুগছিলেন তিনি। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ঢাকার একটি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তার বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন লেখক ও সাংবাদিক হক ফারুক। তিনি বলেন, 'আমি নিজেও সাদ ভাইয়ের গানের অত্যন্ত ফ্যান। বাংলাদেশে যত জন মিষ্টি গলার ব্যান্ড শিল্পী রয়েছেন তাদের মধ্যে সাদ ভাই একজন। তিনি বাংলা রক মিউজিকে মেলোডিয়াস কণ্ঠের জাদুকর ছিলেন।' নব্বই দশকে মাত্র একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেই শ্রোতাদের মনে জায়গা করে নেয় ব্যান্ড পেপার রাইম। শিল্পী হিসেবে খ্যাতি পান আহমেদ সাদ। নিজেদের ব্যান্ডের নামেই ছিল অ্যালবামটি।

ফটোগ্রাফারদের ওপর চটেছেন নোরা

বিনোদন ডেস্ক : সময়টা এমন, আলোচনার সঙ্গে সমালোচনা সমান্তরালে আসে। যেমন নোরা ফাতেহি যখন থেকেই বলিউডে বড় প্রজেক্ট পেতে শুরু করলেন, তার পরিচিতি বাড়তে থাকলো, তখন থেকেই তাকে নিয়ে ট্রল-নিন্দা চলছে। তার আগের এবং বর্তমানের শারীরিক অবয়ব নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় হরহামেশাই ট্রল করে নেটিজেনরা। তবে নোরা জানালেন, তিনি তার শরীর নিয়ে গর্বিত। নিউজ ১৮-এর সাক্ষাৎকারে 'দিলবার' গার্ল বলেন, 'এসবই আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ড হয়। তবে আমার শরীর নিয়ে আমি গর্বিত, এটা আমার সম্পদ। এর জন্য আমি মোটেও লজ্জিত নই।' প্রসঙ্গটি নিয়ে ফটোগ্রাফারদের ওপরও খেপেছেন নোরা। তার মতে, পাপারাজ্জিরা ইচ্ছাকৃতভাবে অভিনেত্রীদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ জুম করে ক্যামেরায় ধারণ করেন। বিশেষ করে নোরার পেছন দিক থেকে তোলা ছবি প্রায়ই ভাইরাল হয়।

এ নিয়ে নোরার ভাষ্য, 'আমার মনে হয়, তারা (ফটোগ্রাফার) এরকম নিতম্ব কখনও দেখেনি। এটা (নিতম্ব) যেমন, তেমনই। কিন্তু মিডিয়া শুধু আমার সঙ্গেই নয়, এরকমটা অন্য অভিনেত্রীদের সঙ্গেও করে। হয়ত তারা নিজেদের নিতম্ব জুম করে দেখে না। কারণ সেটা অতো আকর্ষণীয় নয়। আমার মতে, এখানে জুম করার তো কিছু নেই। তাহলে তারা কিসে মনোযোগ দিচ্ছে?' এমন পাপারাজ্জিদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার নেই 'সাকি সাকি'তে ঝড় তোলা নোরা। তার মন্তব্য এরকম, 'জুম করার পেছনে তাদের হয়ত নোংরা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। কিন্তু আমি তো প্রত্যেকের কাছে গিয়ে শিক্ষা দিতে পারবো না। বরং নিজের মতোই আমি চলবো, নিজের শরীর নিয়ে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে।' প্রসঙ্গত, নোরা ফাতেহিকে সর্বশেষ পর্দায় দেখা গেছে 'ম্যাডগাও এক্সপ্রেস' ছবিতে। গত ২২ মার্চ মুক্তি পেয়েছে কুনাল খেমু নির্মিত ছবিটি।

প্রীতি জিনতার নতুন সিনেমার শুটিং শুরু

বিনোদন ডেস্ক : ২০০৭ সালে 'ঝুম বরাবর ঝুম' চলচ্চিত্রে সর্বশেষ তাকে মূল নারী প্রধান চরিত্রে দেখা গিয়েছিল। পরেও আরো কিছু সিনেমায় অভিনয় করেছেন প্রীতি জিনতা, তবে সেগুলোতে অতিথি চরিত্রেই পাওয়া গেছে তাঁকে। প্রায় দেড় দশক পর আবারও প্রধান নারী চরিত্রে ফিরছেন বলিউডের মিষ্টি নায়িকা প্রীতি জিনতা। আমির খানের প্রযোজনায় 'লাহোর ১৯৪৭'-এ সানি দেওলের বিপরীতে পর্দায় ফিরছেন তিনি। হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুসারে, সিনেমাটির শ্যুটিং শুরু প্রথম ছবিও শেয়ার করেছেন প্রীতি। ছবিটি প্রকাশের পরপরই ভক্তরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন। পরিচালক রাজকুমার সন্তোষীর পরিচালনায় 'লাহোর ১৯৪৭'-এ সানি দেওল ও প্রীতি জিনতা ছাড়াও অভিনয় করছেন শাবানা আজমি, অভিমন্যু সিং, আলি ফজল, এবং মোনা সিং'সহ একাধিক তারকা। ১৯৯৮ সালে 'দিল সে' চলচ্চিত্রে মাধ্যমে অভিনয় জগতে প্রবেশ করেন প্রীতি। এরপর 'সোলজার', 'সংঘর্ষ', 'দিল্লাগি', 'কেয়া কেহেনা', 'দিল চাহতা হ্যায়', 'বীর জারা'র

করেছেন প্রীতি। আমির খান, সানি দেওল এবং রাজকুমার সন্তোষী প্রথমবারের মতো একসঙ্গে কাজ করছেন এই সিনেমার পেছনে। একাধিক সূত্রের দাবি, অতিথি শিল্পী হিসেবে এতে থাকতে পারেন বলিউডের মিস্টার পারফেকশনিস্ট আমির। যদিও এই বিষয়ে কোনো অফিসিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট হয়নি। বর্তমানে আইপিএলের খেলার মাঠে নিয়মিত দেখা যাচ্ছে প্রীতি জিনতাকে। আইপিএলের দল পাঞ্জাব কিংসের মালিক প্রীতি। যে কারণে তিনি প্রায়ই স্টেডিয়ামে আসেন তাঁর দলকে সমর্থন করতে। সম্প্রতি, একটি ম্যাচ চলাকালীন প্রীতির ছবি সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক ভাইরাল হয়েছিল। এবার নিজের নতুন সিনেমার শুটিং সেট থেকে রাজকুমার সন্তোষীর সঙ্গে মতো আইকনিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। ২০১৮ সালে 'ওয়েলকাম টু নিউইয়র্ক'-এ নায়িকা হিসেবে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল তাকে। তবে সিনেমাটি তেমন সাফল্য পায়নি। ২০০৮ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি অনেক সিনেমায় ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছেন। বিয়ের পর সংসার স্বামী-সন্তান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অভিনেত্রী। নিউইয়র্কেই বাস করছেন পরিবারের সঙ্গে। তবে এবার আবারও বলিউডের পর্দা কাঁপাতে ফিরছেন প্রীতি। সালটা ২০১৬। আমেরিকান ব্যবসায়ী জেনে গুডেনাফকে বিয়ে করে লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকতে শুরু করেন প্রীতি জিনতা।

আপাতত নতুন সিনেমায় মন্দিরা চক্রবর্তীর না

বিনোদন ডেস্ক : মন্দিরা চক্রবর্তীর প্রথম সিনেমা 'কাজলরেখা' মুক্তি পেয়েছে ঈদুল ফিতরে। সিনেমাটিতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি। মুক্তির অপেক্ষায় আছে এই নায়িকার আরও এক সিনেমা 'নীলচক্র'। যেখানে তাঁর নায়ক আরিফিন শুভ। সিনেমাটি প্রসঙ্গে এই নায়িকার ভাষ্য, সিনেমাটি দারুণ হয়েছে। আমার বিশ্বাস দর্শকরা দারুণভাবে গ্রহণ করবেন এই সিনেমা। কবে মুক্তি পাবে এই সিনেমা এই প্রশ্নের উত্তরে নায়িকা জানিয়েছেন, এটা আমি এখনই বলতে পারব না। এ বিষয়ে পরিচালক মিঠুন খান ও সিনেমাটির প্রযোজক বলতে পারবেন। 'কাজলরেখা'য় আপনার নায়ক শরিফুল রাজ। 'নীলচক্রে' আরিফিন শুভ। দুই নায়কের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা কেমন? নায়িকা জানিয়েছেন, এক কথায় অসাধারণ। রাজ তো দারুণ একজন অভিনেতা। বেশ হেল্পফুল। আর শুভ ভাই তো আমার ছোটবেলার ক্রাশ।

সেই ক্রাশের সঙ্গে স্ক্রিনশেয়ার করার সুযোগ আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি হয়েই থাকবে। নায়িকা হিসেবে অভিষেকের পর অনেকেই নতুন সিনেমার গল্প শোনাতে চাইছেন মন্দিরাকে। নায়িকার ভাষ্য, নতুন কাজ নিয়ে কথা বলছেন। তবে আমি আরও সময় নিতে চাই। আপাতত কোনো ছবি হাতে নিচ্ছি না। কাজলরেখার পর এই নীলচক্র নিয়েই মাঠে নামব। এরপর নতুন সিনেমা... চ্যানেল আইয়ের সেরা নাচিয়ের ২০১২ সালের দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছিলেন মন্দিরা চক্রবর্তী। এরপর থেকে নাচের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নাটকে নিয়মিত অভিনয় করছেন।

তীব্র তাপদাহ
বাঘায় বৃষ্টির জন্য ইসতিসকার নামাজ আদায়

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : তীব্র তাপদাহ থেকে রক্ষা পেতে রাজশাহীর বাঘায় বৃষ্টির জন্য ইসতিসকার নামাজ আদায় করা হয়েছে। বুধবার সকাল ৮টায় বাউসা হেদাতীপাড়া দারুল হুদা ইসলামি কমপ্লেক্সের মাঠে খোলা আকাশের নিচে এই নামাজ আদায় করা হয়। নামাজ শেষে আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়া প্রার্থনা করা হয়। নামাজের ইমামতি ও দোয়া প্রার্থনা করেন বাউসা হেদাতীপাড়া দারুল হুদা ইসলামি কমপ্লেক্সের অধ্যক্ষ মাওলানা মো. মোকাররম বিন মুহসিন। এতে অংশগ্রহণ করেন দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্সের শিক্ষার্থী ও এলাকার বিভিন্ন পেশাজীবী মুসল্লিগণ। উল্লেখ্য, প্রায় একমাস যাবত বৃষ্টির দেখা নেই। নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুর শুকিয়ে গেছে। পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় অগভীর নলকূপ, সেচ পাম্প হ্যান্ড টিউবয়েলে টিউবয়েলের পানি উঠছে না। তীব্র তাপপ্রবাহে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠছে। মাঠে রোদে পুড়ে কৃষকের ফসল নষ্ট হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষ রোদে কাজ করতে পারছে না। এমন পরিস্থিতিতে মুসল্লিরা বৃষ্টির জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে নামাজ শেষে দোয়া প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। বুধবার দুপুর ১২টায় রাজশাহীর আড়ানীতে তাপমাত্রা ছিল ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বশেষ ২ এপ্রিল ৬ দশমিক ২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। এরপর আর বৃষ্টির দেখা নেই। বাঘায় হেদাতীপাড়া দারুল হুদা ইসলামি কমপ্লেক্সের মাঠে বৃষ্টির জন্য ইসতিসকার নামাজের ইমামতি করেন অধ্যক্ষ মাওলানা মো. মোকাররম বিন মুহসিন।

সুজানগরে আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নে নির্বাচনী মাঠে ডিবি পুলিশ

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : আগামী ৮ মে অনুষ্ঠেয় পাবনার সুজানগর উপজেলা পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে নির্বাচনী মাঠে নেমেছেন পাবনা ডিবি পুলিশ। বুধবার দুপুরে পাবনা ডিবি পুলিশের এস,আই হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে ডিবি পুলিশের একটি চৌকস দল সুজানগর-বাঁধেরহাট সড়কসহ নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ভ্রাম্যমাণ চেক পোস্ট বসিয়ে মাইক্রোবাস এবং সিএনজিসহ বিভিন্ন যানবাহন চেক করেন। সেই সঙ্গে আসন্ন ওই নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এমন সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। তবে অভিযান পরিচালনাকালে ওই সকল ব্যক্তি গা-ঢাকা দেওয়ায় কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। নির্বাচনের দিন পর্যন্ত ডিবি পুলিশের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে এস,আই হাফিজুর রহমান জানান।

ভারত থেকে আমদানি করা
৩৭০ টন আলু বেনাপোল বন্দরে পঁচতে শুরু করেছে

বেনাপোল, যশোর প্রতিনিধি : তীব্র গরমে খালাসের অপেক্ষায় থাকা ভারত থেকে আমদানি করা ৩৭০ টন আলু বেনাপোল বন্দরে পঁচতে শুরু করেছে। এসব আলু রংপুরের একটি বেভারেজ কোম্পানীতে নেয়া হবে বলে জানিয়েছে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রতিনিধি। অন্যদিকে দ্রুত খালাস না হলে এসব আলু খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ী-রা। তবে আমদানি করা এ আলু খোলা বাজারে বিক্রি হবে না। চিপস তৈরিতে এ আলু ব্যবহার করা হবে। বন্দর সূত্রে জানা যায়, গত ২১ এপ্রিল রাতে ভারতের পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে ১৬ ট্রাকে ৩৭০ মেট্রিক টন আলু আমদানি হয়। তবে আমদানি করা আলু ২০০ কিলোমিটার দূরে থেকে লোড করে বেনাপোল বন্দরে পৌঁছাতে ছয় দিন লেগে যায়। বেনাপোল বন্দর থেকে ৩ দিনেও আলু খালাস না হওয়ায় তীব্র গরমে ট্রাকে থাকা আলু পঁচে রস পড়তে দেখা গেছে। আলুর আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান রংপুরের ইন্টিগ্রেটেড ফুড অ্যান্ড বেভারেজ। রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ভারতের পেপসিকো ইন্ডিয়া হোল্ডিংস বলে জানিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। আমদানিকারকের স্থানীয় সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ট্রান্সমেরিন লজিস্টিক লিমিটেডের প্রতিনিধি মাসুম বিল্লা জানান, ১৬ ট্রাকে ৩৭০ মেট্রিক টন আলু আমদানী করা হয় ভারত থেকে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাতে না পাওয়ায় এখনো বন্দর থেকে খালাস নিতে পারেনি। কাগজপত্র এলেই খালাস করা হবে আমদানিকৃত এ আলু। বর্তমানে ভারতীয় ট্রাক থেকে এ আলু বাংলাদেশী ট্রাকে লোড করে রাখা হয়েছে। আলুবাহী ট্রাক চালক শাহাদৎ হোসেন জানান, তারা ভারতীয় ট্রাক থেকে আলু খালাস করে রংপুরে নিয়ে যাবেন। কিন্তু খালাস না হওয়ায় গরমে বন্দরেই ট্রাকে আলু পচতে শুরু করেছে। দ্রুত খালাস না হলে এগুলো আরও নষ্ট হবে। বেনাপোল সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি কামাল উদ্দিন শিমুল জানান, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাতে না পাওয়ায় ৩৭০ মেট্রিক টন আলু বেনাপোল বন্দরে পঁচতে শুরু করেছে। আলুর চালানটি দ্রুত খালাস না হলে আমদানিকারক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

বর্ষা মৌসুম শুরুর আগেই নতুন নৌকা তৈরি করছেন নদীপারের মানুষেরা। নতুন নৌকাটি তৈরিতে খরচ হবে প্রায় লাখ টাকা। বাগবেড় এলাকা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

৪ মহিলা গ্রেপ্তার
ক্ষোভের আগুনে পুঁড়ছে সরাইলের শাহজাদাপুর!

সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে খাসজমির ধান কাটাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে কামাল মিয়া (৫৫) নিহতের ৯ দিন পরও ক্ষোভের আগুনে পুঁড়ছে শাহজাদাপুর গ্রাম। ভুক্তভোগীরা ধান চাউল লুটপাট ও আগুন দিয়ে বসতঘর পুঁড়িয়ে দেয়ার অভিযোগ করলেও পুলিশ বলছেন এই আগুন রহস্যজনক। ক্ষুব্ধ হয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ৪ নারীকে গ্রেপ্তার করেন। গত সোমবার রাত ১০টার দিকে শাহজাদাপুর গ্রামের নসু মিয়ার বাড়িতে আগুনে পুড়ার ঘটনা ঘটে। গ্রেপ্তারকৃতদের স্বজনরা সাড়ে তের হাজার টাকা বকশিশ দিয়েও রক্ষা পায়নি। গত মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে জামিনে আসেন ওই চার মহিলা। পুলিশ, ভুক্তভোগী ও স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, কামাল মিয়া নিহতের পর থেকেই বিভিন্ন ভাবে অশান্ত শাহজাদাপুর গ্রাম। পুলিশি গ্রেপ্তার এড়াতে বাড়িঘরে তালা দিয়ে পালিয়েছে অধিকাংশ পরিবার। সুযোগ নিচ্ছে একাধিক চক্র। বাদী পক্ষের লোকজনের পাশাপাশি তৃতীয় পক্ষের কিছু লোকও লুটপাটে মেতে ওঠেছে। বন্ধ হয়ে আছে ভরা মৌসুমে ইরি বোরো ধান কাটা। সোনালী ধান পেকে ঝড়ে পড়ছে জমিতেই। মালিকদের খবর নেই। কিছু লোক প্রকাশ্যে গোপনে ধান কেটে বাড়িতে নিয়ে আসছে। অনেকের উঠানের ধানও নিয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে। সরজমিনে দেখা যায় রাতের অন্ধকারের আগুনের লেলিহান শিখা উপরে ওঠছে। আগুনের কারণে চারিদিকে ফর্সা দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন বয়সের নারীরা আগুন বলে চিৎকার করছে। বালু আর পানি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন। তাদের আর্তচিৎকারে চারিদিক থেকে কিছু লোক দৌঁড়ে আসেন। কিন্তু ততক্ষণে বসতঘর ও রান্না ঘর পুড়ে ছাই। শাহজাদাপুর ইউনিয়নের দায়িত্বে থাকা বিট অফিসার এস আই মো. জসিম উদ্দিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে শাহজাদাপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান প্রয়াত মো. মহসিন মিয়া ওরফে মন মিয়ার মেয়ে মমতাজ খানম (৩৬), পুত্রবধূ আজিমুন্নেছা (৩৫), স্বজন মোছা. পপি আক্তার (২৭) ও ও মোছা. রমজান বেগমকে (৫০) কে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক গ্রামের একাধিক লোক বলছেন, এই আগুন বাদী পক্ষের লোকজন লাগিয়েছে। তারা শুধু আগুন নয়, দিনে রাতে ধান চাউল পুকুরের মাছও লুট করছে দেদারছে। রাতের বেলা অনেকেই বড় বড় ছুঁড়া নিয়ে ঘুরে। আর পুলিশ বলছেন, এই আগুন রহস্যজনক। নিজেরা আগুন লাগিয়ে ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করছে। বেশ কিছু লোক এই ঘটনার সাথে জড়িত। গ্রেপ্তারকৃত ৪ মহিলার কয়েকজন স্বজন বলেন, আগুনে বাড়িঘর পুঁড়ল। আবার পুলিশ ওই বাড়ির ৪ মহিলাকে গ্রেপ্তার করলো। সাড়ে তের হাজার টাকাও বকশিশ গুনতে হলো। আবার ৪ মহিলাকে আদালতেও যেতে হলো। আমাদের কি ভাগ্য! গ্রেপ্তারকৃত আজিমুন্নেছা গত মঙ্গলবার জামিনে এসে বলেন, আমরা আগুন নিভানোর কাজ করছি। এমন সময় পুলিশ আমাদের ৪ জন মহিলাকে ধরে ফেলে। কারণ জানতে চাইলে জানান থানায় নিয়ে কথা বলবেন। সারারাত থানায় রাখলেন। আমাদের সাথে একটি কথাও বলেননি। সকালে আমাদেরকে আদালতে পাঠিয়ে দিলেন। এমন বিচার কোথাও দেখিনি। বাদী পক্ষের একাধিক লোক বলেন, আমাদের লোকজনও গ্রেপ্তারের ভয়ে গ্রাম ছাড়া। লুটপাট আগুনের সাথে আমাদের কেউ জড়িত নয়।

দিঘলিয়াবাসী তীব্র গরম ও তাপদাহে বাড়ছে নানা প্রকার রোগ

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : খুলনার দিঘলিয়াবাসী প্রচন্ড গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। প্রচন্ড তাপদাহ থেকে একটু প্রশান্তির পেতে মানুষ ছুটছে গাছের সুশীতল ছায়া কিংবা শীতল কোন জায়গায়। এদিকে প্রচন্ড গরমের কারণে বাড়ছে জ্বর, ঠান্ডা, কাশি, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়াসহ বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব। হাসপাতালে বাড়ছে নানা রোগীর সংখ্যা। গত কয়েকদিন ধরে দক্ষিণের লবণাক্ত আবহাওয়ায় বয়ে চলেছে তীব্র তাপপ্রবাহ। ভ্যাপসা গরমে অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে কর্মজীবী লোকেরা। বেলা বাড়ার সাথে সাথেই সূর্য্য তাপ বাড়তে থাকে। যেন আগুন ঝরাতে থাকে সূর্য্য। রাতে বা দিনের তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন না থাকায় ব্যাহত হচ্ছে গণমানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। কয়েকদিনের তীব্র তাপদাহ ও ভ্যাপসা গরমে দিঘলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বহিঃবিভাগে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। যেমনি বহিঃবি-ভাগে রোগীর দীর্ঘ লাইন তেমনি দুই কক্ষে মেডিকেল অফিসারের কক্ষের সামনে দীর্ঘ লাইন দেখা যায়। প্রচন্ড রুগীর চাপে মাত্র দুইজন মেডিকেল অফিসারের পক্ষে সামাল দিতে হিমশীম খেতে হচ্ছে। দিঘলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক ওয়ার্ড ঘুরে দেখা যায় জ্বর, সর্দি-কাশি, ডায়রিয়া ও শ্বাস কষ্ট জনিত কারণে অন্যান্য সময়ের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ রোগী আসছে চিকিৎসার জন্য। যথা সম্ভব চিকিৎসা দিচ্ছেন চিকিৎসকগণ। চিকিৎসার পাশাপাশি তাপপ্রবাহ থেকে বাঁচতে ছায়াযুক্ত স্হানে থাকার পাশাপাশি পানি, স্যালাইন ও স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন জরুরী বিভাগে চিকিৎসারত মেডিকেল অফিসার। স্বাস্থ্য সেবার মান গ্রাম বাংলার মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়া ও দিঘলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সর্ববিভাগে চিকিৎসক সংকট ও পদখালীর ব্যাপারে কথা হয় দিঘলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ মাহবুবুল আলম এর সাথে। তিনি এ প্রতিবেদককে বলেন, সব সময় চিকিৎসকদের মফঃস্বলে ধরে রাখা যায় না। বিসিএস ক্যাডারে নিয়োগ পেয়ে কিছুকাল চাকুরি করার পর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য শহরের হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বদলী বা ডেপুটেশনে চলে যান। তাদের ধরে রাখা সম্ভব হয়না। তবে চিকিৎসক সংকট হলেও সেবার মান ধরে রাখার চেষ্টা অব্যাহত আছে। তিনি আরো জানান, গত সোমবার অন্তঃ বিভাগে রোগী ভর্তি হয় ২০ জন। যাদের মধ্যে ডায়রিয়া রোগী ৬ জন, শিশু রোগী ২ জন এবং বাকী রোগী জ্বরসহ অন্যান্য রুগী। বহিঃবিভাগে এ দিন চিকিৎসা নেয় ৩৭২ জন। ১এপ্রিল থেকে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত দিঘলিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে ৪৪৭৫ জন। শিশু রোগী সেবা নেয় ৮০২ জন।
চিকিৎসকেরা এ প্রতিবেদককে বলেন রোগীর সংখ্যা বেশি, আমাদের রোগীদের দেখভালে খুবই সমস্যা হচ্ছে। তারপরও দেখতে হচ্ছে।

সেনবাগে চাহিদা বাড়ছে কম্বাইন্ড হারবেষ্টার মেশিনে ধান কাটা

সেনবাগ, নোয়াখালী প্রতিনিধি : চলতি ইরি-বোরো মৌসুমে সারাদেশের ন্যায় যখন নোয়াখালীর সেনবাগেও প্রচন্ড গরম ও বৈরি আবহাওয়া এবং কামলা (শ্রমিক) সংখট যখন প্রকোট আকার ধারণ করেছে তখন কৃষকের আশীর্বাদ হিসেবে আর্বিভাব হয়েছে ধান কাটার অটোমেটিক মেশিন কম্বাইন্ড হারবেষ্টার। অতিরিক্ত কোন রকম জনবল ছাড়াই অল্প খরছে এক মিশেনে ধান কাটা,মাড়াই,ধান গাছের খড় সারিবদ্ধ জমিনে রেখে দেওয়া এবং মাড়াই করা ধান এক জায়গায় স্তুপ বা বস্তায় ভরে দেওয়া। হারবেষ্টার মেশিনে ধান কাটার কারণে কৃষকের সাশ্রয় হচ্ছে সময় ও টাকা। জানাগেছে, এ বছর সেনবাগ উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা এলাকায় ৯হাজার ২শত হেক্টর জমিনে ইরি-বোরো ধান ছাষাবাদ করা হয়েছে। বৈরি আবহাওয়া অতিরিক্ত তাপ মাত্রার কারণে ধান কাটার শ্রমিক (কামলা) সংকট দেখা দেয়।
একজন শ্রমিককে সকালে নাস্তা, তিন বেলা খাবার, বিড়ি,সিগারেট ও রাতে থাকার ব্যবস্থা সহ প্রতিদিন কাজ করতে পারিশ্রামিক দিতে হয় ৭শত টাক থেকে ৮শত টাকা এতে উৎপাদন খরছ বেড়ে যাওযা দিশেহারা হয়ে পড়ে কৃষকরা। এরপর সেনবাগ উপজেলার ১নং ছাতারপাইয়া ইউনিয়নের পাঁচতুপা গ্রামের কৃষক মহিন উদ্দিন টাঙ্গাইলের ভুয়াপুর উপজেলার মাহমুদপুর গ্রাম থেকে জৈনক আবুল কাশেমের একটি হারভেস্টার মেশিন চুক্তিতে ভাড়া করে নিয়ে আসেন সেনবাগে। গত ১০দিন যাবত এখানে প্রতিগন্ডা জমিনের ধান কাটেন ৫শত টাকা থেকে সাড়ে ৫শত টাকায়। প্রতিদিন ৫ থেকে ৬ কানি জমিনের ধান কাটা যায় ওই মেশিনে।এই মেশিন দিয়ে ধানকাটা ও মাড়াইয়ের কারণে কৃষকের অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে অর্ধেক। যেখানে প্রতিগন্ডা জমিনের ধান কাটতে কৃষককে খরছ করতে হতো ১হাজার টাকা থেকে ১২শত টাকা বর্তমানে হারবেষ্টার মেশিন দিয়ে ধান কাটতে খরছ হচ্ছে সাড়ে ৪শত টাকা থেকে ৫শত টকায়।

নীলফামারীতে একশ টাকায় দেয়া হচ্ছে চক্ষু সেবা

সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীতে দীপ আই কেয়ার ফাউন্ডেশন চালু করেছে ১শ টাকায় চক্ষু সেবা। চক্ষু রোগীদের দোরগোড়ায় চিকিৎসা সেবা ও পরামর্শ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা সদরের সংগলশী ইউনিয়নের ইপিজেড মোড়ে ভিশন সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার ২৩ এপ্রিল এটির উদ্বোধন করেন নীলফামারী সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেহেদী হাসান। প্রকল্পের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন অরবিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ প্রোগ্রাম ম্যানেজার এ,কে,এম,নুরুল কবির। দীপ আই কেয়ারের হেড অব প্রোগ্রাম মাহমুদুল ইসলাম বলেন, আই কেয়ার ফাউন্ডেশন ইপিজেড ভিশন সেন্টারে ১শ টাকা দিয়ে মিলবে চক্ষু পরীক্ষা, ব্যবস্থাপত্র প্রদান, চোখের ছানী অপারেশনসহ চোখের নানা রোগের চিকিৎসা।

শেরপুরে খানপুর জনসচেতনতামূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত

শেরপুর, বগুড়া প্রতিনির্ধি : বগুড়ার শেরপুরে খানপুর ইউনিয়ন বিট পুলিশিং এর উদ্যোগে ২৪ এপ্রিল বুধবার দুপুরে সহকারী বিট অফিসার মো. আল আমিনের নের্তৃত্বে জনসচেতনতা মূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়নের গোপালপুর বাজার, ছাতিয়ানী বাজার ও কয়েরখালি বাজারে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাল্য বিয়ে, যৌতুক, ইভটিজিং, কিশোরগ্যাং, মাদক, সন্ত্রাস নিরোধ ও প্রচন্ড দাবদাহে করণীয় শীর্ষক আলোচনা এবং বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা হয়। এ সময় বক্তব্য রাখেন, খানপুর ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. আবদুল মোন্নাফ, খানপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক।

প্লাস্টিকের পুরাতন বস্তা ধুয়ে রোদে শুকাতে দিয়েছেন নারীরা। সেগুলো বস্তা শুকানোর পর প্রতিটি ১২ থেকে ১৪ টাকায় বিক্রি করা হবে। আমতলী এলাকা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উপজেলা পরিষদ নির্বাচন
মনোনয়ন যচাই-বাছাই শেষে সাপাহারে প্রার্থীদের পদচারণায় নির্বাচনী মাঠ গরম

কলমাকান্দা, নেত্রকোনা প্রতিনিধি : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে সারা দেশের ন্যায় ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে ঘিরে নওগাঁর সাপাহার উপজেলাতেও শুরু হয়েছে প্রার্থীদের অঘোষিত দৌড় ঝাঁপ। আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে কে কোন পদে লড়বেন তা নিয়ে আলোচনা উপজেলার সর্বত্র। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮-এর ১৭(১)(গ) ধারা অনুযায়ী, পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের আগের ১৮০ দিনের মধ্যে ভোট গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেই অনুযায়ী ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। দ্বিতীয় ধাপে মোট ১৬১টি উপজেলায় একযোগে ভোট অনুষ্ঠিত হবে। তার মধ্যে আগামী ২১ মে নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলায় ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী দ্বিতীয় ধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ ছিল ২১ এপ্রিল, মনোনয়ন বাছাই ছিল ২৩ এপ্রিল এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন আগামী ৩০ এপ্রিল। আর ভোট গ্রহণ হবে ২১ মে। প্রথম ধাপে ১৫২টি উপজেলায় একযোগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৮ মে। এবার সারা দেশে উপজেলা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে মোট চারটি ধাপে। কোন ধাপে, কোন উপজেলায়, কবে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে তারও একটি তালিকা ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। সে অনুযায়ী জেলার সাপাহার উপজেলায় মে মাসে দ্বিতীয় ধাপে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক এ তারিখ ঘোষণার পরপরই নির্বাচনকে ঘিরে সাপাহার উপজেলা হতে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ১১ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন এবং বাছাই প্রক্রিয়ায় সকলের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকে স্ট্যাটাস, কেউবা ভোটারদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে, আবার আড্ডা-আলোচনা সহ নানা পরিবেশে প্রার্থিতার জানান দিয়ে দোয়া ও সমর্থন চেয়েছেন।

এম এ খালেকের উপর আস্থা রাখতে চাই গাংনীবাসী

মেহেরপুর প্রতিনিধি : আগামী ২১ মে অনুষ্ঠিত্ব মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে গতবরের মত এবারও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক এম এ খালেকের উপর আস্থা রাখতে চাইছেন ভোটারা। বিগত দিনের উন্নয়ন আওয়ামীলীগকে সংগঠিত করা সহ সামাজিক নানা কর্মকান্ডের কারণে এবার নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে তার উপর আস্থা ভরসা রাখতে চাইছেন তারা। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক এম এ খালেক দলীয় নেতাকর্মীদের পাশাপাশি সকল শ্রেনী পেশার মানুষের সেবায় নিয়েজিত রয়েছেন। সকালে ব্যক্তিগত কার্যালয়ে পরে উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে বসে জনগনের সেবা করার পর প্রায় প্রতিদিনই গ্রামগঞ্জে ছুটে যান দলীয় নেতাকর্মী সহ এই অঞ্চলের সাধারন মানুষের সুখ দু:খের খোঁজ খবর নিতে। এম এ খালেক উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সংগঠনকে যেমন শক্তিশালী করেছেন তেমনী উপজেলার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্কুল কলেজ রাস্তাঘাট কার্লভাট সহ নানা উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। আওয়ামীলীগ কর্মীরা দাবি করেছেন,করোনা দূর্যোগের সময় অনেক জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন ঘরবন্দী হয়েছিলো ঠিক তখনই সকল শ্রেনী পেশার মানুষকে সহযোগিতা করতে জীবনবাজি রেখে মাঠে ময়দানে কাজ করেছে এম এ খালেক।
'ত্রাণ নয় উপহার' এই শ্লোগান দিয়ে নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য সঙ্কটের ফোনকল পেয়ে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে বাড়িবাড়ি পৌছে দিয়েছেন এম এ খালেক। তিনি বলেন, কোন প্রতিদান পাওয়ার জন্য নয় সেবার ব্রত নিয়ে দায়িত্ব পালন করেছি আর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করে চলেছি। চাওয়া পাওয়ার উর্ধ্বে উঠে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে রাজনীতির মাঠে রয়েছি। গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বলেন,উপজেলা পরিষদে যে সমস্ত অর্থ বরাদ্দ এসেছে সেগুলো মানুষের কল্যাণে এলাকার উন্নয়ন করা হয়েছে। কোন ভাবেই তসরুপাত কিংবা অপব্যহার করা হয়নি। রাজনীতিতে আমার কোন ভাই ভাস্তে আত্মীয় স্বজন হস্তক্ষেপ করেনি এমনকি উপজেলা পরিষদে এসে কারোর সাথে অসৌজন্য মুলক আচরণ কিংবা কাউকে হয়রানি করিনি।

কলমাকান্দা উপজেলা নির্বাচনে ১১ প্রাথীর লড়াই

কলমাকান্দা; নেত্রকোনা প্রতিনিধি : আসন্ন নির্বাচন ঘিরে সরগরম নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলা। প্রার্থীদের দৌড়ঝাঁপ। বইছে নির্বাচনী হাওয়া, লেগেছে উৎসবের আমেজ। কলমাকান্দা উপজেলায় এখন ভোটের হাওয়া বইছে। ইতোমধ্যে ৩ পদের লড়াইয়ে ১১ প্রার্থী মনোনয়নপত্রও জমা দিয়েছেন। ২২ এপ্রিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল। ২ জন প্রত্যাহার করেছেন। এরপর প্রতীক বরাদ্দ দেবে নির্বাচন কমিশন, ৮ মে হবে ভোটগ্রহণ। প্রতীক পেয়েই পুরোদমে নির্বাচনী মাঠে লড়াইয়ে নামবেন চেয়ারম্যান,ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীরা। যদিও তফশিল ঘোষণা হওয়ার পরেই সম্ভাব্য প্রার্থীরা আটঘাট বেঁধেই মাঠে নেমেছেন।

ফুলবাড়িয়ায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিশোর খুন

ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি: ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া উপজেলায় বৈশাখী মেলায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিশোর গ্যাংয়ের হাতে শিপন মিয়া (১৬) নামের এক কিশোর খুন হয়েছে। সোমবার রাতে উপজেলার ভবানীপুর ইউনিয়নের বন্যাবাড়িতে এ হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে। একই ইউনিয়নের কান্দানিয়া উল্লারচালা গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে শিপন মিয়াকে সোমবার সন্ধ্যায় ফোন করে পার্শ্ববর্তী গ্রাম বন্যাবাড়ি এলাকায় বৈশাখী মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে যায় কিশোর নাইম (১৭)। মেলায় যাবার পথে তর্কবিতর্ক হয় কিশোরগ্যাং দলের সদস্যদের সাথে। রাতে মেলায় মঞ্চ নাটক চলাকালে শিপনের উপর হামলা চালায় কিশোর গ্যাং ইমান (১৭)সহ ৫/৭ জন। গুরুতরবস্থায় স্থানী-য়রা তাকে উদ্ধার করে রাতেই ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেন। মঙ্গলবার সকালে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় শিপনের। এ ঘটনায় মঙ্গলবার বিকালে ৩ জন কিশোরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানাগেছে, শিপন মিয়া ত্রিশাল উপজেলার মুক্ষপুর আকিজ সিরামিক্স কোম্পানিতে কাজ করে। সোমবার বিকালে কাজ শেষ করে বিকালে বাড়ি আসেন। সন্ধ্যায় তাঁকে বাড়ি থেকে ফোন করে মেলায় নিয়ে যায় কিশোর নাইম। গত শনিবার কান্দানিয়া উল্লারচালা গ্রামের মাহিম (১৬) নিজের ভ্যানগাড়িতে শিপনসহ তিন কিশোর বন্ধুকে নিয়ে বন্যাবাড়ি এলাকায় ঘুরতে যায়। এ সময় তাদের সাথে কিশোর গ্যাংয়ের প্রধান ইমান কুটুক্তিমূলক কথাবার্তার অভিযোগ তুলে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পরে।

লালমনিরহাটে হত্যা মামলায় বিএনপির ৫ নেতাকর্মী জেল হাজতে

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : লালমনিরহাটে আলোচিত শ্রমিক লীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম হত্যা মামলায় মহেন্দ্রনগর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক আবদুল ওহাব মন্ডলসহ বিএনপি, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের ৫ নেতাকর্মীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। বুধবার দুপুরে জাহাঙ্গীর হত্যা মামলায় জামিন নিতে আদালতে এজাহারভুক্ত ৫ আসামি আত্মসমর্পণ করলে তাদের জামিন নামঞ্জুর করে ৫জনকেই জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন লালমনিরহাটের দায়রা জজ মিজানুর রহমানের আদালত। মামলার অপর আসামিরা হলেন, মহেন্দ্রনগর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আফজাল হোসেন, মহেন্দ্রনগর ইউনিয়ন যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহানুর রহমান প্রামানিক সুজন, সদস্য সাদ্দাম হোসেন ও মহেন্দ্রনগর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক সোহাগ পাটোয়ারী। গত বছরের ২৯ অক্টোবর বিএনপি-জামায়াতের ডাকা হরতাল ও আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশকে কেন্দ্র করে লালমনিরহাটের মহেন্দ্রনগরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে শ্রমিক লীগ নেতা জাহাঙ্গীরসহ অনেকে আহত হন। পরে গুরুতর অবস্থায় জাহাঙ্গীর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। ওই ঘটনায় ১ নভেম্বর লালমনিরহাট সদর থানায় ৮১ জনের নাম উল্লেখসহ ৩০০-৪০০ জনকে আসামি করে লালমনিরহাট সদর থানায় মামলা। উল্লেখ্য, গত ২৯ অক্টোবর) বিএনপি ও জামায়াতের ডাকা হরতালে উভয় দলের সংঘর্ষে আহত হন শ্রমিক নেতা জাহাঙ্গীরসহ অনেকে। পরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধিন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। উক্ত ঘটনার ৩ দিন পর বুধবার বিকেলে লালমনিরহাট সদর থানায় ৮১ জনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাত পরিচয়ের ৩শ্থ থেকে ৪শ্থ জনকে আসামি করে এ মামলা দায়ের করা হয়।

মহাদেবপুরে প্রকাশ্য সরকারি জমির গাছ কেটে হরিলুট

মহাদেবপুর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মহাদেবপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে সরকারি খাস জমিতে লাগানো প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের বট, পাইকর, আম প্রভৃতি জাতের পুরাতন ২০টি গাছ কেটে নিয়ে যাবার অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযুক্তরা বলছেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটি ধামের উন্নয়নের জন্য ওই গাছগুলো কেটে বিক্রি করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্টরা বলছেন এজন্য কোন পূর্বানুমতি নেয়া হয়নি। মঙ্গলবার বিকেলে এ ব্যাপারে উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগে উপজেলার হাতুড় ইউনিয়নের সাগরইল গ্রামের মৃত আকবর আলীর ছেলে মতিউর রহমান ও রুহুল আমিনের ছেলে শরিফুল ইসলাম উল্লেখ করেন যে, সাগরইল মৌজার ১ নং খাস খতিয়ানের ২৮২ নং দাগে মোট এক একর ১৪ শতক জমির মধ্যে এক একর জমি তাদের মৌরশের নামে সরকার ১৯৬৯ সালে চিরস্থায়ী পত্তন দেয়। সেই থেকে গত ৫৫ বছর ধরে তারা সে জমি ভোগ দখল করে আসছেন। ওই জমিতে তাদের লাগানো অনেক পুরাতন বট, পাইকর, আম প্রভৃতি গাছ রয়েছে। গত ১০ এপ্রিল সকালে প্রকাশ্য দিবালোকে হাতুড় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হিমান চন্দ্র বর্ম্মণের ছোট ভাই গাহলী উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক দুলাল চন্দ্র বর্মণের নেতৃত্বে সাগরইল গ্রামের জগেন্দী পাহানের ছেলে জবানু পাহান, চরণ পাহানের ছেলে বিমল পাহান, এঙ্গা মাড্ডির ছেলে ঘুটরু মাড্ডি, সুশিল পাহানের ছেলে প্রশান্ত পাহান, পোরশা উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের সাদিক মাড্ডির দুই ছেলে নগেন মাড্ডি ও বিশ্বনাথ মাড্ডি এবং সাগর টিক্কার ছেলে সুনিল টিক্কা ওই জমিতে লাগানো ২০টি গাছ কেটে লুট করে নিয়ে যায়। জানতে চাইলে মোবাইলফোনে অভিযুক্ত দুলাল চন্দ্র বর্ম্মণ গাছ কাটার কথা স্বীকার করে জানান, সরকারি ১৪ শতক জমিতে আদিবাসীদের একটি ধাম তৈরি করা হচ্ছে। এজন্য দুই লক্ষ টাকা সরকারি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সেই বরাদ্দের সাথে এই গাছগুলো কেটে বিক্রি করে পাওয়া ৪৫ হাজার টাকা দিয়ে ওই ধামের উন্নয়ন করা হবে।

সড়কের পাশে ঝুলছে ইন্টারনেটের তার। সড়কে রীতিমতো সৃষ্টি করেছে জঞ্জাল। মতিঝিল।

ফুলহামে জয় পেয়ে দুইয়ে লিভারপুল

স্পোর্টস ডেস্ক : ইউরোপা লিগে আতালান্তার বিপক্ষে দ্বিতীয় লেগ জিতলেও সেমিফাইনালে পা রাখতে পারেনি লিভারপুল। কেননা প্রথম লেগে নিজেদের মাঠে ৩-০ গোলে হেরেছিল তারা। সেমিতে খেলতে না পারার আক্ষেপ ভুলে তিন দিনের ব্যবধানেই ফের প্রিমিয়ার লিগে নামতে হয়েছে অলরেডদের। কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ পাঁচ পরিবর্তন নিয়ে একাদশ সাজালেও ফুলহামের বিপক্ষে তাকে ৩-১ গোলের জয় উপহার দেন শিষ্যরা। ফুলহামের মাঠে এমন জয়ে শিরোপার আশা ফের জাগিয়ে তুলল লিভারপুল। আগের ম্যাচে ঘরের মাঠে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে হেরে বড় ধাক্কা খায় তারা। আজ ফুলহামকে হারানোর পর ম্যানচেস্টার সিটিকে টপকে পয়েন্ট টেবিলের দুইয়ে উঠে এসেছে। ৩৩ ম্যাচে ৭৪ পয়েন্ট তাদের। সমান পয়েন্ট থাকলেও গোল গড়ে এগিয়ে থাকায় শীর্ষে আর্সেনাল। এক ম্যাচ কম খেলে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে তিনে সিটি। শীর্ষস্থান ফিরে পেতে হলে সিটি ও আর্সেনালের দুঃসময়ের দিকে তাকাতে হবে লিভারপুলকে। তবে নিজেদের কাজটা যে করে রাখা জরুরি সেটা ভালো ভাবেই জানে অলরেডরা। ফুলহামের বিপক্ষে ম্যাচের প্রথম গোলটি করেন ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার আর্নল্ড। হাঁটুর ইনজুরি কাটিয়ে দুই মাস পর লিগের ম্যাচে শুরুর একাদশে ফিরেছেন তিনি। ৩২তম মিনিটে বাঁকানো ফ্রি-কিকে লিভারপুলকে এগিয়ে দেন এই ডিফেন্ডার। তবে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে কাস্তানের গোলে সমতায় ফেরে ফুলহাম। দ্বিতীয়ার্ধে বেশ দাপুটে ফুটবলই উপহার দেয় অলরেডরা। ৫৩ মিনিটে সফরকারীদের ফের এগিয়ে দেন রায়ান গ্রাভেরবার্চ। এরপর ৭২ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান দিয়োগো জতা। তাতে সহজ জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে লিভারপুল।

চেলসিকে উড়িয়ে গর্বের শেষ নেই আর্সেনাল কোচের

স্পোর্টস ডেস্ক : চেলসিকে পেয়ে গোল উৎসবে মেতে ওঠে আর্সেনাল। গত রাতে গানাররা জিতেছে ৫-০ ব্যবধানে। কাই হাভার্টজ ও বেন হোয়াইট করেছেন জোড়া গোল। অন্য গোল লেয়ান্দ্রো ত্রোসার্দের। দলের এমন নৈপুণ্যে অনেক গর্ব হচ্ছে কোচ মিকেল আরতেতার। এই জয়ে দুই ও তিনে থাকা লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার সিটির ওপর চাপ বাড়াল আর্সেনাল। ৩৪ ম্যাচে ২৪ জয় ও পাঁচ ড্রয়ে ৭৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আরতেতার দল। যদিও এক ম্যাচ কম খেলা লিভার-পুল ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে আছে দ্বিতীয় স্থানে। আর দুই ম্যাচ কম খেলে ম্যানচেস্টার সিটি ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে আছে তিনে। শিরোপা সমীকরণ যা-ই হোক না কেন, ঘরের মাঠে এমন দাপুটে নৈপুণ্যের পর আশা দেখছেন আরতেতা। সঙ্গে বেশি বেশি গোল করা পার্থক্য গড়ে দিতে পারে বলে মনে করেন তিনি, ৶আমাদের সমর্থকদের আমরা গর্বিত করেছি। বড় ম্যাচ ছিল আমাদের জন্য। ম্যাচটি খুব ভালোভাবে শুরু করেছিলাম। কিন্তু সব সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি।

বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে আর্জেন্টিনার তেভেজ

স্পোর্টস ডেস্ক : বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে আর্জেন্টিনার সাবেক ফুটবলার কার্লোস তেভেজকে। মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) তাকে

আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আইরেসের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়ার কথা। ম্যানচেস্টারের দুই ক্লাব সিটি এবং ইউনাইটেডের হয়ে খেলা এই ফুটবলার অবসরের পর এখন আর্জেন্টাইন ক্লাব ইন্দিপেন্দিয়েন্তের হেড কোচের দায়িত্বে রয়েছেন। ক্লাবটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ (সাবেক টুইটার) দেয়া এক বিবৃতিতে জানায়, সান ইসিদ্রোর ত্রিনিদাদ হাসপাতালে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার অবস্থা ‘সন্তোষজনক’। তবে সতর্কতাবশত তেভেজকে আরও কিছুদিন হাসপাতালে রাখা হবে বলেও ইন্দিপেন্দিয়েন্তের বিবৃতিতে জানানো হয়। ২০০৪ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত আর্জেন্টিনার জার্সিতে নিয়মিত দেখা যায় তেভেজকে। ২০২২ সালে বুটজোড়া তুলে রাখার ঘোষণা দেয়ার পর কিছু সময় রোজারিও সেন্ট্রালের দায়িত্বে ছিলেন। ২০২৩ সালের আগস্টে ইন্দিপেন্দিয়েন্তের ডাগআউটে দাঁড়ান।

রহস্যময়ী স্পিনারের সন্ধানে মুশতাক

স্পোর্টস ডেস্ক : টাইগারদের সঙ্গে গেল নভেম্বরে লঙ্কান স্পিন কোচ রঙ্গনা হেরাথের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়। এরপর থেকেই নতুন কোচের সন্ধানে ছিল ক্রিকেট বোর্ড। এরপর গেল সপ্তাহে বাংলাদেশ দলের নতুন স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে সাবেক পাকিস্তানি কিংবদন্তি স্পিনার মুশতাক আহমেদকে যুক্ত করার ঘোষণা দেয় বিসিবি। দায়িত্ব পেয়েই গত পরশু ঢাকায় পা রাখেন তিনি। এরপর মঙ্গলবার আসেন শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে অর্থাৎ নিজের কর্মস্থলে। সেখানেই বিসিবি তাকে অভ্যর্থনা জানায়। পরে ক্রিকেট বোর্ডের এক ভিডিও বার্তায় টাইগারদের কোচ হিসেবে যুক্ত হওয়ার অনুভূতি জানাতে দেখা যায় পাকিস্তানি এই কিংবদন্তি স্পিনারকে। পাশাপাশি জানান, এখানে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও। ভিডিও বার্তায় টাইগারদের কোচ হওয়ার অনুভূতি জানিয়ে বলেন, ‘বাংলাদেশের ক্রিকেটের অংশ হতে পারা আমার জন্য খুবই সম্মানের বিষয়। এখন আমি সামনের দিকে তাকিয়ে আছি। আমার মনে আছে, আমি ১৯৯২ সালে যখন আমরা বিশ্বকাপ জিতলাম তখন ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৪ সালের পরে দলের অংশ হয়ে এখানে এসেছিলাম। বাংলাদেশে এসে সবসময়ই আমার ভালো লাগে। এখানকার স্থানীয় মানুষ পাকিস্তানের ক্রিকেটের দারুণ ভক্ত। সুতরাং, আমরা এখানে দারুণ উপভোগ করতাম। বিশেষ করে এখানকার মানুষের আতিথেয়তা খুবই সুন্দর। আমরা বাংলাদেশের খাবার থেকে শুরু করে সবকিছুই পছন্দ করি।’

বেলিংহ্যামের গোলে এল ক্লাসিকো জিতে শিরোপার আরও কাছে রিয়াল

স্পোর্টস ডেস্ক : লা লিগা মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোয় ঠিক এমনটাই হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে জুড বেলিংহ্যামের গোলে বার্সেলোনার মাঠ থেকে জয় নিয়ে ফেরে রিয়াল মাদ্রিদ। ব্যতিক্রম হলো না ফিরতি দেখাতেও। দুইবার পিছিয়ে পড়ার পরও শেষ মুহূর্তে সেই বেলিংহ্যামই রিয়ালকে ভাসান জয়ের উল্লাসে। তার গোলে ভর করে ঘরের মাটিতে বার্সেলোনার বিপক্ষে ৩-২ ব্যবধানের রোমাঞ্চকর জয় পায় রিয়াল।

প্রিমিয়ার লিগের দুই ফুটবলার গ্রেপ্তার

স্পোর্টস ডেস্ক : ধর্ষণের অভিযোগে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা দুই ফুটবলারকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। দুজনের বয়সই ১৯, খেলেনও একই ক্লাবে। কিন্তু ফুটবলার দুজনের নাম ও ক্লাবের নাম গোপন রাখা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশ্য দুজনকেই জামিন দেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলমান আছে। এ ব্যাপারে একজন পুলিশ বলেছে, ‘ধর্ষণের অভিযোগের পর অফিসার দুজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। ধর্ষণে উৎসাহ দেওয়া, সাহায্য করা এবং লাঞ্ছনার অভিযোগে ১৯ বছর বয়সী একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই বয়সের আরেকজনকে গ্রেপ্তার করা হয় ধর্ষণের অভিযোগে। দুজনকেই জামিন দেওয়া হয়েছে।’ গত শুক্রবার ঘটেছে এ ঘটনা। পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়েরের পর থেকে বিষয়টা তারাই দেখছে। এজন্য দুই ফুটবলারের ক্লাব এখনো মুখ খোলেনি। তদন্তের পর হয়তো সেই দুই ফুটবলার ও ক্লাবের নাম জানা যাবে।

চেলসির জালে গোল উৎসব করল আর্সেনাল

স্পোর্টস ডেস্ক : শীর্ষস্থান মজবুত করতে জয়ের বিকল্প ছিল না আর্সেনালের। সেই লক্ষ্য তারা পূরণ করল চেলসিকে বিধ্বস্ত করে। ঘরের মাঠ এমিরেটস স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ৫-০ গোলে জয় পেয়েছে মিকেল আর্তেতার দল। দুটি করে গোল করেছেন বেন হোয়াইট ও কাই হাভার্টজ। ৩৪ ম্যাচে ২৪ জয় ও পাঁচ ড্রয়ে ৭৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করেছে ‘গানার’রা। তাদের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলা লিভারপুল দ্বিতীয় স্থানে আছে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে। আর বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি ৩২ ম্যাচ খেলে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ৩২ ম্যাচে ১৩ জয় ও আট ড্রয়ে ৪৭

পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানে আছে চেলসি। শুরু থেকেই রক্ষণের দুর্বলতায় ভুগতে হয় চেলসিকে। সেই সুযোগে চতুর্থ মিনিটেই স্বাগতিক সমর্থকদের উৎসবে মাতান লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড। ডেকলান রাইসের বাড়ানো পাস ধরে দূরূহ কোণ থেকে বাম পায়ের শটে জাল খুঁজে নেন বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড। গোল পাওয়ার পর উজ্জীবিত আর্সেনাল একের পর এক আক্রমণ শাণিয়ে যায়। ২৩তম মিনিটেই ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারত, কিন্তু রাইসের শট অল্পের জন্য ক্রসবারের উপর দিয়ে যায়। মিনিট দুয়েক পর সুযোগ এসেছিল চেলসির সামনেও। দারুণ এক শট নিয়েছিলেন নিকোলাস জনসন, কিন্তু বল আর্সেনালের এক ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে দিক পাল্টে পোস্ট কাঁপায়। প্রথমার্ধের বাকি সময়ে আর গোলের দেখা পায়নি আর্সেনাল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আর্সেনাল আক্রমণের ধার বাড়ায়। ৫২তম মিনিটে সতীর্থের কাছ থেকে বল পেয়ে জোরালো শট নেন রাইস, বল এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে চলে যায় বেন হোয়াইটের কাছে। কোনাকুনি শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এই ইংলিশ ডিফেন্ডার। ঝাঁপিয়েও ঠেকাতে পারেননি চেলসি গোলরক্ষক পেত্রোভিচ। ৫৭তম মিনিটে ব্যবধান ৩-০ করে আর্সেনাল। এবার মার্টিন ওডেগোরের লং পাস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিখুঁত শটে আগুয়ান গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন হাভার্টজ। ৬৫তম মিনিটে হাভার্টজের আরেক শট পোস্টের ভেতরের কানায় লেগে জালে ঢুকে যায়।

আবারও পাকিস্তানের এক নম্বর বোলার শাহীন

স্পোর্টস ডেস্ক : আবারও পাকিস্তানের হাই রেটেড টি-টোয়েন্টি বোলার হলেন বাঁহাতি পেসার শাহীন আফ্রিদি। বুধবার প্রকাশিত সবশেষ আইসিসি টি-টোয়েন্টি খেলোয়াড় র‌্যাঙ্কিংয়ে এই তথ্য জানা গেছে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের প্রথম তিন টি-টোয়েন্টি শেষে সিরিজের শীর্ষ উইকেটশিকারী শাহীন। প্রথম ম্যাচটি বৃষ্টিতে হয়েছিল দুই বলের। দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানের সাত উইকেটের জয়ে তিন উইকেট নেন তিনি ১৩ রান দিয়ে। তাতেই র‌্যাঙ্কিংয়ে দুই ধাপ উন্নতি হয়েছে তার, এখন তিনি ১৭তম বোলার। এতদিন শীর্ষে থাকা হারিস রউফ এই সিরিজে না খেলায় চার ধাপ নেমে ২২ নম্বরে। ইংল্যান্ডের আদিল রশিদ যথারীতি বোলারদের তালিকায় শীর্ষে। আরেক স্পিনার ইশ সোধি পাকিস্তান সিরিজে তিন উইকেট নিয়ে পাঁচ ধাপ এগিয়ে ১৮ নম্বরে। ভারতের সূর্যকুমার যাদব এখনও টি-টোয়েন্টি ব্যাটার র‌্যাঙ্কিংয়ে সবার উপরে।

বাংলাদেশকে সোনা এনে দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের জিন্নাত

স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত যুক্তরাষ্ট্রের বক্সার জিন্নাত ফেরদৌস আন্তর্জাতিক বক্সিং প্রতিযোগিতায় সোনা জিতেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত নেলসন ম্যান্ডেলা কাপ ইন্টারন্যাশনাল বক্সিংয়ে মঙ্গলবার এই সাফল্য পান তিনি। ইভেন্টের ফাইনালে ইথিওপিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে মেয়েদের ৫০ কেজি ওজন শ্রেণিতে স্বর্ণপদক জেতেন জিন্নাত। যুক্তরাষ্ট্রেই বক্সিং শিখেছেন জিন্নাত এবং সেখানেই নিজেকে তৈরি করেছেন। তবে এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশি প্রতিযোগী হিসেবে অংশ নেন তিনি। বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশন তাকে বাংলাদেশি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এমনটাই জানিয়েছেন বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম তুহিন। গত বছর

সেপ্টেম্বরে চীনের হাংঝু এশিয়ান গেমসেও বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করেন জিন্নাত। কিন্তু দেশের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। দ্বিতীয় রাউন্ডে মঙ্গোলিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরে বিদায় নেন। জিন্নাতসহ চার বাংলাদেশি বক্সার সেলিম হোসেন, আবু তালহা ও হোসেন আলী আগামী মাসে থাইল্যান্ডে অলিম্পিকস কোয়ালিফাইং রাউন্ডে অংশ নেবেন। হাংঝু জিমনেসিয়ামে গত বছর প্রথমবার বাংলাদেশের জার্সিতে নেমেছিলেন জিন্নাত। ম্যাচ হেরে কষ্ট পেয়েছিলেন। ভবিষ্যতে আরও ভালোভাবে তৈরি হয়ে তিনি বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে চান। জিন্নাত আগামী বছর প্যারিস অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার স্বপ্ন দেখার কথা জানান ওই সময়, ‘চেষ্টা করেছি, হয়নি। বাংলাদেশের হয়ে খেলেছি, ভালো লাগছে। সামনের দিকেও দেশের হয়ে খেলতে চাই।’

জীবনে সফলতা অর্জনে রাসুল (সা.) যে পথ দেখিয়েছেন

ধর্ম ডেস্ক : সফলতা মানবহৃদয়ের কাঙ্ক্ষিত অনুষঙ্গ। আমরা সবাই সফল হতে চাই। সফলতার সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠতে চাই। জীবনকে ফুলে ফলে সাজিয়ে তুলতে চাই। জীবন হোক কর্মের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল, সফলতার সৌরভে সুরভিত- এ ইচ্ছা প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে। জীবনজুড়ে আমাদের অনিঃশেষ ছুটে চলাও সেই একই উদ্দেশ্যে- সফলতার স্নিগ্ধ ফল্গুধারার স্পর্শ পাওয়া। কাঙ্ক্ষিত পরম আরাধ্য সেই সফলতার দেখা মিলবে কীভাবে? কোন সে পথ যেখানে চললে সফলতার মানজিলে পৌঁছে যাওয়া সহজ হবে? সর্বোপরি দুনিয়ার জীবন হবে প্রশান্তিময় আর আখিরাতে মিলবে চূড়ান্ত সফলতা তথা জান্নাতুল ফিরদাউসের হৃদয়কাড়া অকল্পনীয় নেয়ামতরাজি? আসুন মানব জাতির সফলতার মূলমন্ত্র কোরআন মাজিদের নিকট থেকে জেনে নিই সফলতা লাভের অব্যর্থ সেই পাথেয়র গল্প। সালাত বা নামাজ। হ্যাঁ, মানব জীবনে সফলতার অনন্য পাথেয় এ সালাত। সালাত মানুষের জীবন সুন্দর করে। উজ্জ্বল করে। যাপিত জীবনে মনোমুগ্ধকর সুরভী ছড়ায় এ সালাত। সালাত ব্যক্তিকে সফলতার কাঙ্ক্ষিত মানজিলে পৌঁছে দেয়। সালাত সফল মুমিনের প্রধান গুণ। ইরশাদ হয়েছে- “নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করেছে মুমিনগণ, যারা তাদের সালাতে আন্তরিকভাবে বিনীত” (সুরা মুমিনুন- ২৩ : ১-২)। আয়াতে সফল মুমিনের অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে সালাতের উক্তি উল্লেখ সাধন হয়েছে। সালাত মুমিনের জীবনকে সফল ও অর্থবহ করে তুলে। সালাত ব্যক্তিকে পাক-পবিত্র জীবন বোধে উদ্দীপ্ত করে।

আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানির অনিঃশেষ অন্ধকার থেকে পুণ্যের আলোকময় রাজপথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগায়। যথার্থভাবে সালাত আদায়ে অভ্যস্ত ব্যক্তির মনন মানসে অনির্বচনীয় সুখানুভূতি ও পবিত্র আমেজ বিরাজ করে। ফলে তার জন্য অবিচার অশ্লীল গর্হিত পেশা থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়ে যায়। এভাবে সালাত ব্যক্তিকে অশ্লীল ও গুনাহের পেশা থেকে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়। ইরশাদ হয়েছে- “নিশ্চয়ই নামাজ ব্যক্তিকে অশ্লীল ও গুনাহের পেশা থেকে বিরত রাখে” (সুরাতুল আনকাবুত- ২৯ : ৪৫) আমরা সবাই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আল্লাহর রহমত পেতে চাতক পাখির মতো সবাই অপেক্ষমাণ থাকি। আর এই রহমতপ্রাপ্তির অনন্য একটি উপায় হচ্ছে- একাগ্রচিত্তে সালাত আদায়ের চেষ্টা করে যাওয়া। ইরশাদ হয়েছে- “তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত কর, জাকাত দাও এবং রসুলের আনুগত্য কর। এতে তোমাদের ওপর রহমত বর্ষণ সাধন হবে”। (সুরাতুন নূর- ২৪:৫৬) সালাত ব্যক্তির জীবনকে গোনাহ থেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তুলে। আর গুনাহমুক্ত স্বচ্ছ জীবনযাপন সাধন আমাদের সবারই পরম আকাঙ্ক্ষার। এই আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে একাগ্রচিত্তে সালাত আদায়ের বিকল্প নেই। আবু হুরায়রাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত : রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- “তোমাদের কারও বাড়ির দরজার সামনেই যদি একটি নদী থাকে আর সে ওই নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে? এ ব্যাপারে তোমরা কী বল? সবাই বলল; না, তার শরীরে কোনো প্রকার ময়লা থাকবে না। তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- এটিই পাঁচ সময় সালাতের দৃষ্টান্ত। এর দ্বারা আল্লাহতায়ালা সব পাপ মুছে নিঃশেষ করে দেন। (সহিহ মুসলিম- ১৪০৮)। শীতকালে গাছের পাতা ঝরে যায়। এটা প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম। একজন মানুষ যখন পাঁচ সময় সালাত আদায় করে তার গোনাহগুলোও গাছের পাতার মতো ঝরে যায়। হজরত আবু যার গিফারী (রা.) বর্ণনা করেন- শীতকালে একদিন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বের হলেন। আমি তার সঙ্গেই ছিলাম। গাছ থেকে তখন পাতা ঝরছিল। নবীজি গাছের দুটো ডাল হাত দিয়ে ধরলে সেখান থেকে স্বাভাবিকভাবেই পাতা ঝরতে থাকে। তখন নবীজি আমাকে ডাক দিয়ে বলেন- শোন আবু যার! একজন মুসলমান যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পাঁচ সময় সালাত আদায় করে তখন এই গাছের পাতাগুলোর ন্যায় তার গোনাহগুলোও ঝরে যায়। (মুসনাদে আহমাদ- ২১৫৫৬)। আমরা সবাই জান্নাতে যেতে চাই। জান্নাতুল ফিরদাউসের মনোমুগ্ধকর নহরের পাশে বসে গল্পে গল্পে কেটে যাবে বেলা, আনন্দের উচ্ছলতায় মেতে উঠব আমরা- আমাদের সবার হৃদয় কোণে এ স্বপ্ন দোলা দিয়ে যায় প্রায়শই। সদৃশ পাখায় ভর করে যেন উড়তে থাকি জান্নাতের সবুজ প্রান্তরে। মানবহৃদয়ের পরম আরাধ্য এই জান্নাতের দেখা মিলবে কীভাবে? জান্নাতের অকল্পনীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে মেতে উঠতে আমাদের করণীয় বা কী? আপনি সালাতে নিয়মিত হোন।

জুমার দিনের গুরুত্বপূর্ণ আমল

ধর্ম ডেস্ক : জুমার দিন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দিন হিসেবে গণ্য সাধন হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত নবীজি (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর যতদিন সূর্য উদিত হবে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন হলো শুক্রবার। এ দিনে আদমকে (আ.) সৃষ্টি সাধন হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। এ দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের সাধন হয়েছিল। সর্বশেষ মহাপ্রলয় ও শেষ-বিচার সংঘটিত হবে শুক্রবার দিনে। (মুসলিম : ৮৫৪)। জুমার দিনকে সপ্তাহের সেরা দিন হিসেবেও ঘোষণা সাধন হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, জুমার দিন দিবসসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তা আল্লাহর নিকট বেশি সম্মানিত। (ইবনে মাজা : ১০৮৪) জুমার দিন মুসলিম উম্মাহর জন্য রয়েছে ফজিলতপূর্ণ প্রচুর আমল। এগুলো মধ্যে একটি আমল প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে জুমআর দিনে ‘সুরা কাহাফ’ তেলাওয়াত করা। পবিত্র কোরআনের ১৫তম পারার ১৮তম সুরা এটি। যদি কেউ সম্পূর্ণ সুরাটি তেলাওয়াত করতে না পারেন তবে সে যেন এ সুরার প্রথম এবং শেষ ১০ আয়াত তেলাওয়াত করে। কোরআনের কোনো ভাগ মুখস্থ করলে ইমান বৃদ্ধি হয়। সুরা আল কাহাফে কয়েকটি গল্প রয়েছে যেগুলি দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের জন্য বাস্তব পাঠ শেখায় এবং কোরআনের সঙ্গে দৃঢ় সংযোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

শাওয়ালের ৬ রোজার ফজিল

ধর্ম ডেস্ক : রোজার প্রতিদান দেবেন স্বয়ং আল্লাহতায়ালা। উদ্দেশ্য মুমিন নর-নারী রোজার আমল করে একমাত্র আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য। বিগত একটি মাস পবিত্র মাহে রমজানে ইবাদত বন্দেগি করে প্রত্যেক মুমিন হৃদয় প্রশান্তিতে ভরপুর। আল্লাহতায়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদতের জন্য। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, ‘আমি জিন ও মানবজাতিকে একমাত্র আমারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।’ (সুরা জারিয়াত, আয়াত : ৫৬)। আল্লাহতায়ালার একান্ত ইচ্ছে তাঁর প্রত্যেক বান্দা তাঁর ইবাদত সম্পন্ন করার মাধ্যমে ইহ ও পরকালীন জীবনকে সরল সঠিক পথ সিরাতুল মুসতাকিমে গড়ে তুলবে। ইবাদত মূলত দুই প্রকার। ফরজ ইবাদত; যেমন- নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি। নফল ইবাদত; যেমন- নফল নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত, দরুদ শরিফ, মিলাদ শরিফ, দান-খয়রাত, নফল রোজা রাখা ইত্যাদি। মানব জাঁতি মূলত তখনই মহান আল্লাহতায়ালার পাশে প্রকৃত সম্মানিত ও প্রিয় হবে, যখন তার প্রতিটি পেশা হবে একমাত্র আল্লাহতায়ালারই উদ্দেশে। সুখে-দুঃখে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁকেই ভালোবাসবে। তাঁরই নৈকট্য লাভের চেষ্টায় সব সময় ব্যস্ত থাকবে। ফরজ ইবাদত সুসম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে নফল ইবাদতে বেশি মনোযোগী হবে। নফল ইবাদতগুলোর মধ্যে নফল রোজা বান্দাকে অতি সহজেই মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়। কারণ, রোজা এমন একটি ইবাদত যা জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঢালস্বরূপ এবং এর প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহতায়ালা নিজেই দিয়ে থাকেন বলে হাদিসে কুদসিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। যখন কোনো বান্দার আমল আল্লাহতায়ালা গ্রহণ সাধন করেন তখন তাকে ভিন্ন নেক আমলের তৌফিক দেন। সুতরাং এ রোজাগুলো রাখতে পারা রমজানের রোজা গ্রহণ সাধন হওয়ার লক্ষণও বটে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এ রোজা রাখতেন এবং সাহাবায়ে কেরামদের রোজা রাখার নির্দেশ দিতেন। জলিলুল যত্ন সাহাবি হজরত আবু আইয়ুব আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখল, তার পর শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখল, সে যেন সারা বছরই রোজা রাখল।’ (মুসলিম শরিফ, হাদিস নম্বর-১১৬২)। এ হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণ বলেন, রমজানের ৩০টি রোজার সঙ্গে শাওয়ালের ছয়টি রোজা যুক্ত হলে মোট রোজার সংখ্যা হয় ৩৬টি। আর প্রতিটি পুণ্যের জন্য ১০ গুণ পুরস্কারের উক্তি উল্লেখ রয়েছে পবিত্র কোরআনুল কারিমে। সুরা আন আমের ১৬০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি একটি সৎ পেশা করল সে ১০ গুণ সওয়াব পাবে।’ এ হিসাবে যে ব্যক্তি রমজানের এক মাস রোজা রাখল সে ১০ মাস রোজা রাখার সওয়াব পাবে। আর ছয়টি রোজার ১০ গুণ ৬০ দিন। অর্থাৎ দুই মাস। আর এ দুই মাস মিলে ১২ মাস রোজার সওয়াব। তাহলে ৩৬টি রোজার ১০ গুণ হলে ৩৬০টি রোজার সমান (এটি পুরস্কারের দিক থেকে)।

অর্থাৎ সারা বছর রোজার সমান সওয়াব হবে।’ সুবহানাল্লাহ। হজরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘রমজানের রোজা ১০ মাসের রোজার সমতুল্য আর (শাওয়ালের) ছয় রোজা দুই মাসের রোজার সমান। সুতরাং এই হলো এক বছরের রোজা।’ (নাসায়ি)। হজরত উবাইদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ইয়া রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি কি সারা বছর রোজা রাখতে পারব?’ তখন রসুল (সা.) বললেন, ‘তোমার ওপর তোমার পরিবারের হক রয়েছে। অতএব তুমি সারা বছর রোজা না রেখে রমজানের রোজা রাখ এবং রমজান-পরবর্তী শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখ, তাতেই সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব পাবে।’ (তিরমিজি)

তাওবার গুরুত্ব ও ফজিলত

ধর্ম ডেস্ক : তওবা শব্দের অর্থ হলো ফিরে আসা। অর্থাৎ মানুষ প্রতিনিয়ত ভুল করে, অবিচার করে, পাপ করে, গুনাহ করে, এসব যাবতীয় পেশা করে সে যখন অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে সেসব নিন্দনীয় পেশা আর ভবিষ্যতে না করার সংকল্প নিয়ে আল্লাহর দরবারে দৃঢ় সংকল্প করে আল্লাহর পথে ফিরে আসে তার নামই ‘তওবা’। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহতায়ালার ওপর শুধু তাদের তওবাই কবুলযোগ্য হবে, যারা গোপনে গুনাহর পেশা করে তার পর জানা মাত্রই তারা দ্রুত তা থেকে ফিরে আসে, মূলত এরাই হচ্ছে সেসব লোক যাদের ওপর আল্লাহতায়ালা দয়া পরবশ হন।’ (সুরা নিসা, আয়াত ১৭)। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুল (সা.) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি দৈনিক সত্তরবারের বেশি আল্লাহর পাশে মাফ চাই। সুবহানাল্লাহ। তওবা ইস্তিগফার পাপ থেকে মুক্তির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মানুষ প্রতিদিনই গুনাহর পেশা করে যাচ্ছে। এ গুনাহ বা পাপ সাধন অস্বাভাবিক সামান্য নয়। এ পাপ হয়ে গেলেও ইসলাম ধর্মে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পথও বাতলে দেওয়া হয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি পাপ করে ফেলে তখন তাকে অত্যন্ত বিনয় ও আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহর পাশে তওবা করতে হবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, হে ইমানদার ব্যক্তিরা তোমরা গুনাহ খাতার জন্য আল্লাহর দরবারে তওবা কর, একান্ত খাঁটি তওবা। আশা সাধন যায় এর ফলে তোমাদের রব তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন এবং এর বিনিময়ে পরকালে তিনি তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (সুরা আত তাহরিম, আয়াত ৮)। তওবা কবুলের জন্য ইসলাম ধর্মে বেশ কয়েকটি দিকনির্দেশনা

রয়েছে। আমাদের তা পরিপালন করতে হবে। এতে আশা সাধন যায় আল্লাহ আমাদের তওবা গ্রহণ সাধন করবেন। জেনেবুঝে অবিচার ও পাপ কাজে জড়িত হওয়া যাবে না। পাপ বা অবিচার পেশা করে ফেলার পরপরই আল্লাহর পাশে মাফ চাইতে হবে। দেরি সাধন যাবে না। নিজের ভুল স্বীকার করে আল্লাহর পাশে মাফ চাইতে হবে। মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হওয়ার আগেই মাফ চাইতে হবে। দোয়া কবুলের ব্যাপারে তাড়াহুড়া সাধন যাবে না। এ ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুল (সা.) বলেছেন, যখন বান্দা গুনাহ স্বীকার এবং অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, আল্লাহর পাশে মাফ চায়, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ সাধন করেন এবং তাকে মাফ করে দেন। সুবহানাল্লাহ। একজন তওবাকারী বান্দার জীবনে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্যের আর কী হতে পারে? অপরাধ, অবিচার ও পাপ করার পর বান্দা যখন আল্লাহর পাশে মাফ চেয়ে তওবা করে আল্লাহর পাশে তা বেশি প্রিয় বলে বিবেচিত। আল্লাহ বলেন, হে ইমানদারগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর পাশে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সুরা আন নুর, আয়াত ৩১)। আমাদের মনে রাখতে হবে ভালো কাজের জন্য যেমন পরকালে রয়েছে আল্লাহর পাশে পুরস্কার তেমনি মন্দ কাজের জন্য রয়েছে শক্ত শাস্তি। আর সেই শক্ত শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সামনে একটি মাত্র পথ খোলা আর তা হলো তওবা করে ফিরে আসা। তওবার মূল উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহর পাশে মাফ চেয়ে নিজের পাপ মোচন করে তাকে খুশি করানো। তওবা করলে আল্লাহ খুশি হন। বান্দাকে তিনি মাফ করে দেন। আল্লাহ বলেন, ‘তারা যখন কোনো অশ্লীল পেশা করে বসে অথবা নিজেদের ওপর জুলুম করে ফেলে তারা আল্লাহকে সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহর জন্য আল্লাহর পাশে মাফ প্রার্থনা করে।